চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 120 Sunday, 31 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১২০ সংখ্যা ❋ ১৭ চৈত্র, ১৪৩০ রবিবার, ৩১ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকারঘনবসতিপূর্ণ রাফা শহরে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

...বিস্তারিত পাতা ২

লোকসভা ভোটের আগে শনিবার বিকেলে হাওড়ার আন্দুল রাজবাড়ীর মাঠে বুথকর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

...বিস্তারিত পাতা ৩

ভোটের আগেই ভাঙন শুরু বিজেপিতে। শনিবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের জঙ্গিপুর বিধানসভায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল প্রায় দুশো বিজেপি সমর্থক পরিবার।

...বিস্তারিত পাতা ৫

শুক্রবার কলকাতার বিপক্ষে কোহলি ৫৯ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ইনিংস খেলে দলকে ১৮২ রান তুলতে সাহায্য করেছেন।

...বিস্তারিত পাতা ৮

সমঝোতায় সমস্যা, বিপাকে বাম-কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতা না হওয়ার জেরে সমস্যা। কোচবিহারে আলাদা আলাদা করে প্রার্থী ঘোষাণা করেছে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস। এখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের আবেদন সিপিআইএমের। মানতে নারাজ কংগ্রেস। তারা তুলে ধরছে পুরুলিয়ার কথা। কোচবিহারের সিপিআইএম জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, 'আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের কাছে। আপনারা বাম প্রার্থীকে ভোট দিন।' পালটা কোচবিহারের কংগ্রেস নেতা রবীন রায় বলেছেন, 'প্রার্থী দিয়েছি। সিম্বল দিয়েছি। স্ক্রুটিনি হয়ে গেছে। ইলেভেন্থ মোমেণ্টে বললে তো হয় না।' লোকসভা কেন্দ্র কোচবিহার। চব্বিশের ভোটে এখানে চতুর্মুখী লড়াই। বিজেপি-তৃণমূল আগেই প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। তারপর করে বামফ্রন্ট। তাদের প্রার্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতিশচন্দ্র রায়। এই কোচবিহারে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেসও। কোচবিহারে কংগ্রেসের প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরী। অর্থা লড়াই এবার চতুর্মুখী।এতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে সিপিআইএম। কারণ, কংগ্রেস ও বামেরা আলাদা আলাদা প্রার্থী দেওয়ায় এই কেন্দ্রে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই সিপিআইএমের আরজি, কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা যেন বামেদের ভোট দেন। কোচবিহারের সিপিআইএম জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, ' আমাদের বামফ্রন্টের প্রার্থী নীতিশচন্দ্র রায়। তাঁর প্রতীক চিহ্ন সিংহ। তাঁকে জেতানোর জন্যই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করব। তবে কংগ্রেস প্রার্থী না দিলেই ভালো করতো। তারপরেও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের কাছে।

বড় চমক বিজেপির

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের মুখে অনেককে এবার গুরুগম্ভীর দায়িত্ব দিল মোদী সরকার। বিজেপি নেতা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বিজেপির ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের মুখে অনেককে এবার গুরুগম্ভীর দায়িত্ব দিল মোদী সরকার (গ্বণএন্ট ক্ষণত্তত)। বিজেপি নেতা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বিজেপির ইস্তাহার কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি জোরদার করেছে বিজেপি। বিজেপি তাদের ইস্তেহার তৈরিতে ব্যস্ত। এদিকে রাজনাথ সিংকে দলের ইস্তাহার কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এই কমিটি লোকসভার জন্য বিজেপির ইস্তেহার তৈরি করবে। রাজনাথ সিংকে চেয়ারম্যান করা হযেছে, নির্মলা সীতারামনকে আহ্বায়ক এবং পীযূষ গোয়েলকে কো-কনউইনার করা হয়েছে। ইশতেহার কমিটিতে মোট ২৭ জনকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই কমিটিতে রয়েছেন অর্জুন মুন্ডা থেকে শুরু করে ভুপেন্দ্র যাদব, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, কিরেন রিজিজু, অশ্বিনী বৈষ্ণব, ধর্মেন্দ্র প্রধান, ভুপেন্দ্র প্যাটেল, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিষ্ণু দেও সাই, মোহন যাদব, শিবরাজ সিং চৌহান, বসুন্ধরা রাজে, স্মৃতি ইরানি, জুয়াল ওরাম, রবিশঙ্কর প্রসাদ, সুশীল মোদী, কেশব প্রসাদ মৌর্য প্রমুখ।

নজরে লোকসভা নির্বাচন, এপ্রিলের গোড়াতেই উত্তরবঙ্গ সফরে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ চোট কাটিয়ে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবার লোকসভা ভোটের ময়দানে নামবেন তিনি। এপ্রিল মাসের শুরুতেই উত্তরবঙ্গে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো। আগামী ৪ এপ্রিল মালবাজার থেকে উত্তরবঙ্গের কর্মসূচি শুরু করবেন তিনি। এরপর ৫ তারিখ জলপাইগুড়ি টাউনে,১৩ এপ্রিল ধূপগুড়ি ও ১৬ এপ্রিল ফুলবাড়িতে প্রচার কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল অফিসে সাংগঠনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের কথা জানান তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ। চোট পাওয়ার পর ৩১ মার্চ প্রথম জনসভায় যোগ দেবেন মমতা।মহুয়ার সমর্থনে জনসভা করবেন কৃষ্ণনগরের ধুবুলিয়ায়। তারপর ১ এপ্রিল বহরমপুরে ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি। তারপর উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় নির্বাচনী প্রচার সভায় নামবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। উত্তরবঙ্গের জনসভাগুলি থেকে ঠিক কী বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী আপাতত সেই দিকেই তাকিয়ে বাংলার রাজনৈতিক মহল। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। কোমর বেঁধে চলছে প্রচার। রবিবার থেকেই এবার নিজে নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর সমর্থনে আগামিকাল ধুবুলিয়ায় জনসভা। এপ্রিলের শুরুতেই উত্তরবঙ্গ সফরেও যাচ্ছেন তিনি। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে জনসভা করার কথা মমতার। ১৯ এপ্রিল

প্রথম দফায় লোকসভা নির্বাচন হবে। ওই দিনই পশ্চিমবঙ্গের তিন আসন অর্থাৎ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভায় ভোট। গত লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গে নিঃসন্দেহে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। তবে উত্তরবঙ্গে একটি আসনও জিততে পারেনি। তাই এবার উত্তরবঙ্গে নজর তৃণমূলের। ফলাফল ভালো করাই চ্যালেঞ্জ শাসক শিবিরের। এই পরিস্থিতিতে এবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, ৩ এপ্রিল মমতা উত্তরবঙ্গ রওনা দেবেন। ৪-৮ এপ্রিল জনসভা করবেন। প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারসভা করবেন তিনি। তার আগে আগামী ৩১ মার্চ, রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছেন কৃষ্ণনগরে। ধুবুলিয়ার মাঠ থেকে সেখানকার দলীয় প্রার্থী তথা বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্রের প্রচারে সভা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো।আসলে চব্বিশের লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষ্ণনগর থেকে প্রচারে শুরু ভিন্ন মাত্রায় তাপর্যপূর্ণ। এবারের ভোটে বাংলার শাসকদল ইস্যু করেছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হওয়ার বিষয়টিকে। সিএএ-র বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার শুরু হয়েছে, বিশেষত মতুয়া প্রভাবিত এলাকাগুলিতে। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরও মতুয়া গড়। তার উপর এখানকার মহিলা প্রার্থী সংসদে একসময়ে বিজেপি বিরোধী সুর চড়ানো মহুয়া মৈত্র। টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে সম্প্রতি তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। যাকে তৃণমূল রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক কাজ বলেই মনে করছে। সেই ইস্যুও তুলে ধরা হবে কৃষ্ণনগরের প্রচারে।

এমনিতেই যে কোনও নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে হাইভোল্টেজ প্রচারে নিজেই যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের ভোটে বাংলা থেকে বিজেপিকে রুখে দিতে তপর হয়েছে তৃণমূল। আর তাই প্রচারে আরও জোর দেওয়া হচ্ছে। গত ১৬ মার্চ ভোট ঘোষণার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার বাইরে কোথাও প্রচারে যেতে পারেননি। বাড়িতে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হন। কিন্তু এবার সুস্থ হয়ে ফের পুরোদমে প্রচারে নামতে চলেছেন।

বিনা পয়সায় গ্যাস দিলে প্রার্থী প্রত্যাহার তৃণমূলের

মাথাপিছু কত করে? হিসাব বুঝিয়ে তোপ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের আগে মোদি সরকারকে নয়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার মথুরাপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি ৪২ আসন থেকেই প্রার্থী তুলে নেওয়ার কথা বললেন! কিন্তু দিনদিন বিজেপি বিরোধী লড়াই আরও জোরদার করার বদলে কেন এমন উলটো কথা? এর জন্য তিনি মোদিকে নতুন শর্ত দিলেন। বিজেপি সরকারকে চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন, আগামী ৫ বছর বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দিন। লোকসভা নির্বাচনে ৪২ কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী তুলে নেব। আসন্ন লোকসভা ভোটে তৃণমূলের নতুন মন্ত্র 'মোদী চ্যালেঞ্জ' নাকি 'দিদির চ্যালেঞ্জ'। অর্থা গত ৫ বছরে মোদির প্রতিশ্রুতি আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতির কতটা কার্যকর হয়েছে, তার তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হচ্ছে জনতার কাছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় প্রতি জনসভা থেকেই জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন করছেন, দিদির গ্যারান্টি না মোদির গ্যারান্টি-কার গ্যারান্টি চান? মথুরাপুরের জনসভা থেকেও অভিষেক বললেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাদ দিন। শুধু আগামী ৫ বছর রান্নার গ্যাস বিনামূল্যে দিয়ে দেখাক বিজেপি। তাহলে ৪২ কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী তুলে নেব। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযান চালাচ্ছে। বাজেয়াপ্ত হচ্ছে কোটি-কোটি টাকা। দিন কয়েক আগে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি মামলায় ইডির বাজেয়াপ্ত করা বিপুল পরিমাণ টাকা বাংলার মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। মোদির সেই প্রতিশ্রুতিকে 'জুমলা বা ভাঁওতা' বলে দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মথুরাপুরের জনসভায় দাঁড়িয়ে শনিবার তাঁর দাবি, শুধু এ রাজ্য নয়, প্রধানমন্ত্রী কেরল-তামিলনাড়ুর দলীয় প্রার্থীদের ফোন করেও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অভিষেকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ইডির বাজেয়াপ্ত টাকা ফেরালে দেশবাসী মাথাপিছু ২১ টাকা করে পাবেন। এই সামান্য টাকার বিনিময়ে ' বিজেপি ৫ বছরের ভোট চাইছে, খোঁচা অভিষেকের। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই কৃষ্ণনগরে দলীয় মহিলা প্রার্থীকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ফোনালাপে ইডির বাজেয়াপ্ত অর্থ ফেরানো নিয়ে কথা হয়। মোদি বলেছিলেন, অমৃতাজি আমি আপনাকে একটা কথা বলি। আমি আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। বাংলায় ইডির লোকেরা প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। এই টাকা গরিব মানুষের টাকা। মোদি জানান, নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর একটা আইনি ব্যবস্থা হবে, যাতে গরিব মানুষের থেকে লুট করা টাকা ফেরানো যায়। পুরো বিষয়টিকেই ' বলে দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।শনিবার মথুরাপুরের জনসভা থেকে অভিষেক বলেন, দুদিন আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিজেপির এক প্রার্থীকে ফোন করে বলেছিলেন, ইডি যে টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন। ইডি কত টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে? প্রধানমন্ত্রী নিজে বলছেন, ৩ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা ফেরত দিতে চান বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, শুধু বাংলা নয়, তামিলনাড়ুর এক দলীয় অধ্যাপক প্রার্থীকে ফোন করেও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হিসাব দিয়ে তাঁর দাবি, একই টাকা উনি বাংলায় ফেরত দেবেন, তামিলনাড়ুতে ফেরত দেবেন, কেরলেও ফেরত দেবেন। সারা ভারতবর্ষে ফেরত দেবেন। গোটা দেশের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি। ৩ হাজার কোটি টাকা ফেরত দিলে, প্রত্যেকে পাবেন ২১ টাকা ৩০ পয়সা। ২২ টাকাই ধরুন। এর পরই অভিষেকের খোঁচা, কত বড় দুনম্বরি ভাবুন, ২২ টাকা দিয়ে ৫ বছরের জন্য ভোট চাইছেন মোদি! মানুষকে কতটা দুর্বল ভাবছে ওরা! এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সারদা তদন্তের কথাও উল্লেখ করেন। অভিষেক প্রশ্ন, ১০ বছর ধরে তো সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত হচ্ছে, এক টাকাও ফেরত পেয়েছেন? একইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের তাঁর পরামর্শ, এই জুমলা নিয়ে গ্রামে-গ্রামে প্রচার করতে হবে।

কেজরির বিরুদ্ধে দিল্লি জল বোর্ডের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট ইডির

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ আবগারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ একাধিক শীর্ষ আপ নেতা জেলবন্দি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নতুন করে দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাস গেহলটকে তলব করেছে ইডি। এর মধ্যেই দিল্লি জল বোর্ড মামলায় আদালতে প্রথম চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। ওই চার্জশিটে নাম রয়েছে দিল্লি জল বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান জগদীশ কুমার অরোরার। আর্থিক তছরুপের এই মামলার সঙ্গে আম আদমি পার্টির যোগ রয়েছে বলেও চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে।

দিল্লি জল বোর্ড মামলায় মূল অভিযোগ ঠিকাদার সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া নিয়ে। অভিযোগ, কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়া হয়েছে ঠিকাদারদের কাছ থেকে। জগদীশ বোর্ড প্রধান থাকাকালীন যাবতীয় কাণ্ড ঘটেছে। আরও অভিযোগ, ওই ঘুষের টাকা

আপের তহবিলেও যেত। চার্জশিটে বলা হয়েছে,ঠিকাদার অনিলকুমার আগরওয়াল, এনবিসিসি-র প্রাক্তন কর্তা ডিকে মিত্তল এবং তেজিন্দর সিংহ ও এনকেজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, দরপত্র হাঁকার জন্য কিছু মানদণ্ড পূরণ করার কথা। ঠিকাদার সংস্থাগুলি তা পূরণ না করেও দিব্য কাজ পেয়েছে। কারণ তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত। উল্লেখ্য, জল বোর্ডের আর্থিক তছরূপের মামলার তদন্তে নেমে গত জানুয়ারিতে জগদীশ এবং অনিলকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। আপ প্রধান কেজরিওয়ালকেও ওই মামলায় তলব করেছিল ইডি। যদিও হাজিরা দেননি কেজরি। পরে আবগারি মামলায় গ্রেপ্তার হন তিনি। বলা বাহুল্য, ভোটের মুখে ইডির চার্জশিট পেশে আরও অস্বস্তিতে পড়লেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল।

প্রচারে ঝড় সায়নী ঘোষের

বিরোধীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে শুধুই কার্বনডাই অক্সাইড ঃ সায়নী ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৩০ মার্চ ঃ যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই প্রচারে ঝড় তুলেছেন সায়নী ঘোষ। কখনও নাম সংকীর্তন করছেন আবার কখনও মোমো তৈরি করছেন। আসলে ভোটের প্রচারে বেরিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছেন এই তৃণমূল প্রার্থী। প্রচারের প্রথম দিন থেকেই মানুষের অভূতপূর্ব সারা পাচ্ছেন বলে এদিন দাবি করেন সায়নী ঘোষ। শনিবার বিকেলে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত বেগমপুর পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটের প্রচারে এসে এমনই মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি শুক্রবার সোনারপুর এলাকায় প্রচারে গিয়ে মানুষের বিক্ষোভের মুখেও পড়েছিলেন তিনি। এদিন সায়নী বলেন, যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে গেলে সময় লাগে। বেশিরভাগ জায়গাতেই রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যা মিটেছে। সামান্য কিছু সমস্যা থাকলে সেটাও মিটে যাবে। তবে এই বিক্ষোভের কারণে বিরোধীরা অক্সিজেন পাবে কিনা সেই প্রশ্নের জবাবে সায়নী বলেন, বিরোধীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সবটাই কার্বন ডাই অক্সাইড। এজন্যই তাঁদের দম বন্ধ হয়ে আসছে, তাই উল্টোপাল্টা কথা বলছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে ও তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পরিপূরক হিসেবে অক্সিজেন যোগায় আর সেটাই নির্বাচনের ফলে প্রকাশ পাবে।

জেলবন্দি শাহজাহানকে জেরা করতে পারবে ইডি, অনুমতি বসিরহাট আদালতের

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩০ মার্চ ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে শেখ শাহজাহান। বসিরহাট উপ সংশোধনাগারে সন্দেশখালির ' জেলবন্দি শাহজাহানকে জেরা করতে পারবে ইডি। কেঃন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আবেদনে সায় দিয়ে অনুমতি দিল বসিরহাট মহকুমা আদালত। শনিবার সকালে ৫ ইডি, ১ সিবিআই আধিকারিক এবং আইনজীবী আদালতে যান। আধিকারিকদের সঙ্গে ছিল ল্যাপটপ, স্ক্যানার, পিন্টার-সহ বেশ কিছু কাগজপত্রও। সন্দেশখালির 'ত্রাস শেখ শাহজাহানের সম্পত্তি বিপুল। তাঁর বিরুদ্ধে বিঘার পর বিঘা জমি এবং ভেড়ি দখলের অভিযোগ রয়েছে। সংঃদেশখালি, সরবেড়িয়া এমনকী কলকাতাতেও তাঁর সম্পত্তির রয়েছে। রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ শাহজাহান করেছেন বলেই অভিযোগ। বিদেশের সঙ্গে বেআইনিভাবে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও রয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি তাঁর প্রায় ১৩ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইডি। সেই সংক্রান্ত মামলাতেই এবার শাহজাহানকে জেরা করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সে কারণে বসিরহাট মহকুমা আদালতে আর্জি জানিয়েছে ইডি। উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সেদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা শাহজাহানের খোঁজ পাননি। পরিবর্তে জখম হন তাঁরা। শাহজাহান অনুগামীদের আক্রমণে ঝরে রক্তও। এই ঘটনার ৫৫ দিন পর গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহান। প্রথমে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও পরে সিবিআই তাঁকে হেফাজতে নেয়। সিবিআই হেফাজত শেষে বৃহস্পতিবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সিবিআই আদালতে দাবি করে, সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা ইডির উপর হামলার সময় বাড়ির কাছেই ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই ফোন করে অনুগামীদের ইডির উপর হামলার নির্দেশ দেন। সুতরাং ইডির উপর হামলার ঘটনায় শাহজাহানই যে মূলচক্রী, তা আরও একবার আদালতে স্পষ্ট করে সিবিআই। সওয়াল জবাবের পর শাহজাহানকে ১২ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। আরও একটি মামলায় ৫ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বসিরহাট উপ সংশোধনাগারে রয়েছেন সন্দেশখালির '।

আইএনডিআই জোটের 'গণতন্ত্র বাঁচাও সমাবেশ'-কে 'দুর্নীতি বাঁচাও আন্দোলন' আখ্যা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ আইএনডিআই জোটের 'গণতন্ত্র বাঁচাও সমাবেশ'-কে 'দুর্নীতি বাঁচাও আন্দোলন' আখ্যা দিয়েছে বিজেপির শাহজাদ পুনেওয়ালা। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে মেগা সমাবেশ করতে চলেছে বিরোধী জোট আইএনডিআই।এই সমাবেশকে শনিবার কটাক্ষ করেছে বিজেপির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেছেন, আইএনডিআই জোটের এই সমাবেশ আসলে 'দুর্নীতি বাঁচাও আঃেদালন'। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুর্নীতিবাজদের বাঁচানো। পুনাওয়ালা বলেছেন যে আগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলতেন যে তিনি লালু প্রসাদ যাদব, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীকে জেলে পাঠাবেন কারণ তাঁরা দুর্নীতিতে জড়িত। আর আজ যখন কেজরিওয়াল নিজে জেলে আছেন এবং আদালত থেকেও ত্রাণ পাচ্ছেন না, তখন তিনি এই লালুপ্রসাদ যাদব, অখিলেশ যাদব, রাহুল গান্ধীর থেকে সাহায্য নিচ্ছেন।

কার দোষে পাকিস্তানে আছড়ে পড়ল ব্রহ্মস, প্রথমবার মুখ খুলল বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ প্রতিবেশী দেশের ভূখণ্ডে আছড়ে পড়েছিল ব্রহ্মস মিসাইল। প্রশ্নটা ছিল কি ভাবে। দুবছর পরে সেই নিয়ে মুখ

খুলল ভারতীয় বায়ুসেনা। সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, আধিকারিকদের গাফিলতিতেই পাকিস্তানে মিসাইল আছড়ে পড়েছিল। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৯ মার্চ ভারত থেকে ছোঁড়া ব্রহ্মস কমব্যাট ক্ষেপণাস্ত্র পাকিস্তানের মিয়াঁ চান্নু এলাকায় আছড়ে পড়ে। ভারতের মিসাইল আছড়ে পড়ার পরে তীব্র প্রতিবাদ করে পাকিস্তান। তার পরেই বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রাথমিক তদন্তের পরে উইং কমান্ডার অভিনব শর্মা-সহ তিন বায়ুসেনা অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়। চাকরি খোয়ানোয় পাল্টা দিল্লি হাই কোর্টে মামলা করেন অভিনব। আদালতের কাছে কেন্দ্র সাফ জানিয়ে দেয়, সেনা আধিকারিকদের ভুলেই এই ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাবশত মিসাইল হামলায় দেশের মানুষের ২৪ কোটি টাকা জলে গিয়েছে।

মিসাইল হামলার দুবছর পর প্রথমবার মুখ খুলেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। দিল্লি হাই কোর্টকে জবাব দিতে গিয়ে সেনার তরফে জানানো হয়, কমব্যাট মিসাইলের কানেক্টরগুলো জংশন বক্সের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেটা কমব্যাট আধিকারিকরা জানতেন। তা সত্ত্বেও মোবাইল লঞ্চারটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি আধিকারিকরা। তার জেরেই ভুলবশত মিসাইলটি উৎক্ষেপণ হয়ে গিয়েছিল। তার পর আছড়ে পড়ে প্রতিবেশী দেশের ভূখণ্ডে। এই গাফিলতির জেরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই শুধু নয়, নষ্ট হয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার সুনামও। আভ্যন্তরীণ তদন্তে মোট ১৬ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই রিপোর্ট পেশ করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। দিল্লি হাই কোর্টে অভিনব শর্মা দাবি করেছিলেন, মিসাইল উৎক্ষেপণ আটকানোর অবস্থায় ছিলেন না তিনি। কিন্তু সেই দাবি খারিজ করে রিপোর্ট দিয়েছে বায়ুসেনা।

১ এপ্রিল থেকে দাম বাড়ছে ৮০০ ওষুধের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ঃ জরুরি ওষুধের দাম বাড়ছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকেই বেশ কিছু অতি প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক, পেইনকিলার-সহ প্রায় ৮০০টি ওষুধের দাম বাড়তে চলেছে। এমনই জানাল জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণকারী সংস্থা ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথোরিটি (এনপিপিএ)। পাইকারি মূল্যসূচকের বিচার করে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা প্রতিবছরই এই দাম বাড়ায়।

দিনকয়েক আগেই ফার্মা সংস্থাগুলি শাসকদল বিজেপির নির্বাচনী বন্ডে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা দিয়েছে বলে জানা যায়। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সেই বিপুল টাকা তুলতে ওষুধের দাম বাড়ানোর সুযোগ যে করে দেওয়া হবে তা বলাই বাহুল্য। এনপিপিএ জানিয়েছে, জরুরি ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধের দাম ০.০০৫৫ শতাংশ বাড়ছে। প্যারাসিটামল, অ্যাজিথ্রোমাইসিন-সহ বেশ কিছু স্টেরয়েড, ভিটামিন, মিনারেল জাতীয় ওষুধের দাম বাড়ছে।

উল্লেখ্য, গত বছরেই বহু ওষুধের দাম অন্তত ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে দাম বেড়েছিল ১০ শতাংশ। একটি এনজিও কর্তার দাবি, এবছর ওষুধের দাম তুলনামূলক কম বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। যদিও বাস্তবে যে মোটেই এমন হচ্ছে না তা সাম্প্রতিককালে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্লাড সুগার, প্রেশার, জ্বরের ওষুধের দাম অন্তত ১৫

শতাংশ বেড়ে যাওয়াতেই স্পষ্ট। ওষুধের দাম বাড়িয়ে অসুস্থের পরিবারকে কার্যত কপর্দকহীন করে দেওয়া নিয়ে ফার্মা কোম্পানি ও কেন্দ্রের উপর স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্তর ক্ষোভ বাড়ছে। কি ভাবে সব কিছুর খরচ সামলাবে তা নিয়ে চিন্তা বেড়ে চলেছে সাধারণ মানুষের মনে। প্রশ্ন উঠছে, এর জন্য কি সরকার কোনও ববেস্থা নিতে পারবে না। যদি সরকার কোনও ব্যবস্থা না নেয় তবে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের বিনা মূল্যে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিতেই সরকারি ওষুধের দোকানগুলোতে সব ওষুধ পাওয়া যায় না। তার জন্য সাধারণ মানুষকে মোটা অর্থের বিনিময়ে ওষুধ কিনতে হয়। আজ তারা নাজেহাল ওষুধ কিনতে কিনতে। আগামীদিনে এই ভাবে ওষুধের দাম বেড়ে গেলে কি করবেন তারা। এখনই ভাবা প্রয়োজন।

রাজ্যের জনগণকে রংপঞ্চমী উৎসবের শুভেচ্ছা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল,৩০ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জনগণকে রংপঞ্চমী উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। ৩০ মার্চ রংপঞ্চমী উৎসব। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব রাজ্যবাসীকে রং পঞ্চমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ভ্রাতৃত্ব ও উৎসাহের এই উৎসব হল রং পঞ্চমী। এই উৎসবে সকলকে শুভেচ্ছা। আমি কামনা করি নানা রঙে পূর্ণ এই উৎসব আপনাদের সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও জাঁকজমকের রঙে ভরিয়ে তুলুক। এই উৎসবের মাধ্যমে সকলকে এই বার্তা দেওয়া হয় যে আমাদের সকলকে একে অপরের পাশে থাকা উচিত এবং আমাদের জীবনকে আনন্দের রঙে ভরিয়ে তোলা উচিত।

রাজধানী এক্সপ্রেসে তল্লাশি রেল পুলিশের, যাত্রীর ব্যাগ থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা

হাওড়া, ৩০ মার্চ ঃ ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ টাকা। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের টাকা উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় হাওড়া স্টেশনে। রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার হয় নগদ প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমান অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে রেল পুলিশ। এদিনের ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে রাজধানী এক্সপ্রেসের ৫ যাত্রীকে। এই নগদ অর্থ কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল- তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের শনিবার আদালতে তোলা হবে।রেল সূত্রের খবর, রাজধানী এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে ঢোকার পর জিআরপি আধিকারিকেরা নজরদারি চালাচ্ছিলেন। তখনই পাঁচ যাত্রীর আচরণ দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। আটক করে ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই ওই বিপুল পরিমাণ টাকার হদিস মেলে। যদিও অভিযুক্তদের দাবি, সোনার গয়না ও পোশাক কিনতেই ওই টাকা নিয়ে তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে পুলিশকে বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি অভিযুক্তরা।

বিহারে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১

পাটনা, ৩০ মার্চ ঃ বিহারে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৮ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার সকালে বিহারের রোহতাস জেলার দেহরি নগর থানা এলাকায়। এদিন সকাল ৭টায় রাঁচি থেকে অযোধ্যাগামী একটি পর্যটক বাসকে পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৮জন আহত হয়েছেন। আহত ৫ জন স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে

বুলন্দশহরে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান সেতু, হতাহতের ঘটনা ঘটেনি

বুলন্দশহর, ৩০ মার্চ ঃ বিহারের পর এবার উত্তর প্রদেশ! উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় ভেঙে পড়ল একটি নির্মীয়মান সেতু। শুক্রবার রাতে বুলন্দসহরে গঙ্গার ওপর নির্মিত একটি নির্মীয়মান সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।এই সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় উত্তর প্রদেশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি এক্স-এ ভেঙে পড়া সেতুর ভিডিও আপলোড করে লিখেছেন, জনসাধারণ জানতে চাইছেন, ঠিকাদারের কাছ থেকে বিজেপি কত টাকা ''নির্বাচনী দান'' নিয়েছে। গঙ্গার উপর নির্মিত সেতুটি নির্মাণের সময়ই ভেঙে পড়ল?

ইসরায়েলি সেনারা এবার রাফায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছেনঃনেতানিয়াহু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার ঘনবসতিপূর্ণ রাফা শহরে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।গাজায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হাতে বন্দী ইসরায়েলি সেনাদের মুক্ত করা প্রসঙ্গে তাঁদের স্বজনদের এ কথা জানান নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, ' সামরিক চাপই তাঁদের মুক্তি নিশ্চিত করবে।'এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চল ও খান ইউনিস জয় করেছি। এবার দক্ষিণের রাফায় স্থল অভিযান শুরু হচ্ছে।ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) অভিযোগ করেছে, গাজায় সামরিক অভিযান চালানোর মাধ্যমে সেখানে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে ইসরায়েল। পাশাপাশি দুটি নতুন পদক্ষেপ নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন জাতিসংঘের এ সর্বোচ্চ আদালত।এর মধ্যে আইনগতভাবে মানা বাধ্যতামূলক এমন এক নির্দেশে আইসিজে ইসরায়েলকে কোনো বিলম্ব ছাড়াই গাজায় খাবার,

পানি, জ্বালানি ও ওষুধ সরবরাহসহ মৌলিক পরিষেবা ও মানবিক সহায়তার অবাধে প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছেন।গাজার সর্বদক্ষিণের শহর রাফায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা ব্যাপক ' হত্যাযজ্ঞ ঘটাতে পারে বলে গত মাসে সতর্ক করে দেন জাতিসংঘের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা মার্টিন গ্রিফিথস। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা ও জরুরি ত্রাণবিষয়ক সমন্বয়কারী গ্রিফিথস ওই সময় বলেছিলেন, 'গাজায় ফিলিস্তিনিরা ইতিমধ্যেই এমন সব হামলার শিকার হয়েছে, যেসবের তীব্রতা, বর্বরতা ও পরিধির সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা চলে না।' এই পরিস্থিতিতে রাফায় ব্যাপক হামলার পরিণতি ' হতে পারে, এমনটাই বলেন গ্রিফিথস।তবে হামাসের বন্দুকধারীরা রাফায় লুকিয়ে আছেন উল্লেখ করে তাঁদের পরাজিত করার অঙ্গীকার করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। এক বিবৃতিতে মার্টিন গ্রিফিথস বলেছিলেন, রাফায় ১০ লাখের বেশি মানুষ আটকা পড়ে আছেন। তাঁরা সবাই মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আছেন। শহরটির বাসিন্দাদের কাছে খুব অল্প পরিমাণ খাবার আছে। তাঁদের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগও সীমিত। তাঁদের যাওয়ার কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণবিষয়ক সমন্বয়কারী মার্টিন গ্রিফিথসকে এমন ক।। ভাষায় বিবৃতি দিতে সচরাচর দেখা যায় না।স্তাজা ছোট শহর, রাফা মিসরের সীমানালাগোয়া। গত বছরের অক্টোবরে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল সংঘাত শুরুর আগে রাফায় প্রায় আ।াই লাখ মানুষ বসবাস করতেন। তবে সংঘাত শুরুর পর ইসরায়েল গাজার উত্তরাঞ্চল খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দিলে রাফায় মানুষের সংখ্যা ১৫ লাখে পৌঁছায়। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালান হামাস যোদ্ধারা। হামলায় ইসরায়েলি ভাষ্য অনুযায়ী ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হন। এ ছাড়া দুই শতাধিক ব্যক্তিকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে গেছেন তাঁরা।অন্যদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ওই দিন থেকেই এ উপত্যকায় শুরু করা ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩২ হাজার ৫৫২ ফিলিস্তিনি নিহত ও ৭৪ হাজার ৯৮০ জন আহত হয়েছেন। হতাহত ব্যক্তিঃদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

'আমি মানসিক ভাবে প্রস্তুত',রাজ্য কমিটির অনুমতির অপেক্ষায় নওশাদ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত নওশাদ সিদ্দিকি । কুলপিতে দলীয় কার্যালয়ে এক কর্মী বৈঠকে ডায়মন্ড হারবারে (Diamond Harbour) দাঁড়ানোর বিষয়ে ফের জল্পনা উৎসকে দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক। তবে এ ব্যাপারে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি ।তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় হিসেবে পরিচিত ডায়মন্ড হারবারে তিনি লড়তে চান । অনেক দিন আগে থেকেই এই ইচ্ছের কথা সর্বসমক্ষে জানিয়েছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । তবে সম্প্রতি প্রথম পর্যায়ে আইএসএফ-এর পক্ষ থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে । সেই প্রার্থী তালিকায় নেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র কিংবা নওশাদ সিদ্দিকীর নাম । এই নিয়ে নওশাদের বিরুদ্ধে তির্যক মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছেন অনেকেই । তাঁরা নওশাদ সিদ্দিকীকে ভীতু বলে আখ্যা দিয়েছেন । তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে যে, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে গো হারান হারবেন নওশাদ সিদ্দিকী ।তবে শাসকদলের আক্রমণের জবাব দিয়ে এ ব্যাপারে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন নওশাদ । দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী অধ্যাপক অজয়কুমার দাসের সমর্থনে কুলপিতে আইএসএফের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কর্মী বৈঠক করেন আইএসএফের সভাপতি ।নওশাদ বলেন, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই । প্রথম দিন থেকেই আমি এই কথা বলে আসছি । এখনও পর্যন্ত আমি এই কথাই বলব । জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না । শুধু কয়েকটা দিনের অপেক্ষা । দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের থেকে অনুমতি পেলেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইএসএফের হয়ে লড়াই করব । আমি ভীতু নই, আর আমি মরার ভয়ও পাই না ।নওশাদের কথায়, আমাদের দলের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হবে সেই প্রার্থী তালিকায় চোখ রাখুন । ডায়মন্ড হারবার নিয়ে আমাদের দলের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিক মতামত উঠেছে । আমি কিন্তু মানসিকভাবে ১০০ শতাংশ প্রস্তুত লড়াই করার জন্য । আইএসএফের জন্যই নওশাদ সিদ্দিকী । নওশাদ সিদ্দিকীর জন্য আইএসএফ নয় । রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি ।লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শওকত মোল্লা একের পর এক দায়িত্ব পাচ্ছেন দলের তরফে। ভোটের আগে তাঁর উপর বিশেষ ভাবে ভরসা রাখছে তৃণমূল । এই বিষয়ে নওশাদ সিদ্দিকীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাঁকে বলেছিলেন যে তুই বোমা বাঁধিস, তিনি এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সৈনিক । যাঁকে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন ক্রিমিনাল বলে আখ্যা দিয়েছে, সেই ব্যক্তি যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন, তাহলে আর কী বলা যাবে । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক হিংসা হবে না, এটা গণতন্ত্রের রক্ষা করার লড়াই । শওকত মোল্লার উপর যদি দায়িত্ব থাকে, তাহলে তিনি গণতন্ত্র রক্ষা করবেন নাকি গণতন্ত্রকে বিপন্ন করবেন সেটা বলা যাবে না । যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেননি, সেভাবেই কি লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেবে না ? নাকি বিভিন্ন বুথ দখল করে ছাপ্পা দেবেন ।ভআত্মবিশ্বাসের সুরে নওশাদ বলেন, আইএসএফ লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালাবে না । চোখে চোখ রেখে লড়াই করবে আইএসএফ

মদ-সিগারেটে ডুবে নিজেকে,বিতর্কিত মন্তব্য মোদির উপদেষ্টার, পাল্টা তোপ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সিগারেট, মদে নিজেকে ডুবিয়ে পাড়ার ঠেকে আড্ডা দিয়ে নিজেকে ' মনে করে ।তাদের দৌড় বড়জোর মৃণাল সেনের (Mrinal Sen) ছবি পর্যন্ত। এই ভাষাতেই বাঙালি এবং তাদের গর্বের পরিচালককে অপমান করলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা।একটি পডকাস্ট চ্যানেলে এই মন্তব্য করেছেন সঞ্জীব সান্যাল। তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা তোপ দেগেছে তৃণমূল।সম্প্রতি একটি পডকাস্টে বাংলার ' নিয়ে সঞ্জীবকে প্রশ্ন করেছিলেন ওই শো-এর সঞ্চালক। জবাবে সঞ্জীব বলেন, বর্তমানে কলকাতার দুর্দশার মূলে রয়েছেন সাধারণ মানুষই। তাঁদের মধ্যে অভাব রয়েছে সঠিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার। তিনি আরও বলেন, সমাজ যদি মনে করে এক জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়াই জীবনের সাফল্য, অথবা আড্ডা দেওয়া বা বুদ্ধিজীবী হওয়া, কলকাতায় যাঁকে ' বলে, তা হলে কিছুই করার নেই। ধূমপান করে, মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সারা বিশ্বের ব্যাপারে জ্ঞান দেওয়া যদি আপনার লক্ষ্য হয়, মৃণাল সেনের সেনের ছবিই যদি আপনার সমাজের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, তা হলে এই অভিযোগ করার কোনও মানে নেই।ভসঞ্জীবের এই মন্তব্যের নিন্দা করে পাল্টা তোপ দেগেছে তৃণমূল। এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূল তরফে লেখা হয়েছে, বাংলাবিদ্বেষী বিজেপি নিজেদের সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্থিক উপদেষ্টা এবং আধুনিক দিনের মীরজাফরদের তালিকায় নতুন সংযোজন সঞ্জীব সান্যাল বাংলার গৌরবময় সংস্কৃতির প্রকাশ্যে সমালোচনা করে নিজেকেই বোকা বানিয়েছেন। বাংলা-বিরোধী বিজেপি নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক আদর্শ মৃণাল সেন এবং আনঃের শহর কলকাতার প্রভূত সংস্কৃতিকে উপহাস করেছেন।ভতৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই ' অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে আমি চিনি। সারা জীবন দিল্লি আর বিদেশেই থেকেছেন। বাংলা অক্ষরও জানেন না। এঁর মতো কিছু বিশ্বাসঘাতক বাঙালি বিজেপি আর মোদীর ব্যক্তিগত বঙ্গবিরোধী বিষ আর আক্রোশকে উস্কে দিয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। ছি!তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ সঞ্জীবকে কটাক্ষ করে বলেন, নিজের শিকড় ভুলে গিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি এবং ইতিহাস। কোন আকাঙ্ক্ষার কথা বলছেন তিনি? ভারতের সবচেয়ে নোবেলজয়ী বাংলা থেকেই। কোনও রাজ্য ধারেকাছে নেই। দেশের অন্যান্য রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রকল্প নকল করছে। এ সবের মাঝে দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপিও।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের সৌজন্যে অনুকূল আবহাওয়া উপত্যকায়

শ্রীনগর, ৩০ মার্চ ঃবৃষ্টি ও তুষারপাতের সৌজন্যে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া এখন অনুকূল, মনোরম ও স্বস্তিদায়ক। কাশ্মীরে তো ঠান্ডা রয়েছেই, জম্মুর আবহাওয়াও স্বস্তির। তবে, এমন আবহাওয়া আর বেশি সময় থাকবে না, ৩১ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর থেকে ফের শুষ্ক হয়ে উঠবে উপত্যকার আবহাওয়া। ৫ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া দিন কাটবে উপত্যকাবাসীর।এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের ৪টি জেলায় তুষারধসের আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা, বারামুল্লা, গান্ডেরবাল ও কুপওয়ার জেলায় মাঝারি ধরনের তুষারধসের আশঙ্কা রয়েছে। ধস-প্রবণ এলাকায় যেতে বারণ করা হয়েছে উক্তঃ জেলার মানুষজনকে।

বড়সড় সাফল্য পেল নৌবাহিনী, সোমালি দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার ২৩ জন পাক নাগরিক

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ ভারতীয় নৌ বাহিনী আরব সাগরে দীর্ঘ ১২ ঘন্টার অভিযানের পর ২৩ জন পাকিস্তানি নাগরিককে সোমালি জলদস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। শুক্রবার আরব সাগরে এই অভিযানে নৌকাটির ২৩ জন পাকিস্তানি কর্মীকেও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে নৌসেনার পক্ষে। নৌসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে আরব সাগরের সোকোত্রা লেট থেকে ৯০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইরানের পতাকাবাহী মাছ ধরার নৌকা ' ৭৮৬'-এ অপহরণ করার উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে ৯ জন সশস্ত্র জলদস্যু।অপহরণের খবর পেয়ে নৌসেনার টহলদারি জাহাজ ' সুমেধা' শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিছু ক্ষণ পরেই সেখানে পৌঁছয় যুদ্ধাজাহাজ ' ত্রিশূল'। প্রায় ১২ ঘণ্টার অভিযানের পর তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ২৩ জন পাকিস্তানি নাগরিককেও উদ্ধার করা হয়েছে।

মুখতার অনসারিকে চোখের জলে বিদায়, অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় জানালেন অনুরাগীরা

মহম্মদাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ কারও মতে তিনি গরিবের মশিহা, কেউ তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসেন। শনিবার গ্যাংস্টার তথা রাজনীতিক মুখতার অনসারিকে চোখের জলে বিদায় জানালেন তাঁর অনুরাগীরা। বিপুল সংখ্যক মানুষ মুখতার আনসারিকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে মহম্মদাবাদের কবরস্থানে হাজির হন, এত সংখ্যক মানুষকে সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মুখতার অনসারির, শুক্রবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্ত হয়। মুখতারের মৃত্যুতে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার গাজীপুরের মহম্মদাবাদে, কালি বাগ কবরস্থানে মুখতারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শেষকৃত্যের কাজ করেন মুখতারের ছেলে উমর আনসারি।

কোটায় বাতিল সামগ্রীর গোডাউনে ভয়াবহ আগুন

কোটা, ৩০ মার্চ ঃ রাজস্থানের কোটায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি বাতিল সামগ্রীর গোডাউনে। শনিবার ভোররাতে ওই গোডাউনে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শনিবার ভোররাতে একটি বাতিল সামগ্রীর গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন এসে

মরণোত্তর ভারতরত্ন পেলেন চৌধুরী চরণ সিং-সহ ৪ জন, সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত আডবাণীও

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতরত্ন পুরস্কার প্রদান করেছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং এবং পি ভি নরসিমহা রাও, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কার্পুরী ঠাকুর এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীকেও ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাওকে মরণোত্তর ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত করেন, এই পুরস্কার হাতে তুলে নেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে পি ভি প্রভাকর রাও। চৌধুরী চরণ সিংয়ের ভারতরত্ন পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর নাতি জয়ন্ত সিং, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কার্পুরী ঠাকুরের মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান গ্রহণ করেছেন তাঁর ছেলে রামনাথ ঠাকুর, এছাড়াও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনের (মরণোত্তর) ভারতরত্ন পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তাঁর মেয়ে নিত্যা রাও।এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতরত্ন প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ।

ধারওয়ার থেকে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী প্রহ্লাদ জোশী, প্রার্থী বদল প্রসঙ্গে খুললেন না মুখ

ধারওয়ার, ৩০ মার্চ ঃকর্ণাটকের ধারওয়ার লোকসভা আসন থেকে নিজের জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশী।। শনিবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, মানুষের আশীর্বাদে আমি অবশ্যই ধারওয়ার থেকে জয়ী হব।প্রসঙ্গত, ফক্কিরেশ্বর মট দ্রষ্টা, জগদগুরু ফকিরা ডিঙ্গলেশ্বর মহাস্বামী কর্ণাটকের ধারওয়াড় আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন, এ প্রসঙ্গেই এদিন প্রহ্লাদ জোশীকে প্রশ্ন করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা জোশী বলেছেন, আমি এই বিষয়টি জানি না। আমি তাঁদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে চাই না। তবে, আমি তাঁদের আশীর্বাদেই জিতব। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।

হিমন্তবিশ্বের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার প্রস্তুতি অসম কংগ্রেসের সভাপতি ভুপেন বরার

গুয়াহাটি, ৩০ মার্চ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে বিজেপিতে যোগ দেবেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভুপেন বরা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভুপেন। ইতিমধ্যে তাঁর আইনজীবীরা যাবতীয় নথিপত্র তৈরি করছেন, জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।প্রসঙ্গত, গত কিছুদিন ধরে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের ছোট-বড়-তো বটেই, তাবড় তাবড়, হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী বিজেপিতে যোগদান করছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জোরের সঙ্গে দাবি করেছিলেন, ' না, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে কংগ্রেস ছেড়ে ভুপেন বরাও ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। যেভাবে মোদীর গ্যারান্টি আছে, সেভাবে এটাও হিমন্ত গ্যারান্টি ।'তিনি আরও যোগ করেন ' (সাংবাদিকগণ) যদি এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করে তাঁকে (ভুপেন বরা) লজ্জিত বা বিব্রত করতে থাকেন, তা-হলে এই পদক্ষেপ নিতে তাঁর বিলম্ব হবে।'মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' তাঁকে যথাযথ সম্মানের সাথে আনতে চাই। যদি তিনি চান মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা-হলে আমরা এ বিষয়েও ভাবব। কেননা, আমিও কংগ্রেস থেকে এসেছি এবং বিজেপি আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে। সুতরাং কংগ্রেসের কোনও সদস্য যদি মুখ্যমন্ত্রী হতে চান তবে তাঁদের বিজেপিতে আসা উচিত। তাই দয়া করে তাঁকে বিব্রত করবেন না।' ড. শর্মা বরাকে বিজেপিতে স্বাগত জানাতে তাঁর দলের অভিপ্রায় প্রকাশ করে এভাবেই অনুরোধ করেছিলেন।

শ্বাস নিতে সমস্যা, কুরলার হাসপাতালে ভর্তি হলেন অসুস্থ নবাব মালিক

মুম্বই, ৩০ মার্চ ঃ শ্বাসকষ্টের সমস্যায় অসুস্থ হয়ে প।লেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী নবাব মালিক। দমের কষ্ট হওয়ায় নবাব মালিককে কুরলার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নবাব মালিকের মেয়ে শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন।শনিবার আচমকাই মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা নবাব মালিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর তাকে ক্রিটকেযার হাসপাতালে ভর্তি করা হযেছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন কেমন রয়েছে, সে বিষয়ে বিশদ কিছু জানা যায়নি।

উত্তর প্রদেশের দেওরিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ, মা ও ৩ সন্তানের মৃত্যু

দেওরিয়া, ৩০ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলায় রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে প্রাণ হারাল ৩টি শিশু, মৃত্যু হয়েছে ৩টি শিশুর মায়েরও। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরনপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার দামরি গ্রামে।এই ঘটনা প্রসঙ্গে দেওরিয়ার এসপি সংকল্প শর্মা জানিয়েছেন, এদিন সকালে এক মহিলা বাড়িতে জলখাবার বানাচ্ছিলেন। সেই সময় গ্যাস সিলিন্ডারটি ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাণ হারায় তাঁর ৩ সন্তানও। আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাড়িতে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ও ফরেনসিক অফিসাররা ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।দেওরিয়ার জেলাশাসক অখন্ড প্রতাপ সিং বলেছেন, ডুমরি গ্রামে দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটেছে, রান্নাঘরে এক মহিলা রান্না করছিলেন, সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ওই মহিলা ও তাঁর ৩ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩১মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩১মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৭চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৭চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। সংসারে শান্তি হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না।
মিথুন রাশিঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব। মনে রাখবেন এক সুস্থ শরীরে সর্বদা এক সুস্থ মন থাকে।
কর্কট রাশিঃযে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত।
সিংহরাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। শুভ দিন।
মীন রাশিঃআপনি ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আপনার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্তঃ তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের পরিবারের সদস্যের প্রয়োজন আজ আপনার কাছে অগ্রাধিকারে

বিজেপি প্রার্থী লকেট শীতলা পুজো উপলক্ষ্যে ঢাক বাজিয়ে পুজো দিলেন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ৩০ মার্চ ঃ প্রচারে হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। শীতলা পুজো উপলক্ষ্যে ঢাক বাজালেন লকেট। শুধু তাই নয়, ওলাইচন্ডীতলায় পুজো দিলেন।

টোটোয় করে প্রচার করলেন চুঁচুড়ার তিন নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় শনিবার চুঁচুড়ার ২৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় শীতলা পুজোয় ঢাক বাজান। সেখান থেকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে ওলাইচণ্ডী মন্দিরে পুজো দেন। বাৎসরিক ওলাইচন্ডী মাতার পুজো হয় এই সময়। তার আগে তিন নম্বর ওয়ার্ড ব্যান্ডেল চার্চ সংলগ্ন এলাকায় ভোট প্রচার করেন।

কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো টোটোয় চেপে জনসংযোগ করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অপরূপা পোদ্দার ভোটে না দাঁড়ানো প্রসঙ্গে লকেট বলেন, ''এটা ওদের দলের ব্যক্তিগত ব্যাপার। দলটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভরপুর। ভাল লোককে কাজ করতে দিচ্ছে না।

এরপর দেবের ডেবরার সভার বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, ''প্রত্যেকের মুখে মুখে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা শোনা যাচ্ছে। তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে বিজেপির লাভ হবে। প্রথম দফার ভোটে বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকা প্রসঙ্গে বলেন, ''বুথে যাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে তার জন্য অনুরোধ করব। প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে আমরা জানাব।

বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়ে লাভ কী হলো, সন্দেশখালিতে সন্মান বিসর্জন দিলো

হাওড়ায় প্রচারে এসে নাম না করে মমতাকে তোপ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ৩০ মার্চঃ বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়ে লাভ কী হলো? সন্দেশখালিতে মেয়েদের সন্মান বিসর্জন দিয়ে দিলো, হাওড়ায় প্রচারে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাম না করে মমতাকে তোপ বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের।

শনিবার সকালে হাওড়ার মহীয়াড়ী পঞ্চাননতলা থেকে বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক মিছিলের নেতৃত্ব দেন মীনাক্ষী। এদিন মহীয়াড়ী পঞ্চাননতলা থেকে শুরু হয়ে মিছিল যায় অঙ্কুরহাটী কিবরিয়া গাজী স্কুল মোড় পর্যন্ত। সিপিআইএম প্রার্থী-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

ওই মিছিলে। সিপিআইএম, ডোমজুড় পূর্ব এরিয়া কমিটির ডাকে ওই মিছিলে ভিড় হয়েছিল নজরে পড়ার মতোই। মীনাক্ষী এদিন বলেন, বাংলা নিজের মেয়েকে চাইল, আর সন্দেশখালিতে তাদেরই সন্মান বিসর্জন দিয়ে দিলো। তিনি সদরের বাম প্রার্থী সব্যসাচীকে জয়ী করার জন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদিন জনসংযোগ করেন।

বামেদের কেন মানুষ ভোট দেবে সেই প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, দেশকে বাঁচাতে গেলে বামেদের ভোট দিতে হবে। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের ইশতেহার প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, আমরা সারা বছর যে দাবি নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছি, সেটাই আমাদের ইশতেহার। ভোটের আগে কর্পোরেটদের বাজেটের মতো জনমোহিনী ইশতেহার বামপন্থীরা প্রকাশ করেনা। এছাড়াও বামেদের ৩৪ বছরের শাসনকালে জঙ্গি শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনের জেরে রাজ্যে একাধিক শিল্প বন্ধ হওয়ার যে অভিযোগ বামেদের বিরুদ্ধে রয়েছে, সেই দাবিকে কার্যত নস্যাৎ করে মীনাক্ষীর পাল্টা দাবি, যারা এই ধরণের প্রচার করছেন তারা নির্লজ্জতার চরম সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারা মিথ্যা কথা বলছেন বলেও দাবি করেন বাম নেত্রী।

তিনি বলেন, ২০১১ সালের পূর্বে রাজ্যে শিল্পের যে পরিকল্পনা এসেছিলো আর আজকে যে পরিস্থিতি সেটার পার্থক্য রয়েছে।

আজ থেকে ফের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃঅসুস্থতা কাটিয়ে তৃনমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামীকাল রবিবার থেকে ফের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছেন। ওই দিন তিনি প্রচার করবেন কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে। এর পরে আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর লাগাতার প্রচার কর্মসূচি রয়েছে কৃষ্ণনগরের সভা ছাড়াও পরের পাঁচ দিনে তাঁর আটটি সভা রয়েছে বলে তৃণমুল কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে। ৪ এপ্রিল থেকে উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী জনসভা করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কোচবিহার,জলপাইগুড়ি,আলিপুরদুয়ার,বালুরঘাট,রায়গঞ্জ,পুরুলিয়া,বাঁকুড়াতে জনসভা করার কথা তাঁর। প্রথম পর্যায়ে ইদের আগে উত্তরবঙ্গে চারটি জনসভা করবেন তিনি। ৪ তারিখ কোচবিহার, ৫ তারিখ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে জনসভা করতে পারেন তিনি। ইদের আগেই কলকাতায় ফিরতে পারেন বলে জানা গেছে।

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন

কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ নির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন করেছে। পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য এইবার ভোট গ্রহনের নিদৃষ্ট দিনের আগে মহকুমাস্তরে বুথের মত তৈরি নিদৃষ্ট ফেসিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষনের সময়ই ভোটকর্মীদের ফর্ম দিয়ে দেওয়া হবে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ডাকযোগের পরিবর্তে ব্যালট পেপারগুলি ব্যালট বাক্সে করে স্ট্রং রুমে নিয়ে যাওয়া হবে। ভোট গ্রহনের জন্যে এইরকম প্রতিটি কেন্দ্রে তিনজন ভোটকর্মী ছাড়াও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। কোন কর্মী ফেসিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে ভোট দিতে না পারলে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে তৈরি বিশেষ কেন্দ্রে গিয়েও ভোট দিতে পারবেন।

ফেক কল সেন্টারের হদিশ পেলো ভবানীপুরে, ধৃত ৮

বারাকপুর, ৩০ মার্চ ঃ ভবানীপুরে ফেক কল সেন্টারের হদিশ মিলল । সফট ইঞ্জিনিয়ারকে প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জনকে। এর মধ্যে দু'জন মহিলা। গারুলিয়ার বাসিন্দা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সুরজিত বাগচিকে বিমার টাকা পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ১২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে। তবে পুলিশের অনুমান এই ফেক কল সেন্টারের'্যাকেট বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকতে পারে। এই'্যাকেট কতো দূর বিস্তৃত তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়েছে। ব্যারাকপুর আদালতের কাছে ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন ' জানিয়েছে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। ভবানিপুর চৌরংগি এলাকার ফেক কল সেন্টার থেকে ৪০ টি মোবাইল উদ্ধার এবং বেশ কিছু ডায়েরি উদ্ধার করছে পুলিশ।

ডিমা হাসাও জেলায় নদীর জলে ডুবে মৃত্যু দুই শিশুর

হাফলং (অসম), ৩০ মার্চ ঃ ডিমা হাসাও জেলায় নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে দুই শিশুর। শোকাবহ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ডিমা হাসাও জেলার জুরাই গ্রামে। আজ শনিবার প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, হাফলং নিউকুঞ্জুংয়ের বাসিন্দা সুমিত কেম্প্রাই জুরাই গ্রামে ক্র্যাশার মেশিনে কাজ করেন। দুই পুত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সুমিত তার দুই পুত্রকে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে জুরাই গ্রামে নিয়ে যান। কিন্তু শুক্রবার অন্য আরেক শিশুর সঙ্গে তার দুই ছেলে খেলতে খেলতে দিয়ুং নদীর কাছে চলে যায়। এক সময় তারা নদীতে স্নান করতে নামে। তখনই সুমিত কেম্প্রাইয়ের দুই ছেলে সতীক কেম্প্রাই (৯) এবং সিয়াম কেম্প্রাই (১৩) জলে তলিয়ে যায়। সতীক এবং সিয়ামের সঙ্গী শিশুটি একা ঘরে ফিরে আসে। তখন সুমিত তার দুই ছেলেকে না দেখে ওই শিশুটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে চান তার দুই ছেলে কোথায়? তখন শিশুটি ভয় পেয়ে বলে ওরা অন্য রাস্তায় আসছে। কিন্তু তার পরও তার দুই ছেলে না আসায় সুমিত আশপাশ এলাকার লোকজন ডেকে নদীতে গিয়ে দেখেন নদীর পারে তাদের কাপড় রয়েছে। তা দেখে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সবাই নদীতে নেমে তল্লাশি চালিয়ে সতীক ও সিয়ামকে উদ্ধার করে হাফলং সিভিল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে ওই দুই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করে। হৃদয়বিদারক ঘটনায় সমগ্র জুরাই গ্রাম সহ হাফলং নিউকুঞ্জুং এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে শাসক ও বিরোধী উভয় দলের প্রার্থীদের জোরদার প্রচার

আগরতলা, ৩০ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ত্রিপুরার রামনগর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। জোরদার প্রচার চলছে রাজনৈতিক দলের তরফে। ক্ষমতাসীন বিজেপির লক্ষ্য হল লোকসভার ৪০০ আসন সংখ্যা অতিক্রম করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা, যাতে নরেন্দ্র মোদীকে আবারও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। বিরোধী কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট ইন্ডি জোটের ব্যানারে হাত মিলিয়েছে গণতন্ত্র ও সংবিধান পুনরুদ্ধারএর আহ্বানে। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে বিজেপি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকে প্রার্থী হিসাবে মাঠে নামিয়েছে। অন্যদিকে সিপিআই-এম প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাসকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেছে, যাকে কংগ্রেস দলেরও সমর্থন রয়েছে। দুই প্রার্থীই সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রামনগর উপনির্বাচনের জন্য বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার শনিবার ১৭টি নং ওয়ার্ড এলাকায় প্রচার করছেন।

তিনি বলেন, আমি সবার আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করছি। রামনগর আমার বাড়ি, এই এলাকার মানুষ আমাকে ভালো করে চিনলেও নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। ভোটের দিন সামনে অল্প সময়ের জন্য প্রতিটি পরিবারের সাথে দেখা করা সম্ভব না হলেও নির্বাচনের পর আমি অবশ্যই প্রতিটি বাড়িতে যাব। দীপক মজুমদার আরও নিশ্চিত করেছেন যে প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের হাতে নেওয়া বাকি কাজগুলি সম্পূর্ণ করা এবং নির্বাচনী এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা তাঁর লক্ষ্য। ইন্ডি জোটের প্রার্থী রতন দাসের সমর্থনে সিপিআই-এম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী রামনগর কেন্দ্রের অধীন জয়পুর চৌমুহনি এলাকায় একটি রোড শোর নেতৃত্ব দেন শনিবার। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে সিপিআই-এম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী বলেন, বিজেপি শাসনে মানুষ নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, গুণ্ডামি, উন্নয়নের নামে জাল প্রতিশ্রুতির বান্ডিল এবং আরও অনেক কিছু দেখেছে। এখন সময় এসেছে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে জনগণকে বাঁচানোর। প্রাক্তন বিধায়ক এবং সিপিআই-এম প্রার্থী রতন দাস বলেছেন যে তিনি নির্বাচনী এলাকার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পাচ্ছেন। তিনি ভোটারদের ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি টি সেলের সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ দলের দুই প্রার্থীর

আগরতলা, ৩০ মার্চ ঃ আগামী কয়েক দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে লোকসভা নির্বাচন। সেদিকে নজর রেখে শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ টি সেলের উদ্যোগে প্রদেশ বিজেপি সদর দফতরে একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং লোকসভা নির্বাচনের জন্য দলের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব ও কৃতি সিং দেববর্মাকে পরিচয় করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজীব ভট্টাচার্য চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের উন্নয়নকে 'স্তব্ধ' করার জন্য এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে 'বঞ্চিত' রাখার জন্য পূর্বতন বাম সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বাম আমলে চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের উন্নয়ন সম্পূর্ণ থমকে গিয়েছিল। সুযোগ-সুবিধা ভুলে চা বাগানের শ্রমিকরা চাঁদাবাজির শিকার হন প্রতিদিন। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ডাবল ইঞ্জিন সরকার তাদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে।

মজুরি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে, সরকার চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য আবাসন, টয়লেট, রেশন কার্ড, পানীয় জল এবং বিদ্যুতের মতো মৌলিক সুবিধাগুলি নিশ্চিত করেছে, বলেন রাজীব ভট্টাচার্য। রাজীব ভট্টাচার্য চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব এবং পূর্ব লোকসভা আসনে কৃতি সিং দেববর্মাকে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে ফের ক্ষমতায় আনতে নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

লিলুয়ার জয়পুর বিলে মালবোঝাই গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা, জখম ২

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া , ৩০ মার্চঃ শনিবার সকালে হাওড়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের লিলুয়া জয়পুর বিলে একটি মালবোঝাই গাড়ি উল্টে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক ও খালাসি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর লিলুয়া থানার পুলিশ এসে আহত চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। পরে বড় ক্রেনের সাহায্যে রাস্তা থেকে গাড়িটি তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ডানকুনি থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল মালবোঝাই ওই গাড়িটি।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লক্ষাধিক টাকা তছরুপের অভিযোগে ধৃত এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ মার্চ ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লক্ষাধিক টাকা তছরুপ করার অভিযোগে জয়নগর থানার বামুনগাছি এলাকা থেকে ধৃত এক মহিলাকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত এক মাস আগে জয়নগর ১ নং ব্লকের বামুনগাছি পঞ্চায়েত এলাকার মা তারা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক মহিলার নামে গোষ্ঠীর আরেক মহিলা লক্ষাধিক টাকা তছরুপের অভিযোগ দায়ের করেন জয়নগর থানায়। আর অভিযোগ দায়েরের পরে অভিযোগের গুরুত্ব দিয়ে তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ শুক্রবার জয়নগর থানার বামুনগাছি এলাকা থেকে কাকলি অধিকারী নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

পিকনিক গার্ডেনে ভেঙে পড়ল বাড়ির একাংশ

কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ পিকনিক গার্ডেনে ভেঙে পড়ল বাড়ির একটি অংশ। বরাতজোড়ে প্রাণে বেঁচে যান এক এলাকাবাসী। জানা গিয়েছে, নির্মীয়মাণ একটি ভবনের তৃতীয় তলার একাংশ ভেঙে পড়ে। পুরো ঘটনার দিকে নজর রেখেছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ''আমার বাড়ির পিছনে একটি ছেলে থাকে। ও বাইকে করে যাচ্ছিল। সেই সময় বাইকের উপরে চাঙড় ভেঙে পড়ে। ওর লাগেনি। তবে এখানে কাজ হচ্ছে অনেক দিন ধরেই। আজকের ঘটনার পর তো আতঙ্কে আছি। সম্প্রতি, গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়েছিল বহুতল। একটি ঝুপড়ির উপর ভেঙে পড়েছিল । যার জেরে মৃত্যু হয় দশজনের। আহতের সংখ্যা একাধিক। এই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে তৎপর হয় কলকাতা পুরসভা। এমনকী কলকাতা হাইকোর্টও একাধিক বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেয়। এই ঘটনার পর আবার ভেঙে পড়ল নির্মাণের একাংশ।

রাজ্য ও প্রশাসনের কোন সহযোগিতা না মেলায় মেট্রো প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চূড়ান্ত অসুবিধা হচ্ছে

কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরেও রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের তরফে কোন সহযোগিতা না মেলায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা স্টেশন পর্যন্ত চলতি মেট্রো প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চূড়ান্ত অসুবিধা হচ্ছে বলে মেট্রো কতৃপক্ষ অভিযোগ করেছে।

সাধারনের সুরক্ষায় বেলেঘাটায় একটি ফুট ওভার ব্রীজ তৈরির জন্যে প্রকল্পের ঠিকাদারি সংস্থা রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড কলকাতা পুলিশ ও বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের পরে চিঠি দিয়ে ই এম বাইপাসে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের আবেদন জানালেও প্রশাসনের তরফে এখনও তার কোন অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে মেট্রো কতৃপক্ষ আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। উল্লেখ্য রেলওয়ে সেফটি কমিশনার জনক কুমার গর্গ চলতি সপ্তাহেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা স্টেশন পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে কাজ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। এইদিকে প্রকল্পের বিভিন্ন জায়গায় কংক্রিটের পিলার তৈরির জন্য মেট্রো কতৃপক্ষ যে সময় নিয়েছিল তার মধ্যে সেই কাজ শেষ করতে না পারায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসুবিধার সামনে পড়তে হচ্ছে বলে কলকাতা পুলিশের তরফে পাল্টা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের তরফে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে কিছু জানার থাকলেও মেট্রো বা রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেডের তরফে কোন প্রতিনিধিকে পাওয়া যায়নি বলেও পুলিশের অভিযোগ।

এমনকি রাস্তা আটকে প্রকল্পের কাজ করার পরে তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও মেট্রোর তরফে সেই রাস্তা সংস্কার করে দেওয়া হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হুগলিতে মুড়ি হাতে দুয়ারে-দুয়ারে বাম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ

হুগলি, ৩০ মার্চ ঃ হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার সারলেন বাম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ। শনিবার সকাল থেকে ব্যান্ডেল রেল স্টেশন সংলগ্ন বাজারে মাঝে মধ্যে ঠোঙায় করে মুড়ি-বাতাসা খেলেন। আবার কখনও চুমুক দিলেন গরম চায়ে। মনোদীপ বললেন, ''কোন দল কাকে প্রার্থী করবে সেটা তাদের ব্যাপার। আমরা সারা বছর মানুষের রুটি সংগ্রামে থাকি। মানুষের

অভাব অভিযোগ শুনে সেগুলোকে আন্দোলনে পরিণত করি। ভোট একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছে না। তিনি বলেন, ''আমরা প্রথমে মানুষের সমস্যার কথা শুনছি। গরিব প্রান্তিক মানুষের ১০০ দিনের কাজের কথা শুনছি। আবার দু'জনের বাড়ি হয়নি সে কথাও শুনতে পাচ্ছি। মানুষের কাছে গেলে সেই কথা খোলা মনে অভিযোগ করছেন। শহর অঞ্চলের শিক্ষিত যুবক যুবতীদের কাজ নেই। রাজ্যে গত ১০-১২ বছরে কোনও নতুন শিল্প আর নতুন চাকরির সুযোগ হয়নি। মানুষ একটা তীব্র সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে অতিবাহিত করছে। মনোদীপ বলেছেন, ''মানুষের রুটি রুজির কোনও বিষয় নেই।

যে মানুষটার ঘর ভেঙে যাচ্ছে, যার মাথার উপর থেকে ছাদ চলে যাচ্ছে। গঙ্গা ভাঙনে মানুষের বাড়ি বলাঘরে গঙ্গার জলে তলিয়ে যাচ্ছে। তার কাছে দিদি নম্বর ওয়ানের কোনও মূল্য নেই।

হুগলী উত্তরপাড়া প্রেস কর্ণারের উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ মার্চঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হুগলী উত্তরপাড়া প্রেস কর্নারের আজ শুভ সূচনা হয়। এদিন হুগলীর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় প্রেস কর্নারের ফিতে কেটে শুভ সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

অন্যান্যদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ , কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নন্দ দুলাল নস্কর, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন রাজ্যের একাধিক পত্র পত্রিকা সহ নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীকে উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানান সাংবাদিক বীরেন্দ্র রায়। ফুল

দিয়ে অভিনন্দিত করেন সাংবাদিক ভরত কুমার ঝা ও সাংবাদিক কাজী জিয়াযুল হক। এদিন উপপ্রধান ভবেশ ঘোষকেও ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান সাংবাদিক সৌরভ আদক। হুগলী জেলার কানাইপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর একটি কেন্দ্রীয় অফিসেরও আজ এখানে উদ্বোধন হলো, নিউজ পোর্টাল ও বিভিন্ন চ্যানেলের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বলেন পোর্টাল সাংবাদিকদের গুরুত্ব আছে তাই নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকদেরও একটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে, তিনি বলেন কিছু সংবাদমাধ্যম বিরোধীদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে

তিনি এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার অনুরোধ করেন। হুগলি উত্তরপাড়া প্রেস কর্ণারে সমস্ত সাংবাদিকদোর তিনি হার্দিক শুভেচ্ছা জানান। সংগঠনের সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী বলেন, এই প্রেস কর্ণার সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের জন্যেই। পোর্টাল সাংবাদিকদের গুরুত্ব দিনে দিনে বাড়তে থাকলেও এক ছাদের তলায় তাদের আসার প্রয়োজন ছিলো।

তিনি আশা প্রকাশ করেন সংগঠনএর এই ছাদ সংগঠন এর গুরুত্ব বাড়াবে এবং সমস্ত সাংবাদিকদের একত্রিত কণ্ঠস্বর হয়ে দড়াবে।

বিজেপির দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ক্যানিংয়ে

ক্যানিং, ৩০ মার্চ ঃ বিজেপির দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ক্যানিং সুষমা পল্লী এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ দেওয়াল মালিকের অনুমতি নিয়ে দেওয়াল লেখার সময় সেখানে এসে তাঁদেরকে হুমকি দেয় শাসক দলের কর্মীরা।

এমনকি দেওয়াল মালিককেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শাসকদলের কর্মীদের হুমকির ফলে বিজেপি কর্মীদের দেওয়াল লিখতে বারণ করেন দেওয়াল মালিক কমলেশ মণ্ডল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে ক্যানিং থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিজেপি নেতা পবিত্র পাত্র বলেন, '' আমরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে দেওয়াল মালিকের কাছে লিখিত অনুমতি নিয়ে দেওয়ালে চুনকাম করে লিখতে শুরু করছিলাম। আমচমকা সেখানে এসে তৃণমূলের গুন্ডারা হুমকি দেয় আমাদের। এমনকি দেওয়াল মালিককেও হুমকি দেয়। এভাবে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। তৃণমূল ভয় পেয়ে এই নোংরামো করছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। তিনি বলেন, '' এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিজেপি প্রচারের আলোয় আসার জন্য এই ধরনের গিমিক করতে চাইছে। তৃণমূলের এত দুর্দশা হয়নি যে বিজেপির দেওয়াল লিখনে বাধা দিতে হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২০ সংখ্যা, রবিবার, ১৭ চৈত্র, ১৪৩০

ভারতে কৃত্রিমমেধার প্রবেশ

ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার পক্ষ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রযুক্তির যুগ। একে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে ভারত সরকার ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার পক্ষে যেমন প্রচার করতে শুরু করেছে ঠিক সেই রকমভাবে শিক্ষাস্তরে ডিজিটালের প্রবেশ ঘটিয়ে চলেছে। করোনা সংক্রমণ কালে ডিজিটাল ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরীক্ষায় ভারত ভালোভাবে পাশ করেছে। যেসব ছাত্ররা ডিজিটাল সম্পর্কে কোনও কিছুই জানতো না তারাও ঘরে বসে ডিজিটাল এর মাধ্যমে পড়াশুনা করেছে। দুই বছর ধরে যেভাবে ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তারই সুফল পেতে শুরু করে দিয়েছে বর্তমান ভারত। আজকে সবাই ডিজিটাল শিক্ষা শিক্ষিত। কেউ আর ইন্টারনেট সম্পর্কে অজ্ঞাত নয়। সবাই ইন্টারনেট কী এবং কেন তার ব্যবহার করা হয় তাবলতে পারবে অনায়াসে। এমনকী ঘরে বসে সিক্ষা গ্রহণ করছে কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রীরা। বিদেশে বসে থাকা অধ্যাপকদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্ররা যোগাযোগ করে লেখাপড়ার বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি বক্তব্য ধরে কথা বলেছেন। সেই বৈঠকে ভারতের প্রযুক্তির উন্নতি, জলবায়ুর পরিবর্তন, জি-২০ সম্মেলনের নানা বিষয় উঠে আসে। বিল গিটসের সঙ্গে বৈঠকে ফাঁকে একটি নিজস্বী তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি 'নমো' অ্যাপেতে। বৈঠকে গেইট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে মোদি আশাবাদী? উত্তরে মোদি বলেছেন, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি অপরিসীম। ভারতের ডিজিটাল বিপ্লব করার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন একটি সময়ে গ্রামে গ্রামে ডিজিটাল ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। উন্নত ছিল না ইন্টারনেট পরিষেবা। এখন ভারতের প্রতিটি গ্রামে ইন্টারনেট পৌঁছে গিয়েছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া সম্ভব। ভারতের গ্রাম ক্রমশ জাগতে শুরু করে দিয়েছে। ইন্টারনেটের সাহায্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণ করার চেষ্টা করছে ভারত সরকার। সেই কারণে আজকে ভারতের ডিজিটাল বিপ্লব দেখা দিতে শুরু করেছে। ভারতের তরুণরা এখন বলতে গেলে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রযুক্তির চাকরি করতে শুরু করে দিয়েছে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই তরুণ সম্প্রদায় করে চলেছেন। আগামি দিনে ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এসে উপস্থিত হবে। ভারত সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এআই ব্যবহার করা দিকে মোদি এখন ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এআই এর অপব্যবহার হলে তা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে 'ওয়াটার মার্ক' ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কৃষি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রসঙ্গ উঠে আসে মোদি গেইটসের বৈঠকে। 'মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য' প্রযুক্তি যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে আগামী দিনে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলে মনে করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের উদ্বোধন করে মোদি জানান দেন, মহিলারাও প্রযুক্তি বিদ্যায় এবারে অংশ গ্রহণ করে ভারতকে সমৃদ্ধ করতে থাকবে। ভারত আরও অগ্রসর হতে থাকবে।

পাকিস্তানের ভারত বিরোধী

আমেরিকা থেকে শুরু করে কোয়াডের সব সদস্যরা রাশিয়ার ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে ভারত যেভাবে রাশিয়া দিকে পুরোপুরি ঢলে না পরে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সব পক্ষে রয়েছে এই রকম মনোভাব নিয়ে চলেছে যা আমেরিকা সরকার একেবারে পচ্ছন্দ করছে না। তারই বহির্প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল সেখানকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মুখ দিয়ে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, ভারতকে বাদ দিলে কোয়াডের সব সদস্যরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একমাত্র ভারতই কিছুটা নড়বড়ে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন এইভাবে সরু তারের ওপরে দিয়ে বেশি দিন হাঁটা সম্ভব হবে না ভারতের। ভারতকে আগামি দিনে যে কোনও একটি পক্ষকে অবলম্বন করে এগোতে হবে। ভারত সরকার বলেছে ইউক্রেন যুদ্ধটা দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের কৌশলগত লড়াই। ভারত এই যুদ্ধ তৈরি করেনি। সেই কারণে ভারত কোনও পক্ষের হয়ে সাওয়াল করতে পারছে না। ভারত শুধু মাত্র শান্তির বার্তা নিয়ে গিয়েছে। ভারত সন্ত্রাস দমনে ইজরায়েলকে পাশে রাখছে এবং প্যালেস্টাইনকে মানবিক কারণে সহায়তা করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েল যেভাবে হামাস জঙ্গি সংগঠনের সহেগ তীব্র লড়াই করে গাজার অধিকাংশ দখল করে নিয়েছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কাতার, ইরান, ইরাক এবং তুরস্ক। মিশর এই সব বিবাদের মধ্যে নেই তা পরিস্কার করে দিয়েছে। এদিকে ভারতের আটজন নৌ সেনার জীবন নিয়ে বাজি ধরতে শুরু করে দিয়েছে কাতার সেখানে ভারত কুটনৈতিক বৈঠক করে তাদেরকে কাতার থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি কাতার সফর করেছেন। তার ফলে পাক কৌশল বিপদে পড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান কাতারকে দিয়ে ভারতকে জব্দ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা করতে পারলো না। কাতারের সঙ্গে ভারত ব্যবসায়িক সম্পর্ক তরি করে ফেলেছে। কয়েক লক্ষ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক চুক্তি হওয়ার ফলে আজকে কাতার ভারত বন্ধু হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। তার ফলে পাকিস্তান বেশ ভারতের উপরে ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ হলেও পাকিস্তানের করার কিছুই নেই।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, পুরুষ এবং নারী মিলেই এই বিশ্ব সংসার। পুরুষকে বাদ যেমন দিয়ে বিশ্ব আসন তৈরি হতে পারে না। ঠিক তেমনি নারীকে বাদ দিয়ে বিশ্ব সংসার নির্মাণ হতে পারে না। সেই কারণে দরকার হচ্ছে নারী জাগরণ।জীবন ধর্মের সবচেয়ে সেরা কি? সেটা হচ্ছে মাতৃভক্তি। মায়ের প্রতি আকর্ষন অনুভব করা। মায়ের প্রতি যার আকর্ষন রয়েছে তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। এটা হচ্ছে মাতৃ আশির্বাদ। এর থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। মায়ের ভক্তি পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আবার মাতৃভক্তি কোনও সময়ে ঋণ হয় না। মাতৃভক্তি হচ্ছে অকৃত্রিম।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই।

বাংলাদেশের বিএনপি দল আওয়ামি সরকারকে ভারতের দালাল সরকারের আখ্যায় ভূষিত করছে

রবীন্দ্র কুমার শীল

ইসলামিক দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্য বয়কট করার অভিযান শুরু করার একটি প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করা এবং তার প্রচারে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা। ভারত সরকার এখন ভারতের যেসব মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা উদ্ধার করতে শুরু করেছে। বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। বেনারসে জ্ঞানবাপীতে মন্দির তৈরি করার প্রবণতা এবং সর্বশেষ মথুরাতে গিয়ে সেখানকার কৃষ্ণ মন্দির উদ্ধার করা। সব দিক দিয়ে যেসব মন্দির এক সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সেইগুলিকে উদ্ধার করতে বিজেপি সরকার এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ইসলামিক দেশগুলি বেশ খানিকটা হলেও ক্ষুব্ধ। এদিকে ভারত আবার হিজাব বিরোধী আন্দোলনে সামিল। যদি সরকারি ভাবে কোনও রকম এ ব্যাপারে ঘোষণা নেই। তবুও বিজেপি সরকার নারী স্বাধীনতাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। ভারতের নারী স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে বিজেপি সরকার বদ্ধপরিকর। নারীদের নিজস্ব অধিকার রয়েছে। সেই অধিকারের ওপরে কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারে না বলে অভিমত প্রকাশ করেছে।বিজেপি দলের নেতারা। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী তিন তালাক প্রথাকে আইনী বন্ধনে বন্দি করে দেওয়ার ফলে ইসলাম ধর্মের দীক্ষিত মহিলারা প্রধানমন্ত্রী মোদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এদিকে হিজাব প্রথা কারোর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে নয় বিজেপি সরকার। বাংলাদেশের কট্টর রাজনৈতিক দলের নেতারা সেখানে হিজাবকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে ভারতের শাড়ি বাংলাদেশের মধ্যে বেশি ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। আসলে বাংলাদেশের নিজস্ব উৎপাদন বহু শাড়ি রয়েছে। ঢাকাই শাড়ি থেকে শুরু করে জামদানি শাড়িও রয়েছে। ঢাকাই মসলিন শাড়িও পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সব শাড়ির দাম বহু মূল্যে বিক্রি হতে শুরু করেছে। খরিদ্দারও কম। তারা এখন বাংলাদেশের নারীদের হিজাব পরতে বাধ্য করতে শুরু করেছে। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে এখনও আঘাত এসে বাংলাদেশে পড়েনি। তবে সেটা পড়তে বেশি দিন আর বাকি নেই। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে ভারতীয় সেনাদের অবদানকে অস্বীকার করতে শুরু করে দিয়েছে বিএনপি দলের নেতারা। যদিও আওয়ামি লিগের নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের কথা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে তাঁদের নাম স্মরণ করে থাকেন। এমনকী ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নামও স্মরণ করেন শেখ হাসিনা। কিন্তু বাংলাদেশের বিএনপি দল এবং জামায়েতে ইসলাম দলের নেতারা স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে ভারতের কোনও ভূমিকা নেই বলে মনে করে থাকেন। তারা বলতে শুরু করেছেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধারা। তারাই বাংলাদেশকে পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করে। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের চাকা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিনএপি দলের নেতারা। তারা এবারে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনকে বয়কট করেছিল। কিন্তু নির্বাচন বয়কট করে বাংলাদেশের জনগণের ভোট দেওয়ার প্রবণতাকে রুখতে পারেনি। বিএনপি থেকে বলা হয়েছিল যে ভারত পাশে থাকার ফলে বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ নির্বাচন করতে পেরেছে। ভারতের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কাজ করেছে বাংলাদেশের নির্বাচনকে শেখ হাসিনাকে জয় করার লক্ষ্য নিয়ে। নাহলে বাংলাদেশের নাগরিকেরা ভোটকে বয়কট করতো। কিন্তু তা করতে পারলো না ভারত বাংলাদেশের নির্বাচনের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করে তাকে সাফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে। আসলে ভারত বিরোধিতা করাই বাংলাদেশের বিরোধী

দলগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। এর পিছনে কি তাহলে চিনের হাত কাজ করছে? চিন কি বাংলাদেশের ভারতীয় পণ্য বয়কট অভিযানকে সফল করে তোলার ব্যাপারে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও চিনের এ ব্যাপারে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও কিন্তু চিনের ওপরে সন্দেহটা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মলদ্বীপের পর চিন এখন সরাসরি ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মইজ্জুর সরাসরি ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন। সেখানে ভারতীয় সেনাদের প্রত্যাহার করার কথা তিনি বলেছেন। ভারতীয় সেনারা মার্চ মাসেই মলদ্বীপ ত্যাগ করেছে। ভারতীয় সেনারা মলদ্বীপ ত্যাগ করতেই সেখানে চিনা জাহাজ এসে উপস্থিত হয়েছে। আসলে মলদ্বীপে চিন এখন একটি সামরিক ঘঁটি তৈরি করার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে ভারতকে এখন লক্ষদ্বীপে সামরিক শিবির তৈরি করতে হচ্ছে। এই সামরিক শিবির তৈরি করতে ইসরায়েল এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইজরায়েলের প্রযুক্তিবিদেরা লক্ষদ্বীপে উপস্থিত হয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এবং মলদ্বীপের ভারতীয় সেনারা লক্ষদ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যার ফলে চিন বিশেষভাবে চিন্তিত। এদিকে বাংলাদেশের মধ্যে চিন প্রবেশ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের বাজারকে অধিকার প্রবণতা চিনের রয়েছে। ভারতীয় পণ্যের একটি বড় বাজার হচ্ছে বাংলাদেশ। বংলাদেশের মানুষেরা ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করে থাকে। ভারতীয় পণ্য যাতে বাংলাদেশের বাজার অধিগ্রহণ না করতে পারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিএনপি দলের নেতারা। তারা এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। আওয়ামি লিগ সরকার এখন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিরোধী দলের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারতীয় পণ্য বয়কট অভিযান বাংলাদেশের মানুষ সাড়া দেয়নি। তার ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেতারা। তারা বলতে শুরু করেছে যে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতের দালাল। এই ভারতের দালাল সরকারকে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করতে হবে। সেই কারণে বাংলাদেশের নির্বচনের পর ভারতীয় পণ্য বয়কট অভিযানকে সফল করার ডাক দিয়েছেন বিএনপি দলের নেতারা। এর উত্তরে বাংলাদেশের আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেছেন যে অন্যান্য দেশ থেকে পণ্য আমদানি করার চেয়ে কম খরচে ভারতীয় পণ্য আমদানি করা যায়। বিএনপি দলের ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক বাজারকে অস্থির করে তুলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করানোর চেষ্টা করছে যাতে বাজার অস্থির হয়ে ওঠে। বিদেশ মন্ত্রী মামুদ বলেছেন, আপনারা ভারত থেকে আসা পিঁয়াজ খাবেন। আপনাদের নেত্রী ভারত থেকে আসা শাড়ি পরবেন, ভারত থেকে আসা মাংস দিয়ে ইফতার করবেন, সেহরি খাবেন, ভারতে চিকিৎসা করতে যাবেন, আবার ভারতীয় পণ্য বর্জন করবেন- এগুলো হিপোক্রাসি ছাড়া আর কি? বিএনপি দলের স্থায়ী কমিটিতে সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে মাত্র কয়েকদিন আগেই সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রাহুল কবির রিজভি নয়া পল্টনে দলের দফতরের বাইরে সাংবাদিকদের সমানে গায়ে জড়ানো ভারতীয় শালকে আছড়ে ফেলে দিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। উপস্থিত কর্মীরা এই শালটিকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এদিকে ভারতীয় দূতাবাস থেকে বলা হয়েছিল পাকিস্তানের বিদেশ নীতির সমর্থক বিএনপি দলের সিনিয়র নেতা রিজভি কাশ্মীরের শাল বর্জন করে মেনে নিলেন যে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারের থাকায় সময়ে কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলে স্বীকার করেনি বিএনপি। এবারে সরকার না থেকে তাকে কার্যত মেনে নিল। এই রকম চাপানউতরের সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যারা সমর্থন না করে পাকিস্তানের পশ্চিমী শাসকদের সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তারাই এখন ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দিতে শুরু করে দিয়েছে। বিএনপি দলের নেতারা যদি বাড়িতে গিয়ে বৌদিদের শাড়ি পোড়ান তাহলে বিশ্বাস করবো আপনারা ভারতীয় পণ্য বর্জন করছেন। বাড়িতে রান্নার মশলা ব্যবহার করতে ভারতের দ্বারস্থ হতে হয়। চিকিৎসার জন্য ভারতীয় ডাক্তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়।স্বাধীনতা দিবস একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে বর্তমান বাংলাদেশে অতি ডান এবং অতি বাম দেখতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ধারাকে কেউ বেশি পচ্ছন্দ করে না। এদিকে প্রধানমন্ত্রী কথার উত্তরে বিএনপি দলের নেতা রিজভি প্রকাশ্য সভায় বলেছেন যে তাঁর মামার বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। বহুকাল আগে একবার পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে থাকার সময়ে মামা বাড়ির মেয়েরা তাঁর স্ত্রীকে একটি শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। সেই শড়িটা ছিঁড়ে গিয়েছে। আগে কাঁথা তৈরি করা হয়েছিল। এখন সেই কাঁথা ছিড়ে গিয়েছে। কাঁথাটা গায়ে দেওয়া হয় না। তাঁর স্ত্রীর কাছে আর কোনও ভারতীয় শাড়ি নেই। বিএনপি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গায়েশ্বর রায় বলেছেন যে ভারতের রফতানি করা আসল পণ্য তো আওয়ামি লিগ। ওটাকে বর্জন করতে পারলে বাংলাদেশ মুক্তি লাভ করবে। এদিকে আওয়ামি লিগের নেতা বলেছেন রিজভির উচিত হচ্ছে মামার বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে আসা যে রক্তটাকে বহন করে চলেছেন তাকে একেবারে শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া। সেটা যদি করতে পারেন তাহলে বলবো যে তিনি ভারতীয় পণ্য বর্জন করেছেন। তিনি নিজেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ ভারতীয় রক্তকে বহন করে চলেছেন। সেই মামার বাড়ির পক্ষ থেকে আসা ভারতীয় রক্তটাকে কী করে বর্জন করতে পারবেন? সেটাকে তো আমৃত্যু পর্যন্ত বহন করে যেতে হবে। বাংলাদেশে এখন জোর করে ভারতীয় বিরোধী পরিবেশ তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে সেখানকার বিরোধী দলের নেতারা। আওয়ামি লিগ সহ বেশ কয়েকটি দল রয়েছে ভারতের পক্ষে। এদিকে শেখ হাসিনা পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন যারা আগামি দিনে আওয়ামি লিগকে শক্তিশালী এবং সক্রিয় হতে সাহায্য করবে। আওয়ামি লিগের উদারনীতি বাংলাদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন ভারত বাংলাদেশের দাদা। আর বাংলাদেশ হচ্ছে ভারতের ভাই। রক্তের বন্ধন তৈরি হয়েছে যা চিরকাল অটুট থাকবে। এদিকে ভারত সফর করতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা। ভারত সফর করে তিনি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ বিরতি করার ওপরে চাপ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যদিও ভারত থেকে এ ব্যাপারে কথাবার্তা করতে শুরু করেছে। কিন্তু ভারত এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেনি। এদিকে ভারতীয় তরুণদের জোর করে রাশিয়া সেনায় ভর্তি করে ইউক্রেনের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বলবেন ইডক্রেনের বিদেশমন্ত্রী কুলেবা। ভারতের বিদেশমন্ত্রক রুশ সেনা থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এদিকে ভারত সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে লোকসভার নির্বাচনের পর নয়া সরকার গঠিত হওয়ার পরে আন্তর্জাতিক যেসব সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করতে থাকবে।

বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ প্রতিবেদন

কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৭ নভেম্বর, ১৮৮৮ - ৩ জুন, ১৯৬১) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি কৃষিবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও লেখক। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মৃণালিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। লিখতে গিয়েছিলেন আত্মজীবনী, হয়ে উঠল 'পিতৃস্মৃতি'। রবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনটি ছিল এমনই পিতৃকেন্দ্রিক। তিনি ছিলেন নীরবকর্মী, মুখচোরা মানুষ। পিতৃচিন্তা এবং পিতার দেওয়া দায়িত্ব নিষ্ঠা ভরে পালন করাই ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্যের মাঝে চাপা পড়ে গেছে তাঁর শিল্পী- সাহিত্যিক- বৈজ্ঞানিক মনটি। কমে গেছে সৃজনশীলতার সময়। পত্নী মৃণালিনী এবং পুত্র শমীর অকালমৃত্যু কীভাবে যে রবীন্দ্রনাথকে দুঃখী ও অসুখী করে রেখেছিল, তা রথীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কবিকে সমস্ত রকমভাবে সুখী করাটাই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কবির চাওয়াকেই নিজের চাওয়া বলে মেনে নিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ চাইলে অনেক কিছুই হতে পারতেন। হতে পারতেন সাহিত্যিক। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই নির্মেদ, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও সুললিত গদ্য লেখার দক্ষতা তাঁর ছিল। 'পিতৃস্মৃতি' এবং স্মৃতিমুখর On the Edges of Time তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পদ্যও তিনি কিছু রচনা করেছিলেন। রান্নায় অসম্ভব পটু ছিলেন। শান্তিনেকতনে আসা বিদেশি অতিথি- অভ্যাগতদের জন্য নিজের হাতে জ্যাম-জেলি তৈরি করতেন। প্রয়োজন পড়লে রান্না করতেন বিভিন্ন ধরনের স্বাদু পদ। সুগন্ধি পাউডার এবং ভালো সেন্ট তৈরি করতে পারতেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের

একজন। ভালো করে সংস্কৃত শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'। চামড়ার ওপর সুন্দর নকশা করতে পারতেন। আর জানতেন বাটিকের কাজ। শান্তিনিকেতনে এই দুইয়েরই প্রবর্তন হয় তাঁর হাত ধরে। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দারুশিল্পী। নানা রঙের কাঠ সংগ্রহ করে, সেইসব কাঠের নিজস্ব রঙ অক্ষুন্ন রেখে খোদাই করে কত না অসামান্য শিল্পকর্ম করেছেন তিনি। আসবাবের অভিনব সব নকশা তৈরি করেছেন। বলতেন - 'জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের ; কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।' প্রথাগতশিক্ষায় স্থপতি না-হয়েও শান্তিনিকেতনের অজস্র বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন। যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। ছবি আঁকতে পারতেন। বিভিন্ন ফুলের ছবি আঁকায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তারপরও তিনি কৃষিবিজ্ঞানী হলেন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেপূরণের জন্য। আসলে জমিদারী দেখভাল করার ভার হাতে নেওয়ার পর একটু কাছ থেকে গ্রামাঞ্চলকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে তিনি দেখেছিলেন যে, গ্রামের মানুষ সেই প্রথাগত সনাতন পন্থায় কৃষিকাজ ও পশুপালন করে চলেছেন, অথচ লাভের লাভ তেমন কিছু হচ্ছে না। তখন তাঁর মনে পল্লি উন্নয়নের চিন্তা ঢুকল। কাজেই ছেলেকে পাঠালেন আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক কৃষিবিদ্যা (ক্রমশ)

বেনারসে বিশ্ব নাট্য দিবসে অভিনীত 'সেউড়ি কে রাম'

জয়দেব দাস, কাশী

শিল্পই শান্তি। এটাই মূল বক্তব্য। ২০২৪ এর বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষ্যে এই বার্তা দিয়ে নিজের কথা রাখেন নরওয়ের জন ফসে। এই বিশ্ব নাট্য দিবসে নানান জায়গায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে। সেই সুত্রে ২৭শে মার্চ বিশ্ব দিবসে মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের নাট্যকলা বিভাগ এবং ললিতকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা এক সুন্দর নাট্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং উপস্থাপনা করে চারটি নাটক। মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ হল ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বারাণসীতে অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় ।আগে এটি শুধুমাত্র কাশী বিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত ছিল কিন্তু পরে এটি জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে পুনরায় উৎসর্গ করা হয় এবং তার নাম এতে যুক্ত করা হয় (১১ জুলাই

১৯৯৫)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা পর্যায়ের শিক্ষা পাওয়া যায়। দেশের মর্যাদাপূর্ণ ম্যাগাজিন 'ইন্ডিয়া টুডে'-র সমীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের মধ্যে ১৩ তম স্থান অর্জন করেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে (বসন্ত পঞ্চমীর পবিত্র উপলক্ষ্যে) বাবু শিব প্রসাদ গুপ্ত দ্বারা বারাণসীর ভাদাইনিতে কাশী বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গান্ধীজি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। দেশরত্ন শিবপ্রসাদ জি একজন জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি জমি দেন এবং দশ লক্ষ টাকা দিয়ে 'শ্রী হর প্রসাদ শিক্ষা তহবিল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৩ তে ললিত কলা বিভাগ গড়ে ওঠে। প্রথমে শুধু চারুকলা বিষয়ক শিক্ষা ব্যাবস্থা থাকলেও পরবর্তী কালে পরফার্মিং আর্ট যুক্ত হয়ে। এই বিষয় পথিকৃৎ হন বিদুষী লিপিকা দাসগুপ্ত। বিভাগের অধ্যক্ষ থাকা কালীন সঙ্গীত, নৃত্য, মিজিকলজি সহ নাট্য কলা বিষযকে বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেন। ২০০৪ সালে, এক বর্ষীয় নাটকের সার্টিফিকেট কোর্স দিয়ে আরম্ভ। পরবর্তী বছর থেকে শুরু হয়ে স্নাতকের শিক্ষা (লেখক সেই প্রথম ব্যাচের স্নাতক এবং কাশীর প্রথম বাঙালি যে নাট্য বিষয় পড়াস্নাতক উপাধি ভূষিত)। শত বর্ষীয় মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের নাট্যকলা বিভাগ ২০ বর্ষ পূর্ণ করে বিশ্ব বিদ্যালয়ের মুকুটে এক পালক জুড়তে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব নাট্য দিবস উপলখে নাট্য বিভাগের এক কক্ষে নির্মিত হয়ে অস্থীয় মঞ্চ। পরিবেশিত হয় পর পর নাটক। দর্শক আসনে বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ ড সুনীল বিশ্বকর্মা (অযোধ্যার রাম মন্দিরে স্থাপিত শ্রীরামের মূর্তির আদল এই শিল্পির তুলির টান কেউ অনুসরণ করে নির্মিত), নাট্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ড. শুভ্রা বর্মা, বেতার শিল্পী অরবিন্দ গুপ্তা সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা। প্রথম নাটক 'সেউড়ি কে রাম'। উপস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করে মধু সিং, কুন্দন কুমার এবং অমরজিৎ সিং। মধু সিং ছিলেন শবরীর রূপে, কুন্দন কুমার ছিলেন রামের রূপে এবং অমরজিৎ সিং ছিলেন লক্ষ্মণের রূপে, তারপর আয়ুষ সিং অশ্বথামা চরিত্রে একক অভিনয় করেন। এরপর এমএ ড্রামা প্রথম বর্ষের ছাত্র বালমুকুন্দ ত্রিপাঠীর লেখা ব্যঙ্গাত্মক নাটক লিফাফা মঞ্চস্থ হয়। নাট্য মঞ্চায়নে অংশ গ্রহণ করে বালমুকুন্দ ত্রিপাঠি নিজে, অবিনাশ পান্ডে, ড লিয়াকত আলী, অরবিন্দ গুপ্ত এবং আমান। এরপর নির্বাচনের পরিবেশকে সামনে রেখে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ হয়।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর প্রেম

বিশেষ প্রতিবেদন

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রেমিক-পুরুষ। সম্পর্কে জড়িয়েছেন একাধিক নারীর সঙ্গে। ভেঙেছে প্রেম। পেয়েছেন আঘাত। সেই আঘাত, দুঃখ, শোক হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের অমূল্য অর্জন, প্রাপ্তি। উজাড় করে দিয়েছেন বিভিন্ন গল্পে-উপন্যাসে। ১. রাজলক্ষ্মীর প্রেম ঃ রাজলক্ষ্মী ছিলেন শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের প্রথম প্রেমিকা। সে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একই গ্রামে থাকত। খুব অল্প বয়সে কুলিন ব্রাহ্মণের সাথে তার বিয়ে হয় এবং ভাগ্যে জোটে অকাল বৈধব্য। সেই অবস্থায় সে ফিরে আসতে বাধ্য হয় তার পরিবারের কাছে। কিন্তু বিধবা কন্যাকে লালন ও পালন করা একা এক মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কালের যাত্রাপথে তাই রাজলক্ষ্মীর পরিণতি উপন্যাসের পিয়ারী বাড়িতে হয়েছিল কি না নাকি সেই সময়কার অন্য বিধবাদের মতো সে চলে গিয়েছিল কাশীতে তার খবর ঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু যা পাওয়া যায় তা শরৎচন্দ্রের কলমে বালিকা রাজলক্ষ্মীর ছায়া। বয়সের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বালক-বালিকার মধ্যে মন নিয়ে কাছাকাছি আসা-যাওয়া চলে, তা অনেক সময় পরিণতি পায় না ঠিকই কিন্তু মন থেকে মুছে যায় না সহজে। সে কারণেই হয়তো বাল্যকালে রাজলক্ষ্মীর হাতে বোনা বঁইচি ফলের মালা তার উপন্যাসের রাজলক্ষ্মীর হাতেও তিনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে তার জীবন হয়ে উঠেছে বোহেমিয়ান, হয়েছে। একাধিক নারীসঙ্গ তবুও তাঁর মনের গোপন বাক্সে সুরক্ষিত রয়ে গিয়েছে বাল্যপ্রেমের স্মৃতি। ২. নিরুপমা দেবীর প্রেম ঃ শরৎচন্দ্রের জীবনে যুবক বয়সে যাঁর আগমন ঘটল তিনি হলেন শরৎচন্দ্রের বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টের বোন নিরুপমা। নিরুপমা দেবীকেও আমরা পরবর্তীকালে সাহিত্যিক রূপে পাই। এই সাহিত্যই তাঁদের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিল। নিরুপমা দেবীও ছিলেন অকাল বৈধব্যের শিকার। ধনী পরিবারের মেয়ে হয়েও বালবিধবার মতো জীবন তাঁকে যাপন

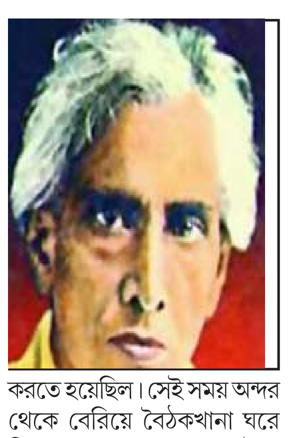

করতে হয়েছিল। সেই সময় অন্দর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে পরপুরুষের মুখদর্শনের নিয়ম ছিল না কিন্তু নিয়তি তো নিয়ম মানে না ফলে বালবিধবা নিরুপমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটেই গেল একদিন। স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তির কাজে বোলতার কামড়ের যন্ত্রণায় ছটফট করা নিরুপমার কষ্ট মোচন করতে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি আর কেউ নন, শরৎচন্দ্র। সেই প্রথম তাঁদের সাক্ষাৎ দর্শন। এর আগে আড়ালে আড়ালে চোখে চোখে কথা হলেও এই প্রথম দেখা উভয়ের জীবনে গভীর ছাপ ফেলে যায়। নিরুপমা দেবী ছোট থেকেই সাহিত্য অনুরাগী লিখতেন সুন্দর সুন্দর কবিতা। ফলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের জীবনে তিনি ছিলেন তাঁর সাহিত্যের অভিভাবক। শরৎ সাহিত্যের কঠোর সমালোচনার দ্বারা তিনি শরৎচন্দ্রকে আরও ভাল করে লেখার অনুপ্রেরণা জোগাতেন। তাঁর কড়া তাগাদা, সমালোচনা, ফাঁকি ধরে ফেলা; এই সব কিছুকেই শরৎচন্দ্র খুব প্রশ্রয় দিতেন। আসলে এর মধ্যে দিয়েই তিনি জড়িয়ে থাকতেন নিরুপমার সঙ্গে। শরৎচন্দ্রের সম্পাদনা করা পত্রিকায় নিরুপমা দেবীর একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সাহিত্যবাসরে তাঁর গল্পপাঠ হয়েছে তাঁর উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতেও। ফলে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে শরৎচন্দ্র (ক্রমশ)

ঝাড়খন্ডে নয় বাংলায় ভোট দিতে চায় গঙ্গার মাঝে গজিয়ে ওঠা একাধিক চরের সাধারণ মানুষেরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ মার্চ ঃ ঝাড়খন্ডে নয় বাংলায় ভোট দিতে চাই গঙ্গার মাঝে গজিয়ে ওঠা একাধিক চরের সাধারণ মানুষেরা ! ফলে হতাশ গঙ্গা চরের প্রায় দুই লক্ষাধিক বাঙালি। বিগত ২ দশকে গঙ্গা নদীর মাঝে গজিয়ে ওঠা একাধিক চরের বাসিন্দারা এই রাজ্যের নাগরিকত্ব হারিয়েছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই চরগুলোর মধ্যে একাধিক চর তাদের দীর্ঘ আন্দোলনে বাংলায় অন্তর্ভুক্তি হওয়ার ফলে অন্যান্য চরবাসীদের মধ্যে থেকে এই বাংলায় অন্তর্ভুক্তর দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে দুর্গম খাটিয়াখানা চরে পঞ্চায়েত ভোটে হলেও অন্য চরের বাসিন্দারা কেন ভোট দিতে পারে না তাই নিয়ে প্রশ্ন গঙ্গা চরের সাধারণ মানুষের ?

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরই জেলা প্রশাসন চর এলাকায় সার্ভে ও পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে চরবাসীরা ভেবেছিল এবছর লোকসভা ভোটে তারা বাংলায় ভোট দিতে পারবে। এপার বাংলার বাসিন্দা হওয়ার আশায় বুকবেঁধে ফেলেছিল গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দারা। বর্তমানে চরের ২ লক্ষ ৫০ হাজার ভোটার ঝাড়খন্ডে নয় এপার বাংলার বাসিন্দা হওয়ার দাবি জানিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। তৈরি হয়েছিল নতুন কমিটি। কিন্তু সে আশার গুড়ে বালি পরে! চরের একমাত্র হামিদপুরের খাটিয়াখানা চরের বাসিন্দারা ভোট দিতে পেলেও গঙ্গার মাঝে গজিয়ে ওঠা একাধিক চরের বাসিন্দারা এই রাজ্যে কেন ভোট দিতে পারে না তাই নিয়ে চরবাসীরা প্রশ্ন তুলেছেন? ভোট আসে ভোট যায়। গত এক দশকে পঞ্চানন্দপুরের ওপারে গজিয়ে ওঠা চরের মানুষের কথা ভাবে না কেউ। চরের সাধারণ মানুষেরা কার্যত নেয় রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে জীবন নির্বাহ করে। এই এলাকার একাধিক চরের বাসিন্দা কোন রাজ্যের প্রজা না হতে পেরে চরম হতাশার মধ্যে পড়ে রয়েছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে ঝাড়খন্ডের ভোটার লিস্টের নাম তুলেছে। নানা অভাব অভিযোগ ও পরিষেবা হীনতায় বাঁচতে হয় ওদের। জীবন ধারনের জন্য নুনতম অন্ন-বস্ত্র - পানীয় জল ছাড়াও চিকিৎসা- শিক্ষা- যোগাযোগ কিছু নাই ওদের। এক দিন এপার বাংলাতে সব ছিলো ওদের ! আজ গঙ্গার ভাঙনে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে ওরা। এ ভাবেই জীবন নির্বাহ করতে হয় তাদের। চরের মাটিতে কোনো ক্রমে পটল ও শশা ফলিয়ে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছে। আর টাকা থেকেই কোনো ক্রমে জীবন অতিবাহিত হয় গঙ্গার চরের আইনুল হক, ফেলু সেখ , হারেম আলির সহ গোলাডাবের চরের এই বাসিন্দাদের। এ ভাবেই জীবন কাটে ওদের। গঙ্গার ভাঙন গ্রাস করেছে ওদের সব কিছু । ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত গঙ্গার ভাঙনে গোটা কে বি ঝাউবানা অঞ্চল গঙ্গার ভাঙনে গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয় এদের বেশিরভাগ মানুষই বাঙ্গীটোলা রথবাড়ি সহ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জমি কিনে বাড়ি করলেও অনেকেই তা পারে নি। এই সমস্ত মানুষ গঙ্গার মাঝে যখন তাদের জমি ওঠে তখন সেই চরে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। মূলত চরে যে মৌজা গুলি জেগে ওঠেছে সেগুলি হলো পিয়ারপুর, শ্রীপুর, বানুটোলা, পলাশগাছি , শ্রীধর, পরানপুর , নিত্যানন্দপুর, জীতনগর , মহতপুর , রতনলালপুর , হামিদপুর, ইসলামপুর, কাচিয়াদুপুর , হাকিমাবাদ, আমানত , কে বি ঝাউবানা , জলবায়ু, খাসমাহাল , দুয়া দিয়ারা, নারায়ণপুর, দিলালপুর পঞ্চানন্দপুর চর সহ মোট ২১ টি চরের প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষের বাস। এই চরের মানুষ গুলি দীর্ঘদিন এপার বাংলাতে বাসিন্দা হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু তা না হওয়ায় বর্তমানে তারা ঝাড়খন্ডের ভোটের লিষ্টে নাম ওঠায় । ঝাড়খন্ড চরের মাটিতে নাম মাত্র পরিষেবা দেওয়ায় ওরা নেই রাজ্যের বাসিন্দা হয়েই আছে। ওদের আক্ষেপ ওরা এরাজ্যর বাসিন্দা হলেও এই রাজ্যর ভোটের লিষ্টে নাম ওঠাতে পারলো না। একমাত্র ব্যতিক্রম এ খাটিয়াখানা চর। খাটিয়াখানা চরের বাসিন্দারাও অন্যান্য চরের মত তাদের এভাবেই চরের নেয় রাজ্যে জীবন নির্বাহ করে চরের বাসিন্দারা। এই চরের বাসিন্দারা দীর্ঘ পাঁচ বছর গঙ্গা ভাঙ্গন নাগরিক একশন প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনে নামে। এবং ২০১০ সালে তাদের আন্দোলন সফল হয় এবং ভোটাধিকার পায়। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে হামিদপুর শহরের বাসিন্দারা এই রাজ্যের বাসিন্দা হতে পেরেছে । প্রতিবছর ভোটে এই রাজ্যে ভোটও দিতে পারছে। খাটিয়াখানা চরের পাশেই গোলাডাব চরের বাসিন্দাদের অভিমত ওরা অর্থাৎ খাটিয়াখানা চরের বাসিন্দারা কোনো প্রবিধা পাক বা না পাক ওরা বাঙালি তকমা ফিরে পেয়েছে। আমরা সেটাও পাচ্ছি না। আমরা মূলতঃ কার প্রজা আমরাই জানি না । বিষয়টি নিয়ে গঙ্গা ভাঙন আন্দোলনের দুই নেতা তরিকুল ইসলাম জানান , লিখিত এলেই বার বার ওদের কথা মনে হয়। ওরা কোন রাজ্যের প্রজা ? ওরা গোটা চরে নেই রাজ্যের বাসিন্দা। হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে আছে। ওরা যে রাজ্যের বাসিন্দা হোক ওরা যেন জীবন ধারণের জন্য মিনিমাম পরিষেবা গুলি পায় ! সত্যিকারের প্রজা হয়ে। চরের বুকে প্রজাতন্ত্রদিবস পালন করতে পারে। তাছাড়া হামিদপুর চরের মানুষদের হয়ে লড়াই করে তাদের ভোটাধিকার পাইয়ে দিয়ে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। সেই ক্ষেত্রে অন্য চরের বাসিন্দারা কেন এপার বাংলার ভোটার হতে পারবে না তা বুঝতে পারছি না। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, চরের সবাই আমাদের ভাই- বোন । ওদের দেখে দুখ লাগে। ওরা খুব কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতে চরে পড়ে আছে। ওই চর ঝাড়খন্ড দখলে ও কোনো পরিষেবা দিতে পারে না। খাটিয়াখানা চর যখন ভোট দিতে পারছে তখন অন্যান্য চরগুলি কেন ভোট দিতে পারছে না সেই বিষয়টি নিয়ে আমি একাধিকবার বিধানসভায় তুলেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির চর এলাকা সার্ভের জন্য বলেছেন। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবছে সরকার । বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া জানান, গঙ্গার চরে যতগুলি মৌজা পড়ছে তা চিহ্নিতকরণ করে আমরা নতুন করে গঙ্গার মাঝে বিভিন্ন চর গুলিতে সার্ভে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপাতত সর্বপ্রথমে কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের চরগুলির সীমানা নির্ধারণ করা হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য চারটি ব্লকের কাজ হবে। আমরা সার্ভের জন্য একটা প্ল্যান এস্টিমেট করে পেলে দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই চরে সীমানা নির্ধারণ ও সার্ভে প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজু বিস্তা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ ঃ এবার বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন দার্জিলিংয়ের দ্বিতীয়বারের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। এতোদিন ধরে কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার বিরুদ্ধে সেভাবে মুখ খুলতে দেখা যায়নি তাকে। কিন্তু শনিবার বিধায়কের সাংসদ পদে রাজু বিস্তার বিরুদ্ধেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার খবর পেতেই তার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। রাজু বিস্তা বলেন, বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার সাংসদ হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। সেটা পরিস্কার। ভাকো হতো যদি তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে মনোনয়ন দিতেন। শনিবারই দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। আর সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে ওই আক্রমণ শানেন।

রাম নবমী মহোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ ঃ আগামী ১৭ এপ্রিল ২০২৪ শ্রী রাম নবমী উপলক্ষ্যে আজ ৩০।০৩।২০২৪ শ্রী রাম নবমী মহোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিকদের মাধ্যমে সমিতি সমগ্র হিন্দু সমাজকে শ্রী রাম নবমী ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। শ্রী রাম নবমী শোভাযাত্রার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ প্রদান করেন, শ্রী রাম নবমী মহোৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রী লক্ষ্মণ জী বনসাল মহাশয়, পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সমিতির লিগাল সেল প্রমুখ শ্রী সুদীপ্ত মজুমদার মহাশয়, উপাধ্যক্ষ শ্রী শ্যাম রতন পান্ডে জী মহাশয় এবং মিডিয়া প্রভারী শ্রী সুশীল জী রামপুড়িয়া মহাশয়। এবছরই ৫০০ বছরের সংঘর্ষের পর শ্রী রাম লালা তার জন্মভূমিতেই অপূর্ব মন্দিরে বিরাজমান হন এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা উসব পালিত হয় সমগ্র দেশ জুড়ে। সেই কারণেই এবছরের শ্রী রাম নবমীর গুরুত্ব আরও অনেক বেশি। শোভাযাত্রায় গুরুশিষ্য পরম্পরা, ভারতের বৈদিক গুরুকূল পরম্পরা, মাতৃশক্তি ও নারী সশক্তিকরণ, গো সেবা ইত্যাদি বিষয়ের উপর জনজাগরণ মূলক ঝাঁকি থাকবে। শিলিগুড়িক কেন্দ্র করে মাটিগাড়া, খাপড়াইল, মিলন মোড়, মাল্লাগুড়ি, ফাফরি, ইস্ট্যার্ন বাইপাস, নৌকাঘাট, মেডিকেল, ফুলবাড়ি ইত্যাদি চতুর্দিক থেকে ঝাঁকি এসে শিলিগুড়িতে একত্রিতভাবে শহর পরিক্রমা করবে, শেষে এস এফ রোডে হিন্দি হাই স্কুলে প্রসাদ গ্রহনের মাধ্যমে শোভাযাত্রার সমারোপ হবে।

কাঁকসায় কারখানার ভেতর লরির ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ মার্চ ঃ কাঁকসায় কারখানার ভেতর লরির ধাক্কায় এক শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানার ম্যানেজারকে ব্যাপক মারধর করে। লরিটিতেও ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত শ্রমিকরা। শনিবার এই ঘটনাটিকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় কাঁকসা শিল্পতালুকের একটি বেসরকারী কারখানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রাম লাগোয়া একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার এক শ্রমিকের লরির ধাক্কায় মৃত্যু ঘটে। মৃত শ্রমিকের নাম সুজয় বিশ্বাস (২৬)। তিনি কাঁকসার গোপালপুরের বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার রাতে সুজয় কারখানায় ডিউটিতে ছিলেন। কারখানার ভেতরে একটি লরি তাঁকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রমিকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কারখানায় শ্রমিকরা একত্রিত হয়। ততক্ষণে কারখানার ভেতরে মৃতদেহ একটি গাড়িতে তুলে অন্যত্র সরানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। তাতেই ক্ষোভ ফেটে পড়ে শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্ষিপ্ত জনতা লরিটির ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। শনিবার সকাল থেকেই ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ শুরু করে অন্যান্য শ্রমিকরা। ওইসময় শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কারখানার ম্যানেজার।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা বিস্তীর্ণ চা বলয় এলাকা। আর চা বাগানকেই মূলত প্রচারে বেছে নিয়েছে বাম প্রার্থী। জোরপ্রচারে বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। শনিবার সাতসকালে জলপাইগুড়ি জয়পুর চা বাগানে মিছিল ও প্রচারে দেবরাজ। এরপর তিনি প্রচার সারেন ফুলবাড়ী এলাকায়।

'আগে সেতু তারপর ভোট', ভোট বয়কটের ডাক ধূপগুড়ির ২ গ্রামের বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ ঃ আগে সেতু তারপর ভোট। সেতুর দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে ভোট বয়কটের ডাক ২ গ্রামের শতাধিক ভোটারের। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির ঘটনা। আগামী ১৯ এপ্রিল জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। আর তার আগেই জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলটা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৪০০-র মত ভোটার একত্রিত হয়ে, ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থল গিলান্দী নদীর উপর স্থায়ী ব্রিজের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। এদিন ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু মানুষ একত্রিত হয়ে ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য কার্যালয়ের অদূরে গিলান্ডি নদীর উপর অস্থায়ী বাঁশের সাঁকোর সামনে একজোট হয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ভোট বয়কটের ডাক দেন। দুই গ্রামের গ্রামবাসীদেরই অভিযোগ, স্বাধীনতার পর থেকে এভাবেই তাদের ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়- বিক্রয় থেকে শুরু করে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ সমস্ত কিছুতেই যেতে একমাত্র ভরসা এই বাঁশের সাঁকো। যা বর্তমানে বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন, উপনির্বাচন এমনকি এর আগে লোকসভা নির্বাচনেও সামিল হয়েছেন এই দুই গ্রামের বাসিন্দারা। ভোটের মুখে এসে নেতা মন্ত্রীরা একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আজও বাস্তবায়ন হয়নি কোনও কিছুই। প্রসঙ্গত, এবার ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের সময় এই এলাকার সমস্যার কথা মাথায় রেখে এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ধূপগুড়ির বিদায়ী বিধায়ক প্রফেসর নির্মলচন্দ্র রায়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণের। তবে প্রতিশ্রুতি-ই সার। ২ গ্রামের মানুষেরই দাবি, আগামী ১৯ এপ্রিল ভোট উৎসবে তাঁরা সামিল হচ্ছেন না! এই গোটা ঘটনা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি একে অপরকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত। এখন শুধু দেখার আগামী ১৯ এপ্রিল লোকসভা ভোটের দিন নির্বাচনে দুই গ্রামের প্রায় ১৪০০ ভোটার শেষপর্যন্ত ঠিক কোন অবস্থান নেন। ভোট দেন, নাকি ভোটদান থেকে বিরত থেকে ভোট বয়কট করেন।

লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ মার্চ ঃ লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার পরেই চারিদিকে চলছে নাকা চেকিং। কিন্তু সেই নাকা চেকিং এর আড়ালে তরমুজ ভর্তি পিকআপ ভ্যানের ভিতরেই কয়েক লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার। যা দেখে চক্ষু চরকগাছ পুলিশের। পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি তরমুজ ভর্তি গাড়িকে আটক করে। এ বিষয়ে এগরার এসডিপিও দেবীদয়াল কুন্ডু জানান ওই গাড়িতে তরমুজের আড়ালে গাঁজা পাচার হচ্ছিল । মোট ৫১ টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে । যার ওজন এক কুইন্টাল দু কিলো ও বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা ।

রবিন হুড আর্মি-দুর্গাপুর শাখার রবিনস দ্বারা খাবারের ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ মার্চ ঃ ৩০ -৩ -২৪ রবিন হুড আর্মির দুর্গাপুর শাখা ,আজ ৩০-৩-২৪ (শনিবার) বিকেলে দুর্গাপুর রেলস্টেশন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে প্রায় ২৫ জন অভাবী দরিদ্র শিশুর মাঝে দুপুরের খাবারের

ব্যবস্থা করে। রবিন হুড আর্মি হল একটি জাতীয় স্তরে শূন্য- তহবিল সংস্থা যার স্বেচ্ছাসেবকরা, যাদেরকে রবিনস বলা হয়, স্থানীয় রেস্তোরাঁ এবং হোটেল থেকে অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করে এবং যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এতে কোনো মুদ্রা লেনদেন নেই। খাদ্যের অপচয় ম্যানেজ করার জন্য শুধু এই একটি উপায় প্রদান করেন এবং প্রয়োজনে কেউ যাতে ক্ষুধার্ত না ঘুমায় তা নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। এটি দুর্গাপুর শাখার একটি নতুন উদ্যোগ এবং আশা করা হচ্ছে দুর্গাপুরের অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে যাতে আরও বেশি সংখ্যক রবিন অংশগ্রহণ করবে। দুর্গাপুর শাখার রবিনসঃ- দেবাঙ্গনা, মন্তার সিংহ , সুপ্রিয় নন্দী, এস কে দুত্ব, আদিত্য সিংহ এবং অন্যান্যরা আজ অংশ নেন।

মকড্রিলের আয়োজন করলো পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ মার্চ ঃ রেল দুর্ঘটনা এড়াতে এবং সঠিক সময়ের মধ্যে উদ্ধার কার্য চালানোর ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে মকড্রিলের আয়োজন করলো পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ । শনিবার দুপুরে মালদার ডিআরএম বিকাশ চৌবের উপস্থিতিতেই রেল ও জেলা পুলিশ এবং প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতেই মালদা টাউন স্টেশনে এই মকড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার পর এনডিআরএফ থেকে শুরু করে রেল পুলিশ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসনের তৎক্ষণাত কিভাবে উদ্ধারকার্য করা সম্ভব মূলতঃ সেই বিষয় নিয়েই এদিন এই মকড্রিলের আয়োজন করে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। ডিআরএম বিকাশ চৌবে জানিয়েছেন, হঠাৎ করে যদি কোনরকম ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে সেই পরিস্থিতিতে এনডিআরএফ, দমকল, স্বাস্থ্য দপ্তর পুলিশ, প্রশাসনের কর্মী ও অফিসারেরা কিভাবে উদ্ধারকার্য চালাবেন এবং সঠিক সময়ের মধ্যে যাত্রীদের চিকিৎসা সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেই এদিনের এই মকড্রিলের আয়োজন করা হয়েছে। যদিও এই ধরনের কর্মসূচি মাঝেমধ্যেই করা হয়ে থাকে।

ভোটবাক্সে পাখির চোখ চা-বাগানের ভোটব্যাংক, জোরদার প্রচারে বিজেপি ও বাম প্রার্থী!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের ব্যার্থতার কথা তুলে ধরে চা শ্রমিকদের সঙ্গে চা পাতা তুললেন এবং চা-বাগানে ভোট চাইলেন আলিপুরের বিজেপি পার্থী মনোজ টিগ্গা। এদিন রাজ্য সরকারের নানান ব্যর্থতা ও দুর্নীতির কথা তুলে ধরে ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের চা বাগানে ঘুরে ঘুরে ভোট চাইলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। পাশাপাশি চা শ্রমিকদের সঙ্গে চা-বাগানে চা পাতাও তুললেন বিজেপি প্রার্থী। আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনের মধ্যে ৭ টি বিধানসভা আসন রয়েছে। ৭ টির মধ্যে ৫টি চা বাগান অধ্যুষিত। স্বাভাবিক ভাবেই চা-বাগানের ভোটব্যাংকের গুরুত্ব রয়েছে এই লোকসভা আসনে। এদিন প্রার্থী মনোজ টিগ্গা বানারহাট এলাকার ভূটান সীমান্তে থাকা চামুর্চি চা-বাগান থেকে প্রচার শুরু করেন। এক এক করে বিভিন্ন চা-বাগানে কর্মরত মহিলা চা শ্রমিকদের কাছে ভোট চান। সেখানে প্রচার শেষ করে চলে আসেন নাগরাকাটা ব্লকের চ্যাংমারি, লুকসান সহ বিভিন্ন চা-বাগানে। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা, বিজেপির অন্যতম জেলা সম্পাদক মনোজ ভুজেল সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রার্থী মনোজ টিগ্গা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নানান প্রকল্পের জন্য টাকা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার দুর্নীতি করে নিম্নমানের কাজ করছে। যেমন জল প্রকল্পে বহু টাকা দিয়েছে। প্রকল্প হচ্ছে বটে, কিন্তু নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। মানুষ ফল পাচ্ছে না।

চ্যাংমারি, কেরন সহ অন্যান্য এলাকায় যাতায়াতের জন্য কুচিডায়না নদীর উপর ইংরেজ আমলের সেতু কয়েক বছর আগে ভেঙে গিয়েছে। বিধায়ক পুনা ভেংরা বিধানসভায় বিষয়টি তুলেছেন। কিন্তু, সেতু হয়নি। মানুষকে জাতীয় সড়ক হয়ে ঘুরে বাজারে আসতে হয়। এইভাবে রাজ্য সরকারের নানান ব্যর্থতার কথা তুলে প্রচার চালান প্রার্থী। ওদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাও চা-বলয়ের মধ্যে পড়ে। আর তাই চা- বাগানকেই মূলতঃ প্রচারে বেছে নিয়েছেন বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মনও। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ির জয়পুর চা-বাগানে প্রচার চালান দেবরাজ।

পারিবারিক বিবাদ, সংঘর্ষে আহত ২

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ ঃ জমি নিয়ে দুই পক্ষের পারিবারিক বিবাদ । দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গাঁড়মারা এলাকায়। অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকেই জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে দুই পক্ষের বিবাদ চলছিল। আজকে সেই বিবাদ চরম আকার নেয়। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ এরপর শুরু হয় বচসা। লোহার রড, বাঁশ, ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি অভিযোগ ভেঙ্গে দেওয়া হয় বাড়ি ঘর। জানা যায় ঘটনায় কোনরকমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচেন বাবা ও ছেলে। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ধূপগুড়ি থানায় ৯ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আহত হরিমোহন রায় জানান দুই পক্ষের জমি নিয়ে বিবাদ । ঘটনায় আমরা দুইজন গুরুতর আহত হই। বাড়ি ভাঙচুর করা হয় পাশাপাশি বাড়িতে থাকা সোনা, গহনা ও টাকা সহ মোবাইল নিয়ে নেয় ।

ডাকাতির ঘটনা রুখে দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে ডাকাতির ঘটনা রুখে দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে পেট্রোলিং করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল চার ডাকাত। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ যখন গোড়া মোড় এলাকায় পেট্রোলিং চালাচ্ছিল, সেই সময় অন্ধকার একটি মাঠের মধ্যে পুলিশ দেখতে পায় জড়ো হয়ে আছে জনা চারেক দুষ্কৃতী। তৎক্ষণাত প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশের ওই জিপ ওই দুষ্কৃতীদের তাড়া করে। পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ে যায় চারজন। ধৃতদের নাম সুবল রায়, আপন দাস, সন্তোষ দাস এবং ছোট্টু রায়। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে রড, সাবল , ভোজালি, ছুরিসহ নানান ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা সরঞ্জাম। পুলিশের সন্দেহ শিলিগুড়ি শহরে ডাকাতির ছক কষার প্ল্যানিং -এর উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিল তারা। ধৃতরা কুখ্যাত অপরাধী বলেই জানিয়েছেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানা।

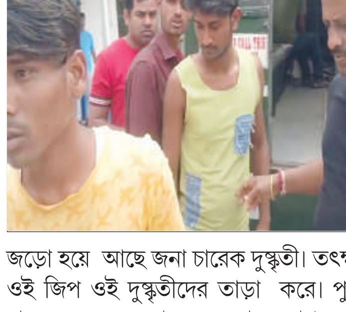

নন্দীগ্রামেই দেবাংশুর প্রচারের ফ্লেক্স ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩০ মার্চ ঃ নন্দীগ্রাম থানা এলাকার বিরুলিয়া-২ ব্লক অঞ্চলে ছেঁড়া হল তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্যের প্রচারের ফ্লেক্স। শুক্রবার রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। শনিবার সকাল হতেই বিষয়টি নজরে আসে। জানা গেছে, তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্যের ভোটের প্রচারের জন্য বিরুলিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ফ্লেক্স সাঁটানো হয়েছিল এলাকার একটি দেওয়ালে। সেই ফ্লেক্সের উপরের দিক থেকে কিছুটা অংশ ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র হল তমলুক। তমুলক থেকে এবার তৃণমূল প্রার্থী করেছে দলের তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য্যকে। তাঁর বিপরীতে বিজেপির প্রতীকে ভোটে লড়ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া সিপিএম থেকে প্রার্থী করা হয়েছে বামেদের যুব নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তমলুকের ভোটগ্রহণ পর্ব রয়েছে ষষ্ঠ দফায়, ২৫ মে। তার আগে জোরকদমে চলছে প্রচার পর্ব। এসবের মধ্যেই তৃণমূল প্রার্থীর পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

যুবককে খুনের চেষ্টা, অভিযুক্তের ১৪ দিনের জেল হেপাজত

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ , ৩০ মার্চ ঃ বচসার জেরে এক যুবককে বেধড়ক মারধর ও খুনের চেষ্টা অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশ জানায় ওই অভিযুক্তের নাম সুবল সাহা, তাকে শুক্রবার গভীর রাতে প্রাচীন মায়াপুর অরবিন্দ পল্লী এলাকা থেকে গ্রেফতার করে শনিবার দুপুরে ধৃতদের বিরুদ্ধে বেধড়ক মারধর ৩২৬ ও খুনের চেষ্টা ৩০৭ সহ একাধিক ধারায় মামলার রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে, বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, শুক্রবার সকালে নবদ্বীপ পৌরসভার অরবিন্দ পল্লী এলাকায় বিবাদের জেরে স্থানীয় যুবক ফেলুরাম মন্ডলকে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্ত সুবল সাহা। আক্রান্ত ফেলুরাম মন্ডল নবদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত সুবল সাহাকে অরবিন্দ পল্লী এলাকা থেকে শুক্রবার গভীর রাতে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। সামগ্রিক ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য।

কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে মিটলো না বাম কংগ্রেস জোটের জট

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ মার্চ ঃ কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে মিটলো না বাম কংগ্রেস জোটের জট। বামদের পক্ষ থেকে একদিকে ফরম ব্লকের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন নীতিশ চন্দ্র রায় অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন পিয়া রায়চৌধুরী। রাজ্যে বিভিন্ন আসনে বাম এবং কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হলেও কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে ভেস্তে গেল বাম কংগ্রেসের জোট। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষনার পর বামেদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়। কিন্তু মনোনয়ন প্রত্যাহারের আজ শেষ দিনেও মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন কংগ্রেস। তাই কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে জোটের বাইরে গিয়ে কংগ্রেস এবং বামেদের মধ্যে হতে চলেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হানায় জখম চা শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, মেটেলি, ৩০ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের ডাঙ্গি ডিভিশনে বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক মহিলা চা শ্রমিক। শনিবার ঘটনাটি ঘটে । প্রতিদিনের মতো এদিনও চা বাগানের ৩৫ নম্বর সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন ওই শ্রমিক। সেইসময় চা গাছের ঝোপের আড়াল থেকে অতর্কিতে হামলা চালায় চিতাবাঘটি। ঘটনায় জখম মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসার পর তাঁকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের রেফার করা হয়। চিতাবাঘের হানায় আতঙ্কিত বাগানের শ্রমিকরা। এলাকায় বন দফতরকে খাঁচা পাতার আবেদন জানানো হয়েছে। বন দফতরের খুনিয়া স্কোয়াড সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে বন দফতরের তরফে।

নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন মথুরাপুরে

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ৩০ মার্চ ঃ নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন মথুরাপুরে। ভোটের ঢাকে কাঠি পরেছে ইতিমধ্যে। সকল রাজনৈতিক দল ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছেন। ভোটের ময়দানে এক ইঞ্চি ও জমি ছাড়তে নারাজ পক্ষ প্রতিপক্ষ। ভারতীয় জনতা পার্টির লোকসভা নির্বাচনী কার্যালয়- এর উদ্বোধন হয়ে গেল মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এই নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি পার্থ সারথি ঘোষ, দক্ষিণ মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল, মানিকচক ব্লক বিজেপি কনভেনার পবিত্র কুমার দাস, বিজেপি নেতা অভিজিত মিশ্র, বিজেপি নেতা জিমিদার। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দক্ষিণ মালদা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি পার্থ সারথি ঘোষ বলেন, মানিকচক বিধানসভার মধ্যে মথুরাপুরে নির্বাচনী কার্যালয়ে- এর উদ্বোধন করা হলো। এরকমভাবে অন্যান্য বিধানসভাতেও নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে এবং কিছুটাতে হবে। আমাদের দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বিশেষ কাজে দিল্লি গিয়েছিলেন। যদিও ফিরে গেছেন। কিন্তু বাগডোগরা থেকে মথুরাপুর পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে। তাই আমরা সকলে মিলেই নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করলাম।

NOTICE INVITING QUOTATION
Bearing No-78 of 2023-24

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractors having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. EI Work for CAPF Accommodation: 1. Monteswar Police Station(23 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024. Last date of issue of Tender Papers is up to:- 2 P.M on 06.04.2024. L/D of tender dropping 08.04.2024 (up to 2 P.M.) & all tenders received will be opened shortly thereafter.

Sd/-Executive Engineer, P.W.D.
Bardhaman Electrical Division

খাওয়া-দাওয়া

ভেটকি ফিশ ফ্রাই চটজলদি বানাবেন

উপকরণঃ ভেটকি ফিশ ফিলে ৫০০ গ্রাম, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৪ থেকে ৫টি, ধনেপাতা ১ মুঠো, পুদিনাপাতা ১ মুঠো, লেবুর রস দেড় চা-চামচ, ডিম ২টি, ময়দা ১ কাপ, টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া দেড় কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেল ২ কাপ।

প্রণালিঃ মাছ আড়াই ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি আকারে কেটে নিতে হবে। ৫০০ গ্রাম ফিলেতে ৬ থেকে ৭ টুকরা হবে। ধনেপাতা, পুদিনাপাতা আর কাঁচা মরিচ ব্লেন্ড করে সবুজ পেস্ট করে নিতে হবে। এবার মাছের টুকরাগুলো ভালোমতো ধুয়ে কিচেন টিস্যু দিয়ে মুছে নিন। তারপর আদাবাটা, রসুনবাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লেবুর রস আর স্বাদমতো লবণ দিয়ে মেখে ১০ মিনিট ম্যারিনেট করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর সবুজ পেস্ট দিয়ে মাছকে দ্বিতীয়বার ম্যারিনেট করতে হবে। ভালো করে মেখে রেখে দিতে হবে আধা ঘণ্টা। ডিম ফেটিয়ে নিন। একটা প্লেটে ময়দা আর একটা ছড়ানো প্লেট বা ট্রেতে বিস্কুটের গুঁড়া ছড়িয়ে নিতে হবে। এবার এক একটা করে মাছের টুকরা সাবধানে ময়দায় গড়িয়ে নিন। তারপর ডিমে ডুবিয়ে শেষে বিস্কুটের গুঁড়ায় গড়িয়ে নিন। ছুরির সাহায্যে মাছের আকার ঠিক করে নিতে হবে। গরম ডুবো তেলে ভেজে নিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

প্রন শাশলিক

উপকরণঃ মাঝারি আকারের চিংড়ি মাছ ১৫টি, ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা ১৫ টুকরা, পেঁয়াজ পাপড়ি খুলে নেওয়া ১৫ থেকে ২০টি, গাজর পাতলা গোল করে কাটা ১৫ টুকরা, গার্লিক পাউডার ১ চা-চামচ, পাপরিকা পাউডার ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, টক দই ১ চা-চামচ, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল আধা কাপ, শাশলিক স্টিক ৫টি।

প্রণালিঃ শাশলিক স্টিকগুলো পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। খোসা, মাথা ও শিরা বাদ দিয়ে চিংড়ি মাছ ভালো করে বেছে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

তারপর তেল বাদে অন্য সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে।

এবার জল থেকে শাশলিক স্টিকগুলো তুলে নিন।

তাতে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, গাজর, চিংড়ি পরপর সাজিয়ে গেঁথে নিন।

এবার প্যানে তেল গরম করে নিন। তাতে চিংড়ির শাশলিকগুলো সবদিক উল্টেপাল্টে সমানভাবে ভেজে নিতে হবে।

গরম-গরম পরিবেশন করতে হবে ঝাল টমেটো সস

হাফলঙে গ্রেফতার বমাল দুই ড্রাগস কারবারি

হাফলং (অসম), ৩০ মার্চ ঃ ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলঙে বমাল দুই ড্রাগস কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধৃত দুই ড্রাগস কারবারিকে প্রবাল দেবনাথ এবং প্রকাশ সিনহা বলে পুলিশ শনাক্ত করেছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে আজ শনিবার দুপুরের দিকে হাফলং বাজারে ডিএসপি ও হাফলং সদর থানার টিএসআইয়ের নেতৃত্বে এক অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযানে একটি দোকান থেকে ২৪টি কন্টেইনারে ১১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে অভিযানকারী পুলিশের দল। হেরোইন কারবারের অভিযোগে প্রবাল দেবনাথ এবং প্রকাশ সিনহাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

থানায় জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ধৃত দুজনকে এনডিপিএএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন থেকে বাজারে এভাবে ড্রাগসের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল এরা।

করবুকে রিয়াং শরণার্থীদের সাথে বিরোধের জেরে সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় জনগণ

করবুক, ৩০ মার্চ ঃ ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়া মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের সাথে স্থানীয় জনগণের বিরোধকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ত্রিপুরার করবুক এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা শরণার্থীদের সেখান থেকে উৎখাত করার দাবী জানিয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, করবুক এলাকায় শুক্রবার বিকালে রিয়াং শরণার্থীদের দুই যুবক বেপরোয়াভাবে বাইক চালিয়ে পাঁচ বছরের এক শিশুকে আহত করে। এই ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ওই দুই যুবককে আটক করে বেধরক মারধর করে। তারপর দুই যুবক গুচ্ছগ্রামে গিয়ে তাদের পরিবারের কিছু সদস্যকে নিয়ে এসে করবুকে ওই শিশুর পরিবারের লোকদের সাথে মারপিটে লিপ্ত হয়। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তারপর যে যার মত করে গতকাল বাড়ি ফিরে যায়। এদিকে, শনিবার দুপুরে করবুক এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হন। তাদের অভিযোগ করবুকে বসতি স্থাপন করে থাকা মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের উশৃঙ্খল আচরণে স্থানীয় বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

নানা ধরনের নেশা সামগ্রী চোরাচালান থেকে করে নানাহ অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছে শরণার্থীরা। আইন শৃঙ্খলা যেকোন সময় বিঘ্নিত হতে পারে তাদের জন্য। তাই এদিন স্থানীয় জনগণ সড়ক অবরোধ করে শ্লোগান তুলেন শরণার্থী গো ব্যাক। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বিলোনিয়ায় গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত যুবকের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ৩০ মার্চ ঃ ধর্ষণের দায়ে নিমাই দাস নামের ৩৫ জনৈক বছরের যুবককে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া জেলা ও আদালতের বিচারক। ১৪ জনের সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণের পর নিমাই দাসকে দোষী সাব্যস্ত করার পর আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। শনিবার বেলা একটা নাগাদ এই রায় ঘোষণা করেন বিলোনিয়া আদালতের বিচারক।

মামলার বিবরণে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখ এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায়। ঘটনার দিন রাতেই অভিযুক্ত নিমাই দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে বিলোনিয়া মহিলা থানায় এফআইআর দায়ের করেন ধর্ষিতা গৃহবধূ। এফআইআরএর ভিত্তিতে বিলোনিয়া মহিলা থানায় ৪৪২০২০ নম্বরে মামলা রুজু করে পুলিশ। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সেই রাতেই দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে নিমাই দাসকে। বিলোনিয়া মহিলা থানার ওসি তথা তদন্তকারী অফিসার স্বপ্না ভৌমিক তদন্তক্রমে অভিযুক্ত নিমাই দাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১,৩৭৬(এম), ৩২৫, ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন।

জানা গেছে, ঘটনার দিন ৩৫ বছরের বয়সি গৃহবধূ ধান ক্ষেতে কাজ সেরে বাড়িতে ফেরার পথে নিমাই দাস জবরদস্তি করে তাকে নিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর গৃহবধূ অজ্ঞান হয়ে যান।

জ্ঞান ফেরার পর কোনওক্রমে বাড়িতে এসে গৃহবধূ স্বামীর কাছে ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানান। এর পর গৃহবধূ ঘটনার দিন রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরিবারের লোকজন প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয় ধর্ষিতা গৃহবধূকে। জিবি হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসার পর ফিরে আসেন নিজ বাড়িতে। নিমাই দাসের সাজা ঘোষণা হওয়ার পর খুশি গৃহবধু সহ তাঁর পরিবার। মামলাটি পরিচালনা করেন পিপি সুব্রত ভট্টাচার্য।

হাইলাকান্দিতে ভোটগ্রহণ সম্বন্ধীয় তথ্য জানতে অ্যাপ তৈরি

হাইলাকান্দি (অসম) ৩০ মার্চ ঃ হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ নামের এন্ড্রয়েড মোবাইল এপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে । অ্যাপটির সাহায্যে ভোটগ্রহণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব বলে জানান নির্মাতা ডিস্ট্রিক্ট ইনফোরম্যাটিক্স অফিসার মনসুর আখতার বড়ভূঁইয়া । এ ছাড়াও অ্যাপটির মধ্যে পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় ভিডিও লেকচার, পিডিএফ হ্যান্ডবুক যেগুলো সেক্টর, জোনাল অফিসার, মাইক্রো অবজার্ভার সহ বাকি ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্রের তৈরী করা এই প্রশিক্ষণ এপ্লিকেশনটি একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস বলে জানিয়েছেন হাইলাকান্দি এসএস কলেজের অধ্যাপক ও ন্যশনাল লেভেল মাস্টার ট্রেইনার পিনাকপানি নাথ চৌধুরী । আসন্ন লোকসভা ইলেকশন ২০২৪ এ এই অ্যাপটি ভোট কর্মীদের অনেকটা সাহায্য করবে বলে তিনি আশাবাদী । উল্লেখ্য, গুগল প্লেস্টোর থেকে যে কেউ সরাসরি অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ।

করিমগঞ্জে মনোনয়নপত্র পেশ এসইউসিআই-ক মনোনীত প্রার্থী প্রজ্জ্বলের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ মার্চ ঃ করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের মনোনীত প্রার্থী প্রজ্জ্বল সুদীপ দেব আজ শনিবার তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রজ্জ্বল সুদীপ দেবই সর্বপ্রথম প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন দলের করিমগঞ্জ জেলা সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য অরুণাংশু ভট্টাচার্য, করিমগঞ্জ জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য পরিমল চক্রবর্তী, হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সদস্য সুশীল পাল এবং দলের সদস্য অজয় চৌধুরী। এর আগে বেলা একটায় মেইন রোডে দলের জেলা কার্যালয় থেকে এক মিছিল শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে জেলাশাসকের কার্যালয়ে যায়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন দলের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য বিষ্ণু দত্ত পুরকায়স্থ, বিনয় হালাম, আব্দুর রহিম, সুজিত কুমার পাল, মৃণাল সিনহা প্রমুখ। দলের মনোনীত প্রার্থী প্রজ্জ্বল সুদীপ দেব 'আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে চরম জনবিরোধী বিজেপি'কে পরাজিত করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিজেপির শাসনকালে খাদ্য সামগ্রী, পেট্রোল, ডিজেল, রন্ধন গ্যাস, ওষুধপত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশচুম্বি মূল্যবৃদ্ধি, গাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎ পরিষেবার চার্জ বৃদ্ধি, শিক্ষা, চিকিৎসা সহ সমস্ত ক্ষেত্রের ব্যয়ভার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের দাবিতে সংসদের ভেতরে ও বাইরে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে দলের মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করতে আহ্বান জানান।

আইএনডিআই জোটের গণতন্ত্র বাঁচাও সমাবেশ-কে দুর্নীতি বাঁচাও আন্দোলন আখ্যা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ঃ আইএনডিআই জোটের গণতন্ত্র বাঁচাও সমাবেশ-কে দুর্নীতি বাঁচাও আন্দোলন আখ্যা দিয়েছে বিজেপির শাহজাদ পুনেওয়ালা। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে মেগা সমাবেশ করতে চলেছে বিরোধী জোট আইএনডিআই। এই সমাবেশকে শনিবার কটাক্ষ করেছে বিজেপির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেছেন, আইএনডিআই জোটের এই সমাবেশ আসলে দুর্নীতি বাঁচাও আন্দোলন।

এই সমাবেশের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুর্নীতিবাজদের বাঁচানো। পুনাওয়ালা বলেছেন যে আগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলতেন যে তিনি লালু প্রসাদ যাদব, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীকে জেলে পাঠাবেন কারণ তাঁরা দুর্নীতিতে জড়িত। আর আজ যখন কেজরিওয়াল নিজে জেলে আছেন এবং আদালত থেকেও ত্রাণ পাচ্ছেন না, তখন তিনি এই লালুপ্রসাদ যাদব, অখিলেশ যাদব, রাহুল গান্ধীর থেকে সাহায্য নিচ্ছেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা আরও তিনটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৩০ মার্চ ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৭৮টি ট্রিপের জন্য তিন জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময় সূচি এবং স্টপেজ-এর সাথে চলাচল করবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৫০২ (আগরতলা-কলকাতা) স্পেশাল এখন ৩ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে ১৩টি ট্রিপের জন্য চলবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫০১ (কলকাতা-আগরতলা) স্পেশাল এখন ৭ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে ১৩টি ট্রিপের জন্য চলবে।

ট্রেন নং. ০৫৬৩৯ (শিলচর-কলকাতা) স্পেশাল এখন ৪ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ১৩টি ট্রিপের জন্য চলবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৪০ (কলকাতা-শিলচর) স্পেশাল এখন ৫ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে ১৩টি ট্রিপের জন্য চলবে।

ট্রেন নং. ০২৫১৮ (গুয়াহাটি-কলকাতা) স্পেশাল এখন ৬ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে ১৩টি ট্রিপের জন্য চলবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫১৭ (কলকাতা-গুয়াহাটি) স্পেশাল এখন ৪ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ১৩টি ট্রিপের জন্য চলবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যাত্রার শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণ গুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

টিয়া পাখি উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জগৎবল্লভপুর, ৩০ মার্চ ঃ হাওড়া ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের কাছে দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া ও হুগলীর বিভিন্ন মাঠ থেকে বন্যপাখী ধরে শহরে বিক্রি করার অভিযোগ আসতো ।সেই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে বাচ্ছা দের নিয়ে পাখির ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা সাথে স্কুল ছাত্র ছাত্রী দের নিয়ে আলোচনা, প্রজেক্টের তথ্য চিত্র দেখিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত করত ফিউচার ফর ফাউন্ডেশন সংস্থা সেই সচেতনতা অনুষ্ঠান থেকে সচেতন হয়ে ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন এর হেল্পলাইনে একটি নির্দিষ্ট তথ্য আসে মানিক পীর পোলের কাছে খোলা বাজারে টিয়া পাখি বিক্রি হচ্ছে। তারপর সক্রিয় হয়ে ওঠে সংগঠনের সদস্যরা তারা সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গিয়ে দেখে নিশ্চিত হন টিয়া পাখি বিক্রি হচ্ছে। পাখি বিক্রির খবর টি সাথে সাথে ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ হাওড়া বনবিভাগের কাছে অভিযোগ জানান। বনবিভাগের কর্মীরা উপস্থিত হয়ে ৪ টি টিয়া পাখি উদ্ধার করেন। শুভ্রদীপ জানিয়েছেন অবৈধ পাখি পাচার চক্রের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হবে বনবিভাগ কে সঙ্গে নিয়ে।

বর্ধমান ও ভাতাড়ে জনসংযোগ দিলীপের

বর্ধমান, ৩০ মার্চ ঃ বর্ধমানের লোকো চারতলা কলোনিতে ব্লিচ মাঠে প্রাতঃভ্রমণ করে নিজের ভোট প্রচার শুরু করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সকাল সকাল মাঠের খুদে ক্রিকেটারদের সাথে একপ্রস্থ ক্রিকেট খেললেন। মারলেন চার-ছক্কা। তার সাথে জনসংযোগ সারলেন । এরপর পাশে একটি পার্কে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন । রেলের পার্ক কিন্তু অপরিষ্কার দেখেই তার ক্ষোভ। রেল কলোনির আবাসিকদের তিনি জিজ্ঞেস করেন পার্ক এত অপরিষ্কার কেন। কিন্তু তারা সদুত্তর দিতে পারেনা । এরপর তিনি বলেন যে এই পার্ক রক্ষণাবেক্ষণে যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তাকে জানিয়ে দেবেন দ্রুত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা যদি না করেন তাহলে তার চাকরি খেয়ে নিতে পারেন তিনি । এরপরেই তিনি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে চা-চক্রে যোগ দেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, বিজেপি নেতা সুনীল গুপ্ত, যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধিরঞ্জন সাউ সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন পদ্ম ফুল ও দিলীপ দা লেখা চায়ের কাপ নিয়ে চা-চক্র সারেন দিলীপ ঘোষ। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন। এদিন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের ক্ষোভের বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বাবু বলেন, সবাই পার্টির নেতা, সবাই পার্টির কাজ করবে। সবার ইচ্ছে থাকে, সব ইচ্ছে পূরণ হয় না। সবাই চাইছেন ভোটে দাঁড়াতে, তা সম্ভব নয়। পার্টির তাদের অন্য কোন কাজ দেবে, তারা তা করবেন। পাশাপাশি মাঠে ক্রিকেটে চার-চ্ছক্কা হাঁকিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, বিপরীতে রিটায়ের্ড লোকেরা আছে, আমি রিটায়ের্ড নই। আমি এখনো ভালোই খেলি, যে মাঠে যাই সেই মাঠেই খেলি। প্রতিপক্ষ কে মাঠে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে জবাব দেবো, ওরা তালই খুঁজে পাবে না কখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এই মন্তব্য করে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ কে কটাক্ষ করেন তিনি। এরপর তিনি ভাতার বিধানসভায় প্রচার সারেন। ভাতারের কামনার এ গৌড়ে কালিবাড়িতে এবং পরে সতখালি কালিবাড়িতে পুজো দেন। দুপুরে ভাতাড়ের একটি বিয়ে বাড়িতে ভাতাড় মন্ডল ১ এর কর্মী সমর্থকদের সাথে সাংগঠনিক বৈঠক সারেন। বিকালে এড়ুয়ার গ্রামে চা চক্রের মাধ্যমে প্রচার সারেন এবং মঞ্জুলায় হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জন সংযোগ সারেন দিলীপ বাবু।

Name Change
I NIRMAL ROY (OLD NAME) S/O-LATE SITANATH ROY, R/O- PANACHE,TOWER-1, FLAT-18C,3. MAHISBATHAN, P.O-KRISHNAPUR, DIST-24 PARGANAS (NORTH), PIN-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRMAL CHANDRA ROY(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BIDHANNAGAR ON 18/03/2024,THAT NIRMAL ROY AND NIRMAL CHANDRA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUBIR KUMAR DAS, SON OF PRAVASH CHANDRA DAS, RESIDING AT SAMPURNA, FLAT NO-1A, 31 MAHARAJA TAGORE ROAD,PS-LAKE, KOLKATA -700031, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBIR KUMAR DASS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT SUBIR KUMAR DAS AND SUBIR KUMAR DASS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHARMILA ROY SIKDER (OLD NAME) W/O-PRODIP ROY, R/O-PANACHE,TOWER-1, FLAT-18C, 3.MAHISBATHAN, P.O-KRISHNAPUR, DIST-24 PARGANAS (NORTH),PIN-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARMILA SIKDER (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BIDHANNAGAR ON 18/03/2024, THAT SHARMILA ROY SIKDER AND SHARMILA SIKDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD ARSHAD ALI KHAN AND MD ARSHAD AND ARSHAD ALI KHAN (OLD NAME) S/O-MOHAMMAD SHAHABUDDIN KHAN, R/O- DREAM RESIDENCY, BLOCK-7, FLAT-3F, SALUA MORE RAJARHAT, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD ARSHAD ALI KHAN (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE, KOLKATA ON 07/02/2024,THAT MD ARSHAD ALI KHAN AND MD ARSHAD AND ARSHAD ALI KHAN AND MOHAMMAD ARSHAD ALI KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAMIULLA KHAN, S/O- LATE GULAM RASUL KHAN, R/O- ISLAMPARA, 99/B, BANSBERIA, P.O- BANSBERIA, P.S- MOGRA,DIST- HOOGHLY, PIN-712502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIULLAH KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT SAMIULLA KHAN AND SAMIULLAH KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KADAM BERA AND KADAM CH BERA, S/O- RAJANTI KANTO BERA, R/O- C545 FATHEPUR 1ST LANE, MAHAESHTALA (M), GARDEN REACH, KOLKATA-700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KADAM CHANDRA BERA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT KADAM BERA AND KADAM CH BERA ALSO KADAM CHANDRA BERA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Saidul Mondal (old name) S/O Chholtan Sardar, residing at Vill.- West Lakshmankati, P.O.- Kathur, P.S.- Basirhat, North 24 Parganas, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abul Kasem Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Abul Kasem Sardar (new name) and Saidul Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Hamida Mondal (old name) W/O Abul Kasem Sardar, residing at Vill.- West Lakshmankati, P.O.- Kathur, P.S.- Basirhat, North 24 Parganas, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Achhiya Bibi Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Achhiya Bibi Sardar (new name) and Hamida Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Abu Siddique Molya (old name) S/O Iunus Molla, residing at Vill.- Arshikari, P.O.- Bithari, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Parganas, Pin-743286, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abusiddik Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Abusiddik Molla (new name) and Abu Siddique Molya (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Reyaz Afsar (old name) S/O Alauddin Salim, residing at 151, Rabindra Sarani, Kolkata- 700073, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Reaz Afsar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Reaz Afsar (new name) and Reyaz Afsar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Amrika Dhar (old name) W/O Arijit Bhowmick, residing at 60, PAIK PARA 1ST ROW, NEAR ASHU BABU BAZAR, P.O.- BELGACHIA, KOLKATA - 700037, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Amrika Dhar Bhowmick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Amrika Dhar Bhowmick (new name) and Amrika Dhar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Haroon Rashid (old name) S/O Late Ramzan Ali, residing at Ganima Road, Mallickpore, P.S.- Baruipur, Dist- South 24 Pgs, Pin-700145, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Haroon Rashid (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Md Haroon Rashid (new name) and Haroon Rashid (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Sultan (old name) S/O Sk Ramjan, residing at 3D/H/4, Dr. M. N. Chatterjee Sarani, Kolkata-700009, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shaikh Sultan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Shaikh Sultan (new name) and Md Sultan (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Prosanta Golui (old name) S/O Arun Golui, residing at Jujarsaha Panchla, P.S.- Panchla, Dist-Howrah, Pin- 711302, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prashanta Golui (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 04/03/2024. Prashanta Golui (new name) and Prosanta Golui (old name) both are same identical person.

Name Change
I AMATUS SHABINA BEGUM MOLLAH,WIFE OF MEHEBUB ALAM MOLLAH, RESIDING AT MAMUDPUR, P.O. - PINDIRA, HOOGHLY RURAL - 712146, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMATUS SHABINA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT AMATUS SHABINA BEGUM MOLLAH AND AMATUS SHABINA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMED AURID MOLLAH,SON OF BASED ALI MOLLAH, RESIDING AT MAMUDPUR, P.O. - PINDIRA, HOOGHLY RURAL - 712146, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL ORID MOLLAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT MOHAMMED AURID MOLLAH AND ABDUL ORID MOLLAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MANSURA BIBI MOLLAH, WIFE OF ABDUL ORID MOLLAH, RESIDING AT MAMUDPUR, P.O. - PINDIRA, HOOGHLY RURAL - 712146, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANSURA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT MANSURA BIBI MOLLAH AND MANSURA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MANOJ AGARWAL,SON OF KEDAR NATH AGARWAL, RESIDING AT 401 SHANTINIKETAN APTT,108 PANCHANANTALA ROAD, P.O.-BALLY, HOWRAH-711201, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KUMAR AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT MANOJ AGARWAL AND MANOJ KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MEENAKSHI AGARWAL AND MEENAKSHI MANOJ AGARWAL AND MEENAKSHI, WIFE OF MANOJ KUMAR AGARWAL, RESIDING AT 401 SHANTINIKETAN APTT,108 PANCHANANTALA ROAD, P.O.-BALLY,HOWRAH-711201, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINAKSHI AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT AGARWAL AND MEENAKSHI MANOJ AGARWAL AND MEENAKSHI ALSO MINAKSHI AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I NABENDU KUMAR DAS, S/O-PARESH DAS, R/O- SATSANDA, WEST MEDINIPUR, BARANGI, PIN- 721457 WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABENDU DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT NABENDU KUMAR DAS AND NABENDU DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Fatema Musarat D/o. Shaikh Abdur Rashid R/o. 37, Syed Amir Ali Avenue, Ground Floor, Suite No.-11, Kolkata-700019, W.B., India shall henceforth be known as Fatema Musarrat. I declare that Fatema Musarrat and Fatema Musarat is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-03-2024.

Name Change
I, Raj Adhikari S/o Dilip Adhikary R/o Bazarcolony, Badkulla, Nadia, Pin-741121, W.B., India shall henceforth be known as Raj Adhikary. I declare that Raj Adhikary and Raj Adhikari is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-03-2024.

Name Change
I, Md Alhan Aziz Khan S/o. Saidul Islam Khan R/o. 37, Syed Amir Ali Avenue, Ground Floor, Suite No.-11, Kolkata-700019, W.B., India shall henceforth be known as Alhan Aziz Khan. I declare that Alhan Aziz Khan and Md Alhan Aziz Khan is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-03-2024.

Name Change
I, Pabitra Kirtiania (Old Name) S/o Nimchand Kirtania Residing at VTC + PO- Paschim Harindanga, Sub Dist:- Hanskhali, Nadia, W.B-741502 , India shall henceforth be known as Pabitra Kumar Kirtania (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-03-2024. Pabitra Kirtania (Old Name) and Pabitra Kumar Kirtania (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Saidaul Islam Khan S/o. Noor Islam Khan R/o. 37, Syed Amir Ali Avenue, Ground Floor, Suite No.-11, Kolkata-700019, W.B., India shall henceforth be known as Saidul Islam Khan. I declare that Saidul Islam Khan and Saidaul Islam Khan is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-03-2024.

দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী শনিবার দুপুরে মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর হাটে এক অভিনব নির্বাচনী ভোট প্রচার ছাড়লেন। মথুরাপুর হাটে তিনি নিজের হাতে সবজি বিক্রি ও মাটির সামগ্রিক বিক্রি করতে দেখা যায় শুধু তাই নয় দলীয় কর্মী নেতৃত্বদের নিয়ে চায়ের দোকানে নিজের হাতে চা বানিয়ে চায়েপে চর্চা করতে দেখা যায়। শনিবার দুপুরের মানিকচকের মথুরাপুর হাটে এই অভিনব প্রচার ছাড়লেন বিজেপি প্রার্থী।

শিলিগুড়ির অন্তর্গত ডাব গ্রাম ওয়ানে প্রচারে ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল প্রার্থী ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায় এদিন জলপাইগুড়ি জেলার শিলিগুড়ির অন্তর্গত ডাব গ্রাম ওয়ানে প্রচারে আসলে সেখানে তিনি পুজো দিয়ে দেওয়াল লিখন করলেন এবং বাইকে বসে তিনি প্রচার সারলেন এবং তিনি বললেন গত সংসদ জয়ন্ত রায়। তিনি কিছু করেননি। আগামী দিনে রাজ্য সরকারের যেসব প্রকল্প সেসব প্রকল্পের কাজ এই এলাকার প্রচুর হয়েছে এবং ১০০ দিনের কাজের পয়সা ও রাজ্য সরকার দিয়েছে। মানুষ পেয়ে খুশি আগামী দিনে তাই তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায় তারা ভোট দেবেন বলে জানান এবং এলাকার মানুষ মহিলা সম্পাদক প্রতিমা ঠাকুর তিনি বললেন জলপাইগুড়ি জেলায় বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় তিনি কোন কাজ করেনি তাই নির্মল চন্দ্র রায় তৃণমূল প্রার্থী তাকে মানুষ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত মঙ্গল পান্ডে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ মার্চ ঃ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথম দফার নির্বাচনে বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষমতাকে আরও দৃঢ় করতে কোচবিহারে একটি বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়। আজ বিজেপির কোচবিহার জেলা লোকসভা নির্বাচন সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল জেলা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রবাসী মঙ্গল পান্ডে, রাজ্য সংগঠন সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, জেলা সভাপতি সুকুমার রায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব। মূলত ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দল কিভাবে সাধারণ মানুষের আরো কাছাকাছি যেতে পারে সেই বিষয়ের উপরে আলোচনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বিশেষ বক্তা হিসেবে মঙ্গল পান্ডে জি জানান, নির্বাচনে এর লড়াই মাঠে হলেও তার স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয় অন্তর্ভুক্তিন বৈঠকের মাধ্যমে। বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, বিশেষ করে ছোট ছোট বৈঠক, সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৈঠক, এবং মহিলাদেরকে সামনে সারিতে রেখে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এদিন কোচবিহার জেলার প্রতিটি মণ্ডল সভাপতি, ব্লক ও জেলা স্তরের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আছে ধরে চলে এই বৈঠক। এই বৈঠকের মাধ্যমে দল আরো দৃঢ়ভাবে সাধারণ মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে বলে দাবি বিজেপি মহলের।

বিশ্বভারতী অধ্যাপকের কুপ্রস্তাব বার্তা ছাত্রীকে, থানায় অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩০ মার্চ ঃ ৩০ মার্চ- আমি কোনো জোড় করছি না। দু'দিনের খারাপ লাগা তোমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল করবে। এরকম মেসেজ করে ছাত্রীকে ইঙ্গিতে কু- প্রস্তাব ছাড়াও নিজস্ব বিভাগের তিন ছাত্রীকে ফেল করানোর হুমকি দিতেন বিশ্বভারতীর ভাষা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লা মোল্লা। অভিযোগ, হোয়াটসঅ্যাপে উত্তর না দিলে অধ্যাপক রেগে যেতেন। তিনি লিখেছেন, পড়াশোনা ছাড়া কিছু করতে পারবে না। তোমরা অনেস্টলি, সেমি অনেস্টলি এবং ডিসঅনেস্টলি তিন পন্থায় পাশ করতে পারবে। পাশাপাশি, অভিযোগ ওঠে, অভিযুক্ত অধ্যাপক অভিযোগকারিনী ছাত্রীর পিঠে এবং হাতে উপর বাজে ভাবে স্পর্শ করতেন। বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনায় সমালোচনায় মুখর অধ্যাপক সংগঠন থেকে আশ্রমিক সবাই। সবাই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত চেয়েছেন। বিশ্বভারতীর বর্তমান দায়িত্ব প্রাপ্ত জন সংযোগ আধিকারিক অভিজিত থাণ্ডার বলেন, তিনি সদ্য দায়িত্ব পেয়েছেন। বিষয়টি এখনও তার কাছে পৌঁছায় নি।

অভিযোগ, ছাত্রীদের কাছে ডাক আসতো 'নাইট স্টে' করার! এমনই মারাত্বক অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশ্বভারতীতে। অভিযুক্ত অধ্যাপক আবদুল্লা মোল্লা বিশ্বভারতীর ভাষভবনের আরবি, পার্সি, উর্দু, ইসলামিক স্টাডি বিভাগের অতিথি অধ্যাপক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তিন ছাত্রী। তাঁদের অভিযোগ, চলতি বছরের একুশে এবং বাইশে জানুয়ারি তাঁরা এই কুপ্রস্তাব পাঠিয়ে সেমেস্টার পাশ করানো বা ফেল করানোর হুমকি দেওয়া হয়। তবে এতদিন পর এই অভিযোগের কারণ হিসেবে তারা জানিয়েছেন, গত ২৮ মার্চ ছাত্রীরা এই মর্মে বিশ্বভারতীর ইন্টারন্যাল কমপ্লেন্ট কমিটির কাছে অভিযোগ জানান। কিন্তু কোনও সদুত্তর না পেয়ে শনিবার তারা দ্বারস্থ হয়েছেন শান্তিনিকেতন মহিলা থানার। করেছেন লিখিত অভিযোগও। বিশ্বভারতীর ভাষা ভবনের অন্তর্গত আবরি বিভাগ। এই বিভাগের অতিথি অধ্যাপক হলেন আব্দুল্লা মোল্লা। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠে। যদিও, অভিযুক্ত অধ্যাপক আব্দুল্লা মোল্লা বলেন, আমি এই ধরনের কোন মেসেজ করিনি। জানি না কেন ছাত্রীরা এমন বলছেন। এত বছর আমি এখানে আছি, আগে কখনও এমন অভিযোগ ওঠেনি। আমি কোন ভুল মেসেজ করিনি। এব্যাপারে বিশ্বভারতীর বিভাগীয় প্রধান ওয়াসিফ আহমেদকে ফোন করলে তিনি কোনো উত্তর দেন নি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হল পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন। শনিবার দুপুরে আয়োজিত শহরে নেশা আসর অবৈধ নির্মাণ পানীয় জল সংস্থা। সহ একাধিক বিষয়ের অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা। তার জবাব দেয় মেয়র সহ মেয়র পারিষদরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হল পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তৃণমূল পরিচালিত অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার সম্মেলন এবং সেমিনার নিয়ে কোনও নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হয়নি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ মার্চ ঃ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তৃণমূল পরিচালিত অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার সম্মেলন এবং সেমিনার নিয়ে কোনও নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হয় নি। এসবই বিরোধীদের চক্রান্ত। এই সম্মেলন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের যা নির্দেশিকা রয়েছে তাই পালন করা হয়েছে। শনিবার মালদায় ওয়েবকুপার সম্মেলনে যোগ দিতে এসে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানেই উপস্থিত হন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা সংগঠনের সভাপতি ব্রাত্য বসু। মন্ত্রী বলেন, উপাচার্যের অনুমতির পর ইসি কমিটিতে এবারে রাজ্য সম্মেলন করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়। নির্বাচনের যে ধরনের গাইডলাইন রয়েছে, তা মেনেই এই সম্মেলন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থিত সংগঠনের অধ্যাপক - অধ্যাপিকাদের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে উন্নতিকরণ, গবেষণামূলক বিষয়. নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্নই আসে না। আসলে সবটাই বিরোধীদের চক্রান্ত। এদিন রাজ্যের ২৯ টি জেলার প্রায় ১৭০০ জন অধ্যাপক- অধ্যাপিকারা ওয়েবকুপার সম্মেলনে সামিল হন। সাংবাদিকদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটা সময় রাজ্যপাল শিষ্টাচার করেছে। প্যারালাল ভাবে জানাতে চাইছিল। কিন্তু সেটা হয় নি। তৃণমূল প্রার্থী তথা সাংসদ দেব বলেছেন তৃণমূল হারাতে পারে তৃণমূলকে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, দেব যেটা বলেছে সেটার ব্যাখ্যা আছে। ও বোঝাতে চেয়েছিল এই বাংলায় তৃণমূলের বিকল্প কেউ নেই। আসলে দেব বোঝাতে চেয়েছে গতবার লোকসভা ভোটে, আমরা পেয়েছিলাম ২২টি আসন। এবার আমরা ৩০ টার বেশি আসন পেতে পারি। এই বেশি আসনের ব্যাখ্যা এভাবেই দেব দিয়েছিল। দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রসঙ্গে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, উনি শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ। তামিলনাড়ুতে উনাকে প্রার্থী করা হচ্ছিল। উনি বলেছিলেন টাকা নেই নির্বাচন লড়তে পারবো না। আসলে নির্বাচন লড়তে পয়সা লাগে না। বিষয়টা হয়েছে তামিলনাড়ুতে নির্মলা সীতারমন দাঁড়াতে গেলে জামানার জব্দ হয়ে যেত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন লড়তে পয়সা লাগে না। এই কথা বিজেপির বোঝা উচিত। এদিকে এদিন তৃণমূল পরিচালিত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েব কুপার সম্মেলনের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি দক্ষিণ মালদার তৃণমূল দলের প্রার্থী শাহনওয়াজ আলী রায়হান নিজে একজন অধ্যাপক এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্য হওয়ায় তিনিও এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরেন। ওয়েবকুপার এক কর্মকর্তা তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক বিশ্বজিত দাস জানিয়েছেন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক আগেই আবেদন জানিয়েছিলাম। উপাচার্যকে এব্যাপারে জানানো হয়। পরবর্তীতে উপাচার্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকের বিষয়টি জানান। ইসি কমিটি থেকেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠকে বেছে নেওয়া হয় ওয়েবকুপার সম্মেলনের জন্য। আমরা নির্বাচনের গাইডলাইন মেনে এবং পাঁচ হাজার টাকা ফিস দিয়েই এদিনের এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি। শুধুমাত্র এই মাঠটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অংশকেই এই সম্মেলনের মধ্যে সামিল করা হয়নি। এদিনের উপস্থিত সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেই আগামীতে পঠন- পাঠনের উন্নতি করণ, সংগঠনের ফান্ড বিষয়ক আলোচনা নিয়েও মতামত বিনিময় করা হয়। ওয়েবকুপার সম্মেলনের আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা নির্বাচন কমিশনের পোর্টালের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান করার জন্য অনুমতি নিয়েছে। এখানে কোনরকম ভাবেই নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়নি।

নদীয়ায় মতুয়া ভোট- ই পাখির চোখ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ মার্চ ঃ দোর গোড়ায় করা নাড়ছে লোকসভা নির্বাচন। আর এইবারে নির্বাচনে বেশ কিছু কেন্দ্র প্রথম থেকেই রয়েছে নজরকাড়া বা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে। তার মধ্যে অন্যতম নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র, একদা যা নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র নাম ছিলো। আর এই কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূলের প্রার্থীর লড়াই এখন রাজ্যের অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে। আর সামগ্রিক ভাবে এই লোকসভা কেন্দ্রে সবার নজর মতুয়া ভোটে। কারন এই কেন্দ্রের কমবেশি প্রায় চল্লিশ শতাংশ রয়েছে মতুয়া ভোট। তাই মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ জনসংযোগ জোর দিচ্ছে তৃণমূল ও বিজেপি। মতুয়া ভোটব্যাংকের দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তার উপর এবার দল পরিবর্তন করে তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ডাঃ মুকুটমণি অধিকারী। তিনি একাধারে যেমন পেশায় ডাক্তার, পাশাপাশি বিধায়ক ও তার সাথে বিশেষ করে নদীয়া দক্ষিনের মতুয়াদের বড়মাপের একটা পরিচিত মুখও বলা চলে। এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নদীয়া দক্ষিনের একাধিক দায়িত্বও সামলেছেন। ফলত মতুয়াদের সাথে প্রত্যক্ষ্য ও অতপ্রতভাবে জড়িত তিনি। তাই মতুয়া ভোট ব্যাংক অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। অপরদিকে মতুয়াদের দাবি ছিল নিঃস্বর্ত নাগরিকত্ব। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সামনে এনেছে তাতে করে সেই আইনের গ্যারাকলে পরে মুতুয়াদের আসল দাবি লাভ হয়নি এমনটাই দাবী মতুয়াদের একটা বড়ো অংশের। তাই এখন তারা বিজেপির থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। তারা জানিয়েছেন তাঁদের কে আশা দেখানো হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে তাই এবার তৃণমূলের সাথে হাতধরে বিজেপিকের উৎখাত করতে হবে। তবে শুধু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ নন বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী ও সুর চড়িয়েছেন এই কালা আইনের বিরুদ্ধে তিনি জানাচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন এই গ্যারাকলে পড়ে তাদের দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারবেনা বিজেপি সরকার যেভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে এবং মতুয়াদের নিয়ে তাদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তা সত্যি ঘৃণ্য বিষয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক জল কল্যাণ মূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে মানুষ জন্মানো থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আজ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত মতুয়াদের বিশেষভাবে আগলে রেখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তৈরি করেছেন মতুয়াদের জন্য বিশেষ কলেজ এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি এতটাই ভালোবাসা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের তাতে এই সমস্ত মানুষজনকে তিনি কোনদিনই ঠকাবেন না তাদের হকের পাওনা লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন। তাই নদীয়ার শান্তিপুর, নবদ্বীপ, রানাঘাট সহ বিভিন্ন মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় জোরকদমে চালাচ্ছে প্রচার। প্রচারে বেরিয়ে মুকুট মনি অধিকারী যেমন বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকার এর বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে এলাকায় অনুন্নয়ন নিয়েও জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করতে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ছে না তৃণমূল প্রার্থী। পাশাপাশি বিশেষ করে মতুয়া গরে প্রচারে বেরিয়ে একদম সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। আবার কখনো নিজের হাতে মতুয়া সম্প্রদায়ের ডঙ্কা বাজিয়ে সকলের সাথে মিসে যাচ্ছে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নবদ্বীপ ব্লক কমিটির নেতৃত্ব রনজিত মন্ডল জানান মুকুট মনি অধিকারী সর্বদা মানুষের জন্য কাজ করে আমাদের মতুয়াদের জন্য অধিকারের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে, আমরা রাজনীতির উর্দ্ধে গিয়ে মুকুট মনি অধিকারীর সাথে আছি, সব মিলিয়ে একাধারে যেমন মতুয়া ভোটকে পাখির চোখ করে প্রচারে ঝাপিয়েছে তৃণমূল, পাশাপাশি মতুয়াদেরও একাংশ ব্যাক্তিঃ হিসেবে মুকুট মনি অধিকারীকেও প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছে, ফলত মতুয়া ভোটে এবার যে তৃণমূল অনেকটাই ভাগ বসাবে তা বলাই বাহুল্য, তবে জয়ের মুকুট কার মাথায় ওঠে সেটা দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

জামালপুর ব্লকে প্রথম প্রচারে সারলেন বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচন এখনও প্রায় ৪৪ দিন বাকি। এরই মধ্যে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন ব্লকে জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার। শনিবার জামালপুর ব্লকে প্রথম প্রচারে আসেন তিনি। জামালপুর ব্লকের বিধায়ক অলোক মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভুতনাথ মালিক সহ তৃণমূলের অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলির সভাপতিদের নিয়ে এদিন সকাল থেকেই ব্লক জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার সারেন তিনি। সকাল ১০ টায় হালাড়ার বিপত্তারিণী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার পর্বে সূচনা করা হয়। এরপর সেখান থেকে গুহ মার্কেট পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করা হয়। এই কর্মসূচিতে রাস্তায় বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে এলাকাবাসীরা ফুল ও মালা নিয়ে প্রার্থীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এরপর দুপুর প্রায় তিনটে নাগাদ কালাড়াঘাটের কাছে তিরুপতি কোল্ড স্টোরের ভিতর একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। ওই কর্মীসভায় তৃণমূল প্রার্থী ও ব্লক নেতৃত্বের সাথে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ওই কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, জামালপুরের মানুষ বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস কে চেনে না, তারা মা - মাটি - মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে চেনে। এর আগে লোকসভা, বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যাপক হারে ভোট দিয়ে জিতিয়ে ছিলেন, এবারও তার অন্যথা হবে না। এবার আরও বেশী ভোটে জিতবেন বলে দাবী করেছেন মেহেমুদবাবু। জামালপুর ব্লকে ৩০ হাজার ভোটে তৃণমূল জিতবে বলে দাবী করেছেন তিনি। তিনি দলের প্রতিটা অঞ্চল সভাপতি, সদস্য - সদস্যা, বুথ সভাপতিদের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালানোর নির্দেশ দেন। জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস বসন্তের কোকিলের মত। নির্বাচন এসেছে ওদের দেখতে পাবেন। আবার এদের সাপ- ব্যাঙও বলতে পারেন, এরা শীত ঘুম দেয়, গ্রীষ্মকালে আসে। অর্থাৎ খারাপ সময়ে এদের দেখতে পাবেন না। জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, ২০১৪ সালে লোকসভায় তৃণমূলের ৩৪ টি সীট ছিল। তখন ইডি, সিবিআই এর লেলিয়ে দেওয়ার সাহস পায় নি কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৯ এর লোকসভায় তৃণমূলের সীট কমে ২২ হয়ে যাওয়ায় ইডি, সিবিআই উৎপাত শুরু হয়েছে। তাই ইডি, সিবিয়াই কে রুখতে আগামি লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার কিন্তু জেতার বিষয়ে আত্মাবিশ্বাসী। তিনি জানান, দলের নেতাকর্মীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা এখানে দেখা গেল তাতে তার মনোবল বেড়েছে। এদিন প্রায় হাজার পাঁচেক তৃণমূল কর্মী সমর্থক কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন। ওই কর্মী সভার পর কোল্ড স্টোর থেকে মিছিলের মাধ্যমে প্রচার শুরু হয় যা শেষ হয় গুহ মার্কেটে। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

ভাগীরথী নদী থেকে জোড়া দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য তীর্থভূমি নবদ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩০ মার্চ ঃ পৃথক দুটি ঘটনায় ভাগীরথী নদী থেকে জোড়া দেহ উদ্ধারে চঞ্চল্য ছড়ালো তীর্থভূমি নবদ্বীপে। প্রথম দেহটি উদ্ধার হয় শনিবার সকালে। সিএমসিবি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবক সমিতির মাঠ সংলগ্ন ভাগীরথী নদীতে। উদ্ধার হওয়া ওই যুবকের নাম অনুপম সাহা চৌধুরী (৩৪)। যুবকের বাড়ি চর-মাঝদিয়া বাজার এলাকায়। গত বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিল সে। শনিবার সকালে নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার ভাগীরথী নদী থেকে উদ্ধার করে এলাকাবাসী। দুপুরে যুবকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, বেশ কিছুদিন যাবত ওই যুবক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদের মত আচরণ করছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বরুপগঞ্জ ঘাটে সম্ভবত স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় অনুপম সাহা চৌধুরী নামক ওই যুবক। যুবকের খোঁজে শুক্রবার ডুবুরি ও স্পিড বোট নিয়ে ভাগীরথী নদীতে দিনভর তল্লাশি অভিযান চালায় দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। শনিবার সকালে চর-মাজদিয়া বাজার সংলগ্ন রথতলা ঘাটের কাছে ভাসতে দেখে স্নান করতে আসা মানুষজন। অপর ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুরে নবদ্বীপ পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বড়ালঘাটে। আসানসোল থেকে নবদ্বীপে বেড়াতে আসা একটি পরিবার গঙ্গা স্নানে পূর্ণ অর্জন করতে গিয়ে বছর ১৭ এক কিশোর তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে জেলা দুর্যোগ মোকাবেলা দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ওই কিশোরের খোঁজে নামানো হয় ডুবুরি। মাত্র দশ মিনিটের প্রচেষ্টায় দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের এক ডুবুরি ভাগীরথী নদীর প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ ফুট গভীরে তলিয়ে যাওয়া ওই কিশোরকে উদ্ধার করে। পরে ওই কিশোরকে দ্রুত নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে পরীক্ষা করে চিকিৎসক কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃত ওই কিশোরের নাম সুপ্রতিম গাঙ্গুলী (১৭)। তার বাড়ি আসানসোল দক্ষিণ থানার মহিশিলা কলোনী শিমুলতলা এলাকায়। জানা যায়, শুক্রবার সকালে আসানসোল থেকে দুটি পরিবার মায়াপুরে বেড়াতে আসে। শুক্রবার মায়াপুরে কাটিয়ে শনিবার সকালে চলে আসে তীর্থভূমি নবদ্বীপে। ওই দুটি পরিবার বড়ালঘাটে একটি হোটেল ভাড়া নেয়। দুপুর প্রায় একটা নাগাদ বড়ালঘাটে পরিবারের সঙ্গে স্নান করতে নেমে হঠাৎই তলিয়ে যায় একাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র সুপ্রতিম গাঙ্গুলী নামক ওই কিশোর। বিকেলে কিশোরের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। সামগ্রিক ঘটনায় পরিবারে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

শনিবাসরীয় প্রচারে বর্ধমান ও ভাতাড়ে জনসংযোগ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ মার্চ ঃ বর্ধমানের লোকো চারতলা কলোনিতে ব্লিচ মাঠে প্রাতঃভ্রমণ করে নিজের ভোট প্রচার শুরু করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেংন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সকাল সকাল মাঠের খুদে ক্রিকেটারদের সাথে একপ্রস্থ ক্রিকেট খেললেন। মারলেন চার-ছক্কা। তার সাথে জনসংযোগ সারলেন। এরপর পাশে একটি পার্কে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। রেলের পার্ক কিন্তু অপরিস্কার দেখেই তার ক্ষোভ। রেল কলোনির আবাসিকদের তিনি জিজ্ঞেস করেন পার্ক এত অপরিষ্কার কেন। কিন্তু তারা সদুত্তর দিতে পারেনা। এরপর তিনি বলেন যে এই পার্ক রক্ষণাবেক্ষণে যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তাকে জানিয়ে দেবেন দ্রুত পরিস্কার করার ব্যবস্থা যদি না করেন তাহলে তার চাকরি খেয়ে নিতে পারেন তিনি। এরপরেই তিনি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে চা-চক্রে যোগ দেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিত তা, বিজেপি নেতা সুনীল গুপ্ত, যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধিরঞ্জন সাউ সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন পদ্ম ফুল ও দিলীপ দা লেখা চায়ের কাপ নিয়ে চা-চক্র সারেন দিলীপ ঘোষ। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন। এদিন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের ক্ষোভের বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপবাবু বলেন, সবাই পার্টির নেতা, সবাই পার্টির কাজ করবে। সবার ইচ্ছে থাকে, সব ইচ্ছে পূরণ হয় না। সবাই চাইছেন ভোটে দাঁ।াতে, তা সম্ভব নয়। পার্টির তাদের অন্য কোন কাজ দেবে, তারা তা করবেন। পাশাপাশি মাঠে ক্রিকেটে চার-চ্ছক্কা হাঁকিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, বিপরীতে রিটায়ের্ড লোকেরা আছে, আমি রিটায়ের্ড নই। আমি এখনো ভালোই খেলি, যে মাঠে যাই সেই মাঠেই খেলি। প্রতিপক্ষ কে মাঠে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে জবাব দেবো, ওরা তালই খুঁজে পাবে না কখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এই মন্তব্য করে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ কে কটাক্ষ করেন তিনি। এরপর তিনি ভাতার বিধানসভায় প্রচার সারেন। ভাতারের কামনার এ গৌড়ে কালিবাড়িতে এবং পরে সতখালি কালিবাড়িতে পুজো দেন। দুপুরে ভাতারের একটি বিয়ে বাড়িতে ভাতার মন্ডল ১ এর কর্মী সমর্থকদের সাথে সাংগঠনিক বৈঠক সারেন। বিকালে এড়ুয়ার গ্রামে চা চক্রের মাধ্যমে প্রচার সারেন এবং মঞ্জুলায় হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জন সংযোগ সারেন দিলীপবাবু।

অবরুদ্ধ চ্যাংরাবান্ধার সীমান্ত এলাকা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ মার্চ ঃ কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধায় বেআইনিভাবে ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখার কারণে শনিবার টানা সাত ঘণ্টার যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে থাকল সীমান্তের এই এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকাল ৬টা থেকে বেলা প্রায় ১টা অবধি চ্যাংরাবান্ধা হাসপাতাল মোড় এলাকায় ব্যাপক যানজট লেগেছিল। যানজটে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্সও। যা নিয়ে পথচারিরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি রাহুল তালুকদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে রাস্তা থেকে ট্রাক সরিয়ে যানজট মুক্ত করার চেষ্টা করে। তবে অধিকাংশ ট্রাক চালকদের অভিযোগ, সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমটি ঠিকমতো পরিচালিত হচ্ছেনা। এটি পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ উঠেছে। সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে পর্যায়ক্রমে পণ্য বোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে পাঠানোর কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর ট্রাক চালক দ্রুত বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টায় নিজেদের মর্জিমতো রাস্তার উপর ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখছেন। তাছাড়া একমাত্র ট্রাক টার্মিনাসেও পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার ফলে যানজট নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোটের মুখে বড় ভাঙন বিজেপিতে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ মার্চ ঃ ভোটের আগেই ভাঙন শুরু বিজেপিতে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ধাক্কা খেল বিজেপি। শনিবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের জঙ্গিপুর বিধানসভায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল প্রায় দুশো বিজেপি সমর্থক পরিবার। জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন শনিবার বিজেপি সমর্থক পরিবারগুলির হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে তাদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ান। জাকির হোসেন বলেন, ''সুতি ১ ব্লকের বংশবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবাশিস মাঝি এবং দুলাল মাঝির নেতৃত্বে প্রায় ২০০ টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করল।''

কালিয়াগঞ্জে খাবারে বিষক্রিয়া, অসুস্থ শিশু সহ ৭ জন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ মার্চ ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ব্লকের অনন্তপুর অঞ্চলের উত্তর লক্ষীপুর গ্রামে চানাচুরে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনটি পরিবারের শিশু সহ ৭ জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটে। এই গ্রামেরই বাসিন্দা নিরোদ দেবশর্মা (৪৫), হেমশ্রী দেবশর্মা (৭), মামনি দেবশর্মা (৫), সদানন্দ দেবশর্মা (৪৫), সুকো বর্মন (৪০), বাসন্তী রায় (২৫) এবং তাঁর দেড় বছরের সন্তান দিপ্তা বর্মন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। স্থানীয় সান্ত্বনা দেবশর্মা জানান, শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়ি এবং পাশের বাড়ির সামনে একটি প্যাকেটে সাবান, শ্যাম্পু, ডিটারজেন্ট পাউডারের পাউচ এবং চানাচুরের দুটি প্যাকেট পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এদিন সকালে দুই পরিবারের লোকজন এবং অপর বাড়ির নাবালিকা সেই চানাচুর মুড়ি দিয়ে খান। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে দুই নাবালিকা সহ পাঁচজনকে রায়গঞ্জে মেডিকেলে রেফার করা হয়। তার মধ্যে একজন রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। শন্বিার খবর পেয়ে কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে আসেন আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য।

গঙ্গারামপুরে সন্দেশখালির মহিলাদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনী প্রচারে সন্দেশখালি বিজেপির বড় হাতিয়ার। আগেই ঘোষণা করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। শনিবার সেই চমক অব্যাহত থাকলো গঙ্গারামপুরে সুকান্ত মজুমদারের নির্বাচনী প্রচারে। সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের নিয়ে মিছিল ও পথসভা করে বিপ্লবের গড়ে শক্তি পরীক্ষা করলেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন বিজেপির মিছিলের জেরে স্তব্ধ হয়ে গেলো গোটা গঙ্গারামপুর শহর। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ থেকে সুবিশাল মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি। মিছিলে পা মেলান বালুরঘাট লোকসভার বিজেপি প্রার্থী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সন্দেশখালির নির্যাতিতা ৫ মহিলা, এছড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বুধরাই টুডু সহ অন্যান্য বিজেপি নেতাকর্মীরা। এদিন গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ থেকে মিছিলটি বেরিয়ে শহরের নিউ মার্কেট, বড়বাজার, বিডিও অফিস মোড় হয়ে গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়। সেখানেই এক পথসভার আয়োজন করে বিজেপি। পথসভা থেকে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপশি রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন বিজেপি নেতৃত্ব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন সন্দেশখালির নির্যাতিত মহিলা পদ্মা মণ্ডল। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষ করে করেন তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রকে।

কেকেআরের কাছে হারা ম্যাচেও কোহলির একাধিক রেকর্ড

কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ শুক্রবার কলকাতার বিপক্ষে কোহলি ৫৯ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ইনিংস খেলে দলকে ১৮২ রান তুলতে সাহায্য করেছেন। ম্যাচটা বেঙ্গালুরু হারলেও এই ম্যাচে একাধিক রেকর্ড করে শিরোনামে এসেছেন তিনি। এতদিন পর্যন্ত আইপিএলে এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে সর্বোচ্চ ২৩৯ ছক্কা মারার রেকর্ড ছিল ক্রিস গেইলের। শুক্রবার চেন্নাইয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর বিপক্ষে ৪ ছক্কা মেরে গেইলের সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন কোহলি। আরসিবির জার্সিতে কোহলির মোট ৬-য়ের সংখ্যা এখন ২৪১টি।

আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার তালিকায় উঠে এলেন কোহলি। তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপকে তালিকায় ৪-এ উঠে এলেন। তালিকার শীর্ষে থাকা ক্রিস গেইলের মোট ছক্কা ৩৫৭টি। দুয়ে থাকা রোহিতের ছক্কা ২৬১টি। ২৫১ ছক্কা নিয়ে ডি ভিলিয়ার্স তিনে, ২৪১ ছক্কা মেরে চতুর্থ স্থানে আছেন কোহলি আর ২৩৯ ছক্কা মারা মাহেন্দ্র সিং ধোনি আছেন পঞ্চম অবস্থানে। শুক্রবার চেন্নাইয়ে কলকাতার বিপক্ষে ম্যাচে আরও একটি রেকর্ড গ।ছেন কোহলি। এতদিন আইপিএলে সর্বোচ্চ ১০৯টি ক্যাচ ধরার রেকর্ড ছিল সুরেশ রায়নার। অবসর নেওয়া প্রাক্তন এই ভারতীয় অলরাউন্ডার এই রেকর্ড গ।তে ২০৫টি আইপিএল ম্যাচ খেলেছেন। তার সমান ক্যাচ (১০৯) ধরে সেই রেকর্ডে ভাগ বসালেন কোহলি। তবে তিনি ম্যাচ খেলেছেন ২৪০ টি।

ভেঙ্কটেশ মারলেন ১০৬ মিটার

৩০ মার্চ ঃ আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের প্রথম ছক্কা কি মনে আছে। নবম ওভারে বেঙ্গালুরুর বাঁহাতি স্পিনার মায়াঙ্ক দাগারের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে লং অন দিয়ে বিশাল ছক্কা মারেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ব্যাটসম্যান। আইপিএলের এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বড় ছক্কা-১০৬ মিটার দূরত্ব পার করেন ভেঙ্কটেশ। জানা গিয়েছে, গত বুধবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ১০৩ মিটার দূরত্বের ছক্কা মেরেছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ইশান কিষান। তাঁর সেই ছক্কাকে পেছনে ফেলে এবার আইপিএলে সবচেয়ে ছক্কা মারার তালিকায় শীর্ষে উঠলেন ভেঙ্কটেশ। আইপিএলে পৃথিবীর সেরা সব হার্ডহিটার ব্যাটসম্যানরা খেলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই টুর্নামেন্টে ছক্কাবৃষ্টি এবং বড় বড় সব ছক্কাই প্রত্যাশিত। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এবারসহ আইপিএলের মোট ১৭ সংস্করণের মধ্যে গত বছর আইপিএলে ছক্কা হয়েছে সবচেয়ে বেশি-১১২৪টি! বেঙ্গালুরুর দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান ফাফ ডু প্লেসি ২০২৩ সালের সংস্করণে ১১৫ মিটার দূরত্বের ছক্কাও মেরেছেন। আর আইপিএলের এক মৌসুমে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৩৬ ছক্কা মারার রেকর্ডও গত বছরই গ।নে ডু প্লেসি। প্রশ্ন উঠতে পারে, আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ছক্কাটি কে মেরেছেন? সে জন্য ফিরে তাকাতে হবে ২০০৮ আইপিএলের প্রথম মৌসুমে। সেবার চেন্নাই সুপার কিংসের প্রোটিয়া অলরাউন্ডার অ্যালবি মরকেল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ১২৪ মিটার দূরত্বের ছক্কা মেরেছিলেন। মজার ব্যাপার, সে মৌসুমেই রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে একই দূরত্বের ছক্কা মারেন বেঙ্গালুরুর পেসার প্রাভিন কুমার ! আইপিএল ইতিহাসে মরকেল ও প্রাভিনের সেই ছক্কা দুটিই সবচেয়ে বড়। আইপিএলে মাত্র শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত হয়েছে মাত্র ১০ ম্যাচ। নিশ্চিতভাবেই সামনে ছক্কার নতুন নতুন কীর্তি আরও দেখা যাবে।

বজরংদের জন্য এখনও খোলা অলিম্পিকের দরজা

৩০ মার্চ ঃ তাঁরা দুজনেই টোকিও অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগির। তবে এবার জাতীয় নির্বাচনের ট্রায়ালে হেরে প্যারিস অলিম্পিকের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন বজরং পুনিয়া ও রবি দাহিয়া। কিন্তু তাঁদের পারফরম্যান্স আবার বিবেচনা করা হবে। এমনটাই জানানো হয়েছে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের তরফ থেকে। এই বিষয়ে কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় সিং বলেন, কোনও বিভ্রান্তি নেই। এখন আর কোনও অ্যাড-হক কমিটি নেই। নির্বাচনের ক্ষেত্রে কুস্তি ফেডারেশন সমস্ত নিয়ম-নীতি মেনে চলবে। যাঁর পারফরম্যান্স ভালো হবে, তিনি প্যারিসে যাওয়ার ছা।পত্র পাবেন। এ ছাড়া যিনি নির্দিষ্ট ওজন বিভাগে ভালো পারফরম্যান্স করবেন, তিনিও সুযোগ পাবেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবার ট্রায়ালের কথা ভাবা যাবে। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে মেডেল জিতেছিলেন বজরং ও রবি। যদিও এবারে অলিম্পিকের ট্রায়ালে রোহিত কুমারের কাছে ৯-১ ব্যবধানে হারেন বজরং। অন্যদিকে অমন সেহরাওয়াতের কাছে পরাজিত হন রবি। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিকে তাঁদের নামার আশা এখনই খারিজ করছেন না সঞ্জয় সিং। তিনি বলেন, তাঁদের পারফরম্যান্স দেখে আলোচনা করা হবে। সমস্ত কুস্তিগিরের ক্ষেত্রেই সেটা করা হবে। কারওর ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য হবে না। দিন কয়েক আগেই পুনিয়ার আর্থিক সাহায্যের সময়সীমা বা।িয়ে দিয়েছে ক্রীড়ামন্ত্রক। আগামী মে মাস পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা এবং কন্ডিশনিং এক্সপার্টের সাহায্য পাবেন তিনি। এবার কুস্তি ফেডারেশনের ঘোষণা নতুন স্বপ্ন দেখাতে পারে বজরং পুনিয়া আর রবি দাহিয়াকে।

ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কি তাঁরা

আইপিএল জিততে পারবে না আরসিবি', বলছে বিশেষজ্ঞরা 'আত্মসমর্পণে ক্ষুব্ধ ক্রিকেটমহল

৩০ মার্চ ঃ আইপিএল জিততে পারবে না আরসিবি এমনটাই মনে করছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। কেকেআরের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলিদের বোলিং দেখে এই কথাই বলছেন তারা। তাদের মতে, একা কোহলি আর কত করবেন? দলের অন্যদের থেকে সাহায্য পাচ্ছেন না তিনি। শুক্রবার ঘরের মাঠে কেকেআরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল আরসিবি। কিন্তু বেগুনি জার্সিধারীদের আটসাট বোলিংয়ের সামনে গুটিয়ে যায় বিরাটদের ব্যাটিং লাইন আপ। অধিনায়ক ফাফ ডু'প্লেসিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অনুজ রাওয়াত কেউই রান তুলতে পারেননি। একা কুম্ভ হয়ে লড়ে যান বিরাট। ৮৩ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি। সেই ইনিংসে মুগ্ধ সুনীল গাভাসকরের মতো কিংবদন্তি। তাঁর কথায়, বিরাট একা আর কত করবে? কাউকে তো সাহায্য করতে হবে। আজ যদি ক্রিজের অপর প্রান্তে কেউ সাহায্য করত তাহলে ৮৩ রানটা ১২০ অবধি উঠতে পারত। ক্রিকেট তো একার খেলা নয়, দলের সকলকেই অবদান রাখতে হবে।

ব্যাটিং ব্যর্থতার পরে বোলিংয়েও আরসিবির ভরাডুবির। শুরু থেকেই মহম্মদ সিরাজ, আলজারি জোসেফদের তুলোধনা করেন কেকেআরের দুই ওপেনার। তাঁদের দাপটেই ম্যাচ জয় নিশ্চিত করে ফেলে শ্রেয়স আইয়ারের দল। তিন ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে যায় কেকেআর। চলতি আইপিএলে এই প্রথমবার অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতল কোনও দল। আরসিবি বোলিংয়ের এই হতশ্রী দশা দেখে তোপ দেগেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন টুইট করে বলেন, এই বোলিং লাইন আপ থাকলে আরসিবি মোটেও আইপিএল জিততে পারবে না। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার টম মুডি বলেন, আরসিবিকে দুজন বিদেশি পেসার খেলাতেই হবে। লকি ফার্গুসন আর রিস টপলিকে নেওয়া উচিত প্রথম একাদশে। উল্লেখ্য, চলতি আইপিএলে তিনটি ম্যাচ খেলেছে আরসিবি। তার মধ্যে দুটোতেই হেরেছেন বিরাটরা। এই ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন তাঁরা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রক্ষণভাগের খেলোয়াড় সার্জিও রামোসের আজ জন্মদিন

কলকাতা, ৩০ মার্চ ঃ সার্জিও রামোস। একজন স্প্যানিশ পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়। যিনি ফরাসী পেশাদার ক্লাব পারি সাঁ-জেরমাঁ এবং বর্তমানে স্পেন দলের অধিনায়ক হয়ে খেলেছেন। তিনি একজন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার। তবে একজন মানসম্মত ব্যাকের দায়িত্বও পালন করে থাকেন। অনেকেই রামোসকে ফুটবল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বলে থাকেন। পাসিং এবং গোল করার ক্ষমতার জন্য প্রশংসিত তিনি। লিওনেল মেসির সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ একটানা ১৫ মরসুম খেলেছেন তিনি। পেশাদারী কেরিয়ারের শুরুটা সেভিয়াতে। ২০০৫-২১ সাল পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদে ছিলেন এই ডিফেন্ডার। রিয়ালেই নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তিনি। হয়ে ওঠেন স্পেনের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার, বলা যেতে পারে বিশ্বেরও। দলের হয়ে সার্জিও রামোস একজন স্প্যানিশ পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়। যিনি ফরাসী পেশাদার ক্লাব পারি সাঁ-জেরমাঁ এবং বর্তমানে স্পেন দলের অধিনায়ক হয়ে খেলেন। তিনি একজন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার। তবে একজন মানসম্মত ব্যাকের দায়িত্বও পালন করে থাকেন। অনেকেই রামোসকে ফুটবল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বলে থাকেন। তাঁর পাসিং এবং গোল করার ক্ষমতার জন্য তিনি প্রশংসা পান। লিওনেল মেসির সঙ্গে যৌথভাবে তিনি সর্বোচ্চ একটানা ১৫ মরসুম খেলেছেন।

পেশাদারী কেরিযারের শুরুটা সেভিয়াতে। ২০০৫-২১ কাল পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদ ছিলেন এই ডিফেন্ডার। রিয়াল নিজেকে মেরে ধরেছিলেন। হয়ে ওঠেছিলেন স্পেনের ইতিহাসের অন্যতম সেরা। শনিবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রক্ষণভাগের খেলোয়াড় রামোসের ৩৯-তম জন্মদিন।

ম্যানচেস্টার সিটিকে হারাতে চান আর্সেনাল কোচ

ম্যানচেস্টার, ৩০ মার্চ ঃ রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল। খেলা হবে ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে। আন্তর্জাতিক বিরতির পর এই বড় ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে দুই ক্লাবের অভিযান। আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে আর্সেনাল আর ৩-এ ম্যানচেস্টার সিটি। দুই দলের পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র এক। একসময় গুয়ার্দিওলার ও আর্তেতা, এই দুই কোচ একসঙ্গেই ছিলে সিটির ডাগ আউটে। গুয়ার্দিওলার সহকারী হিসেবে বছর তিনেক কাজ করেছেন আর্তেতা। ২০১৯ সালে আর্সেনালের দায়িত্ব নিয়ে শুরু হয় প্রধান কোচ হিসেবে তাঁর পথচলা। এরপর পেরিয়ে গেছে প্রায় বছর পাঁচেক। কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অটুট রয়েছে এখনও, তবে সেটা মাঠের বাইরে। রবিবার লড়াইয়ের আগে তাই একবার তা ফুটে উঠল আর্তেতার কণ্ঠে। তবে মাঠে নামার সময় লক্ষ্য থাকবে একটাই, গুয়ার্দিওলার দলকে হারানো।

বিরাট-গম্ভীর, দুই তারকার লড়াইয়ে হয়তো আরও একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠবে ২২ গজ

৩০ সম্মুখ সমরে গৌতম গম্ভীর এবং বিরাট কোহলি। দুই তারকার লড়াইয়ে হয়তো আরও একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠবে ২২ গজ। গতবারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমন আন্দাজ করেই কেকেআর-আরসিবি ম্যাচের দিকে নজর রেখেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু হল একেবারে উলটো। কোথায় ঝামেলা? কীসের মেজাজ! সব যেন ম্যাজিকের মতো উধাও। উলটে ' ও ' ঝগড়ায় ইতি টেনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন কোহলি এবং গোতি। আর এহেন আচরণকে হাতিয়ার করেই সচেতনতার

পাঠ দিল কলকাতা ও দিল্লি পুলিশ। কলকাতা পুলিশের তরফে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। যেখানে কোহলি ও গম্ভীরের জড়িয়ে ধরার মুহূর্তটির ছবি শেয়ার করে লেখা হয়েছে, সমস্যা বিরাট হোক বা গম্ভীর, সমাধানে ১০০ ডায়াল করুন। আপদে-বিপদে আপনার সাথে। অর্থাৎ যে কোনও সময়, যে কোনও অসুবিধায় ১০০ ডায়াল করলে যে পুলিশের সাহায্য মেলে, সে কথাই আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। দিল্লি পুলিশও প্রায় একই বার্তা দিয়েছে। লিখেছে, ঝগড়া হলে ১১২ ডায়াল করে শান্ত করুন। কোনও ঝগড়াই বিরাট অথবা গম্ভীর হয় না।

নিয়মের পরিবর্তন আসছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে

লন্ডন, ৩০ মার্চ ঃ এবার থেকে নিয়মের পরিবর্তন আসছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। খেলার সময় টাচলাইনের বাইরে বল গেলে তা কুড়িয়ে খেলোয়াড়দের ফেরত দিতে 'বলবয়দের মাঠের চারপাশে দেখা যায়। কিন্তু সেই নিয়মেরই পরিবর্তন আসছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। এবার থেকে বল-বয়দের বলা হয়েছে, তাঁরা যেন এখন থেকে মাঠের বাইরে যাওয়া বল কুড়িয়ে খেলোয়াড়দের হাতে না দেয়। কারণ, বল ফেরত দেওয়া নিয়ে টাচলাইনে বাদানুবাদ কিংবা সংঘর্ষ এড়াতে এবং হোম টিম যেন অনৈতিক সুবিধা না পায়, তা নিশ্চিত করতেই এই নিয়মের পরিবর্তন আনা হল। গত ১৬ মার্চ এফএ কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে প্রিমিয়ার লিগের দল উলভসও কভেন্ট্রি সিটি ম্যাচের ঘটনা। এই ম্যাচ শেষে উলভসের কোচ গ্যারি ও'নিল ও কভেন্ট্রির কোচ মার্ক রবিনস ম্যাচের শেষ দিকে এক বলবয় বল কুড়িয়ে খেলোয়াড়কে ফেরত দিতে একটু দেরি করায় তার সমালোচনা করেছিলেন। সে জন্য সেই বলবয়ের ওপর খেপেছিলেন উলভসের কোচ রবিনস। এফএ কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল ও প্রিমিয়ার লিগে এবারের মরসুমে গত বছর ডিসেম্বরে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচে বলবয়ের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন ফুলহাম গোলকিপার বার্নড লেনো। সেইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ এই নিয়মের পরিবর্তন আনলেন।

স্টিমাচের সঙ্গে কথা বলতে কমিটি গঠন ফেডারেশনের

৩০ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (সাই) ভর্ৎসনার মুখে পড়ে জাতীয় কোচ ইগর স্টিমাচের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করলেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। কোচের সঙ্গে টেকনিক্যাল আলোচনা অথচ পাঁচ সদস্যের কমিটিতে টেকনিক্যাল কমিটির লোক মাত্র দু'জন। যে টেকনিক্যাল কমিটিতে বাইচুং ভুটিয়া, সাব্বির আলির মতো আধুনিক ফুটবল গুলে খাওয়া দুই প্রাক্তন ফুটবলার রয়েছেন, তাঁদের পাঁচ সদস্যের কমিটিতে না রেখে নেওয়া হয়েছে আইএম বিজয়ন ও ক্লাইম্যাক্স লরেন্সকে। পাশাপাশি স্টিমাচের সঙ্গে ফুটবল বিষয়ক আলোচনার জন্য কমিটিতে রাখা হয়েছে ফেডারেশন সহ-সভাপতি এনএ হ্যারিস, ফেডারেশনের ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান মানেলা এথেন্পা ও কম্পিটিশন কমিটির চেয়োরম্যান অনিলকুমার প্রভাকরণকে। বিভিন্ন স্পোর্টস ফেডারেশনের পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে সাহায্য করে থাকে সাই ও ক্রীড়া মন্ত্রক। দেশে-বিদেশে জাতীয় দলের বিভিন্ন শিবিরের সময় আর্থিক সহায়তা করে পাশে থেকেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। একটা সময় পর্যন্ত কোচ ইগর স্টিমাচের বেতনের অনেকটা অংশ আসত সাইয়ের তরফে। এই মুহূর্তে ইগর স্টিমাচের মাসিক বেতন ২৫ লক্ষ টাকা। সাইয়ের তরফে কল্যাণ চৌবের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, সরকারি তরফে এত আর্থিক সাহায্য করার পরও কেন এমন ব্যর্থতা? তবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং সাই উভয় সংস্থাই মনে করছে ভারতীয় দলের ব্যর্থতার জন্য শুধু কোচ দায়ী হতে পারেন না। ফেডারেশনেরও দায় রয়েছে সমানভাবে। জাতীয় দল নিয়ে ফেডারেশনের কী পরিকল্পনা রয়েছে, তাও জানতে চায় তারা। এমন পরিস্থিতিতে স্টিমাচের মতো চাপে পড়েছেন ফেডারেশন কর্তারাও। আর তাই পুরো বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করে স্টিমাচের সঙ্গে বৈঠকে বসানো হচ্ছে। শুক্রবার ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এই বৈঠকে আলোচনা করা হয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত স্টিমাচের কিছু মন্তব্য নিয়েও। ভার্চুয়াল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ১৪ জন সদস্য। এদিনের বৈঠকে কমিটির সদস্যদের পরামর্শ ও মতামত শোনেন ফেডারেশন সভাপতি। তারপর পাঁচ সদস্যের কমিটি তৈরি করা হয়। সেই পাঁচ সদস্যের কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতীয় কোচের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যর্থতার কারণ খোঁজার। এর আগে টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেছিলেন। শেষ দুই ম্যাচের প্রথমটায় আভায় আফগানিস্তানের সঙ্গে ড্র করেছিল ভারত। ঘরের মাঠে পরের ম্যাচে লজ্জাজনক হার। আফগানিস্তান ভারতের থেকে ফিফা ক্রমতালিকায় অনেকটাই নিচের দিকে রয়েছে। সামনেই ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে এই দুই ম্যাচে জিততে হবে ভারতকে। যদিও গত দুই ম্যাচে হতাশাজনক ফল হলেও কোচ স্টিমাচ বলছেন, এখনও তিনি পরের পর্বে যাওয়া নিয়ে আশাবাদী।

প্রিমিয়ার লিগ যেভাবে গোলের রাজ্য

৩০ মার্চ ঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ তো এবার ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোলের নতুন রেকর্ডই দেখে ফেলল। প্রশ্ন উঠছে, এ মৌসুমে কেন এত গোল হলো? দুর্দান্ত ফিনিশিং, গোলকিপারের ভুল, নাকি ম্যাচের সময় বা।িয়ে দেওয়ার জন্য? প্রিমিয়ার লিগে গোলসংখ্যা বাড়ার ক্ষেত্রে হয়তো এসব বিষয়ের কমবেশি অবদান আছে। তবে কারণ যা-ই হোক, প্রিমিয়ার লিগের গোলের উচ্চ হার রোমাঞ্চ ফিরিয়ে আনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রাও বদলে দিয়েছে। প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমপ্রতি গোলসংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে, ২০২২-২৩ মৌসুমে ম্যাচপ্রতি গোল হয়েছিল গড়ে ২.৮৫টি। ২০২১-২২ মৌসুমে ছিল ২.৮২টি। তবে চলতি ২০২৩-২৪ মৌসুমে গোলের এ সংখ্যা সব হিসাব-নিকাশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত মাঠে গড়ানো ২৮৩ ম্যাচে গোল হয়েছে ৯১৭টি ম্যাচপ্রতি গ।ে ৩.২৪টি (প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে সর্বোচ্চ), যা আগের মৌসুমগুলোর চেয়ে তো বটেই, ইংলিশ ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তর হিসাব করলেও ১৯৬৪-৬৫ মৌসুমের (৩.৩৪) পর সবচেয়ে বেশি। মৌসুমে বাকি সময় যদি ম্যাচপ্রতি গড়ে ৩.২৪টি গোল হতে থাকে, তাহলে মৌসুম শেষে গোলসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১২৩১-এ, যা কিনা ২০২২-২৩ মৌসুমের চেয়ে ১৪৭টি বেশি। গত মৌসুমে গোল হয়েছিলে ১০৮৪টি। গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে ৫ বা এর বেশি গোল হয়েছিল ১৬.৪ শতাংশ ম্যাচে, যা কিনা আগের ১০ মৌসুমে গড়ে ১৪.২ শতাংশে হওয়া গোলের চেয়ে বেশি। তবে চলতি মৌসুমে ২১.৬ শতাংশ ম্যাচে গড়ে ৫ বা এর বেশি করে গোল হয়েছে। পরিসংখ্যানের পার্থক্যই বলে দিচ্ছে, ম্যাচপ্রতি গোলসংখ্যা কতটা বেড়েছে। পয়েন্ট তালিকার নিচের দিকে থাকা দলগুলোর গোল খাওয়া এ সংখ্যা বাড়ানোয় বড় ভূমিকা রেখেছে। গত মৌসুমে তলানির ছয় দল গোল হজম করেছিল ৪১৫টি। এ মৌসুমে এখনই সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৪১। সামনের ম্যাচগুলোতে এ সংখ্যা নিশ্চিতভাবে আরও অনেক বাড়বে। গোল খাওয়ায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে শেফিল্ড ইউনাইটেড। দলটি লিগে এখন পর্যন্ত ৭৪ গোল হজম করেছে। যে গতিতে শেফিল্ড গোল হজম করছে, সেটি অব্যাহত থাকলে গোল খাওয়ার নতুন রেকর্ডও হতে পারে। এর আগে সুইনডন টাউন ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে ৪২ ম্যাচের লিগে ১০০ গোল খেয়ে বিব্রতকর রেকর্ড গড়েছিল। শেফিল্ড গোল হজমের ধারা বজায় রাখলে রেকর্ডটি ভেঙে যেতে পারে। প্রিমিয়ার লিগের গোল হওয়ার এ ধারা ইউরোপের অন্যান্য লিগ বিবেচনায় নিলেও অনন্য। এ মৌসুমে ম্যাচপ্রতি গোলে জার্মান বুন্দেসলিগা প্রিমিয়ার লিগের কাছাকাছি আছে। বুন্দেসলিগায় ম্যাচপ্রতি গোল হয়েছে ৩.২১টি। তবে সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোয় বুন্দেসলিগার ক্লাবগুলো গোল করার হার এমনিতেই বেশি ছিল। এ ছাড়া ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের মধ্যে স্প্যানিশ লা লিগায় ২.৬৪, ইতালিয়ান সিরি ' ২.৬১ এবং ফরাসি লিগ আঁতে ম্যাচপ্রতি ২.৫৮টি গোল দেখা গেছে।

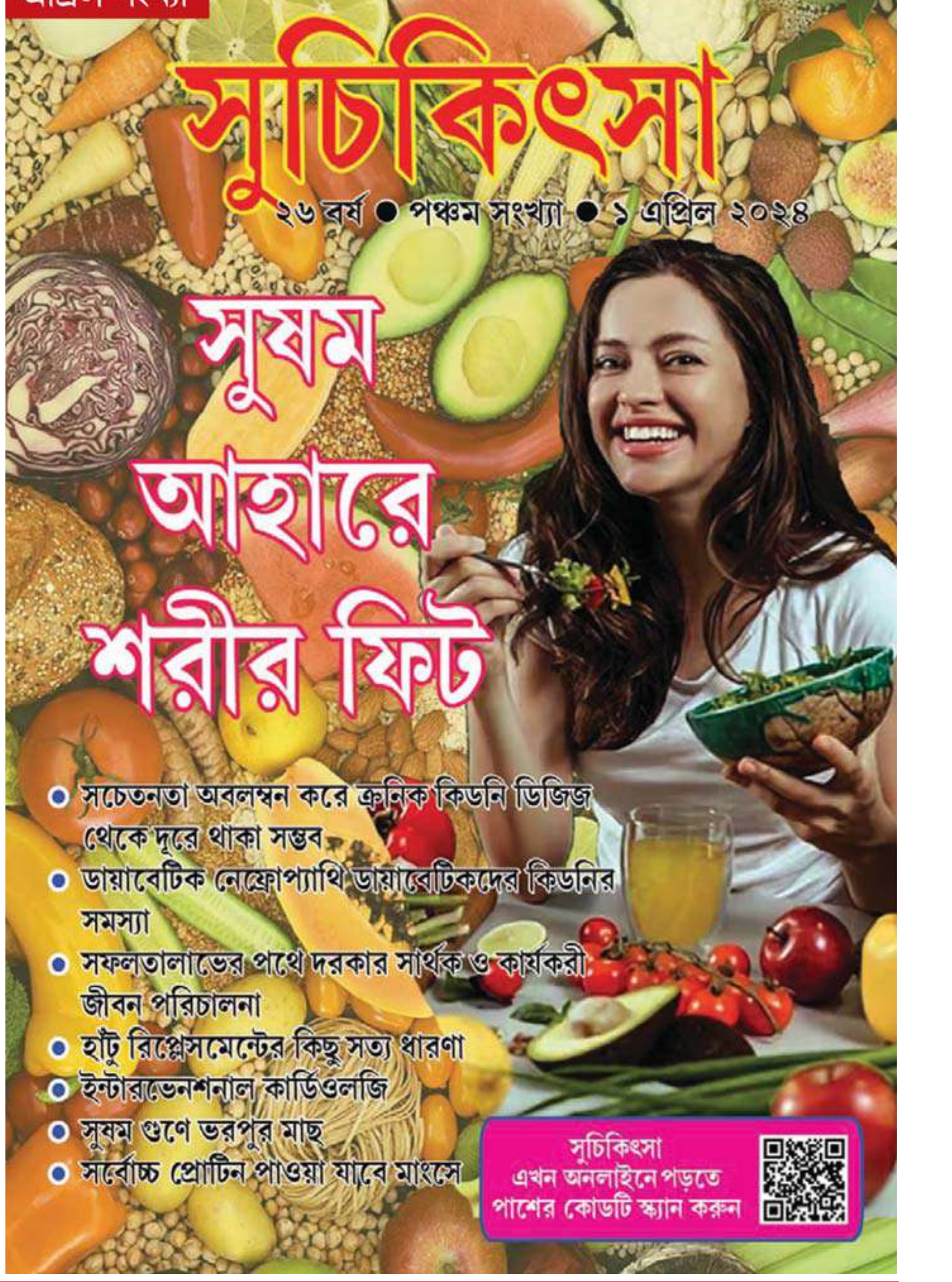

১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডে যাঁকে কোচ বানাতে চায় লিভারপুল

লিভারপুলের প্রাক্তন মিডফিল্ডার দায়িত্ব নিয়ে বদলে দিয়েছেন ক্লাবকে

ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দলটির সমর্থকদের জন্য 'বিনা মেঘে বজ্রপাত'-এর মতোই ছিল। তবে সেই ধাক্কা সামলে জাবি আলোনসোতেই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল তারা। লিভারপুলের প্রাক্তন এই মিডফিল্ডার দায়িত্ব নিয়ে বদলে দিয়েছেন বায়ার লেভারকুসেনের মতো ক্লাবকে। ধারণা করা হচ্ছিল, লেভারকুসেনের হয়ে সাফল্যের যে ধারা আলোনসো শুরু করেছেন, সেটিকে পূর্ণতা দেবেন লিভারপুলে গিয়ে। একপর্যায়ে আলোনসোর লিভারপুলে যাওয়াও মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। তবে গতকাল এক খবরের পর বদলে যায় দৃশ্যপট। গার্ডিয়ান জানায়, আলোনসোকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে লিভারপুল। কারণ, তিনি লেভারকুসেনেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কয়েক ঘণ্টা পর আলোনসো নিজেও জার্মান ক্লাবটিতে থেকে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন। আলোনসো সরে দাঁড়ানোর পর লিভারপুলের সম্ভাব্য কোচ নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা-কল্পনা। জানা গেছে, লিভারপুলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এখন এগিয়ে আছেন স্পোর্টিং লিসবনের কোচ রুবেন আমোরিম। তাঁকে আনতে লিভারপুলের খরচ হতে পারে ১ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার পাউন্ড-ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের দেওয়া তথ্য বলছে এটি আমোরিমের 'রিলিজ ক্লজ'। যা এ মৌসুম শেষে কার্যকর হবে। তবে লিভারপুল যদি ২০২৫ এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তবে এই দাম ৮০ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডে নেমে আসতে পারে। লিভারপুলের নীতিনির্ধারকদের নাকি পর্তুগিজ এই কোচকে বেশ মনে ধরেছে। এরই মধ্যে পর্তুগিজ ক্লাবটির হয়ে নিজের জাদুও দেখিয়েছেন আমোরিম। তাঁর হাত ধরেই ১৯ বছর পর লিগ শিরোপা জিতেছে লিসবন। জিতেছে ঘরোয়া ফুটবলের একাধিক শিরোপাও। পাশাপাশি আমোরিম নাকি ইংরেজিও বেশ ভালো বলতে পারেন। তবে আমোরিমকে পাওয়া

লিভারপুলের জন্য মোটেই সহজ হবে না। দলকে দারুণ সাফল্য এনে দেওয়া এক কোচকে ছা।তে রাজি হবে না স্পোর্টিং লিসবন। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত আমোরিমের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাবও দেয়নি অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। তাই লিভারপুলের সঙ্গে আমোরিমের চুক্তি আদৌ হবে কি না, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হবে। লিভারপুলের রাডারে আছেন ব্রাইটন কোচ রবার্তো ডি জেরবিও। তাঁকে পেতেও আমোরিমের সমপরিমাণ অর্থ খরচ হতে পারে ' রেড'দের। এ ছাড়া জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগলসমানের ব্যাপারেও লিভারপুলের আগ্রহের বিষয়টি সামনে এসেছে। নাগলসমানের সঙ্গে জার্মানি জাতীয় দলের চুক্তির মেয়াদ ইউরো ২০২৪ পর্যন্ত। ফলে ইউরোতে জার্মানির সাফল্য-ব্যর্থতার ওপর নাগলসমানের চুক্তির বিষয়টি নির্ভর করছে। এরই মধ্যে লিভারপুলের ডাটা টিম নাকি ক্লপের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন কোচেরও সন্ধান করছে। মূলত দলের বর্তমান স্কোয়াডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোচ বাছাইয়ের কাজটাই করে যাচ্ছে তারা। এখন নানা হিসাব-নিকাশের পর শেষ পর্যন্ত লিভারপুলের নতুন কোচ হিসেবে কে দায়িত্ব নেবেন, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com